সেনসেক্স : ৮০,২৮৮.৩৮ (+৭০.০১)
নিফটি : ২৪,৩৩৫.৯৫ (+৭.৪৫)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL


**জিপ অপারেটরকে জেরা**
বৈসরণ উপত্যকায় যখন জঙ্গিরা নিরীহ পর্যটকদের খুন করতে উদ্যত তখন সেখানে উপস্থিত জিপ অপারেটর 'আল্লাহু আকবর' বলে ধ্বনি দিচ্ছেন। ভাইরাল ভিডিও দেখে তাঁকে তলব করল এনআইএ। » ১১

**কার্নিকে শুভেচ্ছা মোদির**
ভোট সমীকরণ বদলে গেলেও স্থিতাবস্থা কানাডায়। মঙ্গলবার প্রকাশিত পার্লামেন্ট নির্বাচনের ফল বলছে, ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির লিবারেল পার্টি। » ১১

| | শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | ৩২° | ৩২° | ৩১° | ৩২° |
| সর্বনিম্ন | ২২° | ২১° | ২১° | ২০° |

**বৈভব যেন বাস্তবেই বিস্ময়বালক** » ১২

১৬ বৈশাখ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 30 April 2025 Wednesday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 340

যুদ্ধ-যুদ্ধ আবহ। চারিদিকে চর্চা। শঙ্কিত পাকিস্তানও। এমন আবহে জল্পনা বাড়াল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গোপন বৈঠক। মঙ্গলবার গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে দেশের তিন বাহিনীকে নিজেদের মতো কাজ করার বার্তা দিয়েছেন তিনি।

# সবুজ সংকেত

## সেনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা নমোর

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল :** পহলগামের কঠোর প্রত্যাঘাত কি তাহলে সময়ের অপেক্ষা? দেশের তিন বাহিনীকে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যাঘাতের নিশানা, সময় ও পদ্ধতি ঠিক করার স্বাধীনতা দেওয়ায় এই জল্পনা জোরালো হয়েছে। যদিও কবে, কোন পথে, কী ভাষায় প্রত্যাঘাত, তা স্পষ্ট নয়। তবে মঙ্গলবার দিনভর নয়াদিল্লিতে নর্থ ব্লকের অলিন্দে ঘটনাপ্রবাহে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, পহলগামে জঙ্গি হামলার জবাব দিতে জোর প্রস্তুতি চলছে।

নরেন্দ্র মোদির সরকারি বাসভবনে মঙ্গলবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিতদের তালিকা সেই ইঙ্গিত করছে। শুধু প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং কিংবা জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ও চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান নন, ডাকা হয়েছিল সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী এবং বায়ুসেনা প্রধান অমরপ্রীত সিংকে।

প্রায় দেড় ঘণ্টার ওই বৈঠকে জম্মু ও কাশ্মীরের সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে সন্ত্রাসবাদকে প্রবল ধাক্কা দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদকে কঠোর জবাব দেওয়া এখন জাতীয় সংকল্প। কীভাবে, কবে, কখন ও কোথায় প্রত্যাঘাত করা হবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা সশস্ত্র বাহিনীকে দেওয়া আছে।'

*সরকারি বাসভবনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।*

পূর্ণ শক্তি দিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ ঘোষণা করে তিন বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও সক্ষমতার ওপর তাঁর ও গোটা দেশের পূর্ণ আস্থা আছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। ওই বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা না থাকলেও পরে তিনি যান প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। আলাদাভাবে গিয়েছিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে এনএসজি, বিএসএফ, সিআরপিএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন অমিত শা। বুধবার আবার প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রীসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির বৈঠক নির্ধারিত আছে। পহলগাম হামলার পর ওই কমিটির এটা দ্বিতীয় বৈঠক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ক্যাবিনেট কমিটি অন পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স ও ক্যাবিনেট কমিটি অন ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স-এরও বৈঠক হবে বুধবার।

*এরপর দশের পাতায়*

### পাক-উসকানি

- প্রতিদিন সূর্য ডোবার পর নিয়ন্ত্রণরেখায় বিনা প্ররোচনায় গুলিগোলা বর্ষণ করছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী
- সোমবার গভীর রাতে উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা ও বারামুলা জেলায় এবং জম্মুর আখনুর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় বিনা প্ররোচনায় গুলি
- পালটা জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা

### হাই অ্যালার্ট

- বালাকোটের স্মৃতি এখনও তাজা পাকিস্তানের কাছে
- ভারত যে কোনও সময় হামলা করতে পারে, এই আশঙ্কায় জারি হাই অ্যালার্ট
- এয়ারস্ট্রাইক এড়াতে শিয়ালকোট সেক্টরে রাডার সিস্টেম মোতায়েন
- করাচি থেকে লাহোর এবং রাওয়ালপিন্ডির বায়ুসেনা ঘাঁটিগুলিতে যুদ্ধবিমানগুলি সরিয়েছে বায়ুসেনা

## ভূস্বর্গে বন্ধ ৪৮টি পর্যটনকেন্দ্র

**শ্রীনগর, ২৯ এপ্রিল :** কাশ্মীর পর্যটনে বড় ধাক্কা। নিরাপত্তার চাদরে যতই মুড়ে ফেলার আশ্বাস দেওয়া হোক, ভরসা পাচ্ছে না প্রশাসন। যে কারণে কোপ পড়ল কাশ্মীরের অর্থনীতির অন্যতম মূল স্তম্ভ পর্যটনশিল্পের ওপর। আবার জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় মঙ্গলবার থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হল জম্মু ও কাশ্মীরের ৪৮টি পর্যটনস্থল। যে তালিকায় রয়েছে সিনথান টপ, ইউসমার্গ, বাঙ্গাস উপত্যকা, শ্রুঞ্জ জলপ্রপাত, গোগালদাড়া, কামানপোস্ট, রাজপোরা, চিয়ারহার, মুন্দিজ-হামাম-মারকুট জলপ্রপাত, খাম্পু, বসনিয়া, সূর্য মন্দিরের মতো পর্যটকদের প্রিয় গন্তব্যগুলি।

পহলগামে হামলার এক সপ্তাহ কেটে গেলেও একজন জঙ্গিরও খোঁজ না মেলায় কাশ্মীরে এখন উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। তার মধ্যে একাধিক গোয়েন্দা রিপোর্টে ইঙ্গিত মিলছে, খুব তাড়াতাড়ি আবার হামলা চালাতে তৈরি হচ্ছে জঙ্গিরা। উপত্যকা ও জম্মুর নানা অংশে এজন্য জঙ্গিদের স্লিপার সেলগুলিকে সক্রিয় করা হয়েছে। সফট টার্গেট হিসাবে পর্যটকদের নিশানা করা হতে পারে বলে আভাস মিলছে। এরপরই অনির্দিষ্টকালের জন্য ৪৮টি পর্যটনস্থল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

১৯১৯ থেকে ২০২৫-এর মাঝে ১০৬ বছর কেটে গেলেও পঞ্জাবের ইতিহাসখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোথায় যেন মিলে গিয়েছে পহলগামে পর্যটকদের ওপর বেনজির জঙ্গি হামলা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বৈসরণ উপত্যকায় আগাম রেইকি করে এলাকার খুঁটিনাটি নখদর্পণে ছিল জঙ্গিদের। পর্যটকদের পালানোর পথ বন্ধ করতে *এরপর দশের পাতায়*

## ৮০ বছরে বেদখল ১৫০০ বিঘা

*ধূপগুড়ি শহরে মেছুয়া মহম্মদের দান করা জমিতে জামে মসজিদ।*

**হিসেব কষলে দেখা যায় মৌলবি মেছুয়া মহম্মদের দান করা ওয়াকফ জমি বছরে গড়ে কুড়ি বিঘা করে কমেছে। খোঁজ নিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ শেষ কিস্তি।**

**সপ্তর্ষি সরকার**

**ধূপগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** স্বাধীনতার আগে জমি দান করেছিলেন মৌলবি মেছুয়া মহম্মদ। যত দিন গিয়েছে, তত দখলদারি বেড়েছে। ধূপগুড়ি শহরের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা জামে মসজিদকে কেন্দ্র করে দান করা এই বিশাল পরিমাণ জমি নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। মূলত সেই কারণেই এই মুহূর্তে মসজিদের স্থায়ী কমিটি গঠনও স্থগিত হয়ে রয়েছে।

কীভাবে এত জমি বেহাত হল, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সরব ধূপগুড়ি আঞ্জুমান কমিটির সম্পাদক আমজাদ খান। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা চাই মেছুয়া মহম্মদের দান করা সমস্ত জমি চিহ্নিত করে উদ্ধার করা হোক।'

১৯৪৩ সালের ২৬ নভেম্বর ধূপগুড়ি জামে মসজিদের নামে পাঁচশো একরের বেশি জমি দান করেন সেই সময়কার এক ধনী জোতদার তথা ব্যবসায়ী মৌলবি মেছুয়া মহম্মদ। ধূপগুড়ি ব্লকের পূর্ব আলতাগ্রাম, মধ্য বোরাগাড়ি, উত্তর বোরাগাড়ি এবং ফালাকাটা ব্লকের ঘাটপাড় সরুগাঁও- এই চার

*এরপর দশের পাতায়*

## অতর্কিতে চিতাবাঘের হামলায় জখম ৩

### হাড়হিম করা ঘটনা

**শুভজিৎ দত্ত**

**নাগরাকাটা, ২৯ এপ্রিল :** মঙ্গলবার বিকেলে আধ ঘণ্টার মধ্যে চলন্ত বাইক ও সাইকেলের ওপর হামলা চালিয়ে ৩ জনকে জখম করল একটি চিতাবাঘ। হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার বিকেলে নাগরাকাটার কলাবাড়ি চা বাগানে। বাইকচালক ও সওয়ারির মাঝখানে ঝাঁপ দেয় বুনোটি। অন্যদিকে, সাইকেলচালকের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় পিছন দিক থেকে। জখম রহমান আলি ও রহিনা খাতুনের বাড়ি খেরকেটা গ্রামে। জখম আরেক আনজিৎ ওরাওঁয়ের বাড়ি কলাবাড়ি বস্তির বাঁধ লাইনে। সব মিলিয়ে কলাবাড়ি চা বাগানে বর্তমানে চিতাবাঘের আতঙ্ক চরমে উঠেছে।

*জখমদের চিকিৎসা চলছে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে। মঙ্গলবার।*

বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যান। ডায়না রেঞ্জের অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'আহতদের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়ভার বন দপ্তরই বহন করছে।' বিন্নাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথের কথায়, 'ওই এলাকার বাসিন্দাদের ধারাবাহিকভাবে সচেতন করা হচ্ছে। কলাবাড়ি বাগানে আগে থেকেই খাঁচা পাতা রয়েছে। বাগান পরিচালকরা চাইলে সেটি পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। তবে রক্ষণাবেক্ষণ যাতে ঠিকঠাক মতো করা হয় সেই দায়িত্বও বাগান কর্তৃপক্ষের পালন করা অত্যন্ত জরুরি।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে লাগোয়া ডায়না নদী পেরিয়ে কলাবাড়ি বাজারে শাশুড়ি রহিনাকে নিয়ে ব্যাংকের কাজে গিয়েছিলেন জামাই রহমান। ফেরার সময় বিকেল ৫টা নাগাদ কলাবাড়ি চা বাগানের ৮ নম্বর সেকশন লাগোয়া রাস্তায় হঠাৎই একটি চিতাবাঘ তাঁদের বাইকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হামলার অভিঘাতে পেছনে বসা রহিনা রাস্তায় পড়ে যান। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

*এরপর দশের পাতায়*

## এপ্রিলের শেষেও অধরা ট্রায়াল রান

**সৌরভ দেব**

**জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** জলপাইগুড়ি পুরসভার আম্রুত জলপ্রকল্পের ট্রায়াল রান নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এপ্রিল মাসের মধ্যে ট্রায়াল রানের কথা ঘোষণা করেছিল পুরসভা। এপ্রিল শেষ হয়ে গেল। জল পরিশোধনাগারের কাজ এখনও শেষ হয়নি। যে কারণে ট্রায়াল রান কীভাবে হবে তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। যদিও পুরসভার দাবি, আম্রুত জলপ্রকল্প চালু করার সময়সীমা আরও দু'মাস বাড়িয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার।

**আম্রুত প্রকল্প**

জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'জলপাইগুড়ি শহরের ভেতর কিছু জায়গায় পাইপ পাতার কাজ বাকি রয়েছে। যে কারণে এই এলাকায় ট্রায়াল রান এখন হচ্ছে না। তবে তিস্তার জল উত্তোলনকেন্দ্র থেকে শুরু করে পরিশোধনাগার পর্যন্ত কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। যে কারণে ওখানে ট্রায়াল রান করা যেতে পারে। এছাড়াও আমরা কাজ শেষ করার জন্য আরও দু'মাস সময় পেয়েছি। *এরপর দশের পাতায়*

KHOSLA ELECTRONICS
এই অক্ষয় তৃতীয়ায় সমৃদ্ধি আসুক আপনার ঘরে
FIRST TIME EVER ON AC
2 EMI OFF WORTH ₹ 4,000
EXCLUSIVE AT KHOSLA ONLY FOR 2 DAYS
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
Easy Finance by
HIGHEST CASHBACK Upto ₹45,000
HIGHEST EXCHANGE Upto ₹6,000
0 INTEREST* DOWN PAYMENT* PROCESSING FEES* DOCUMENT*
LOWEST EMI STARTS from ₹660
Upto 36 MONTHS EMI
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY*
SURESHOT FREE GIFT COUPON WORTH ₹ 1,800
অক্ষয় তৃতীয়ার বিশেষ দামে সকল BRAND-এর এসি, কুলার এবং ফ্রীজ এক ছাদের নিচে,
1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,955*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,955*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,999*
1 Ton 3* EMI ₹ 2,317*
1.5 Ton 3* EMI ₹ 2,608*
ALL DESERT COOLERS ARE WITH HONEYCOMB PAD
80 Ltr. EMI ₹ 852
65 Ltr. EMI ₹ 834
50 Ltr. EMI ₹ 660
FREE CHOPPER
600 Ltr SBS EMI ₹2,525
237 Ltr Bottom Mount EMI ₹1,944
396 Ltr DD EMI ₹2,990
233 Ltr DD EMI ₹1,833
180 Ltr SD EMI ₹1,166
7 KG FRONT LOAD EMI ₹2,525
7 KG TOP LOAD EMI ₹1,124
7 KG SEMI AUTO EMI ₹833
75 4K ₹ 69,990
55 4K QLED ₹ 36,990
43 4K ANROID ₹ 18,990
SAMSUNG A 36 (8/256GB) ₹ 28,999* CASHBACK/UPGRADE ₹ 4,000
iPhone 16 (128GB) ₹ 68,500* CASHBACK ₹ 4,000 on CC
vivo V50E (8/128GB) ₹ 27,499* CASHBACK ₹ 1,500
oppo F 29 (8/256GB) ₹ 23,499* CASHBACK 10%
motorola Edge 60 Fusion (8/256GB) ₹ 20,999* CASHBACK ₹ 2,000
FREE NECK BAND WITH EVERY MOBILE
Lenovo i5 12th Gen, RTX 2050 4GB, 12GB RAM, 512GB SSD, 15.6"FHD, Win 11 + MSO ₹ 58,900*
hp i5 13th Gen 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 2050 4GB GRAPHICS ₹ 61,900*
ASUS Rizen 7 7435HS, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 3050 4GB GRAPHICS ₹ 66,900*
STARTING EMI ₹ 4,908
FREE BAGPACK, MOUSE, BLUETOOTH SPEAKER & PENDRIVE worth ₹ 3,499
FREE DATA TRANSFER & BACKUP SERVICES
A TATA Product
VOLTAS
Presenting VOLTAS SMARTAIR™ INVERTER AC
INDIA'S NO.1 AC BRAND
SMART IOT
ALEXA & GOOGLE ASSISTANT
SUPER SILENT OPERATION 28dbA
SLEEP MODE
HIGH AMBIENT COOLING
5 STEP ADJUSTABLE
10% CASHBACK UPTO ₹4000 ON ALL MAJOR BANKS
NO COST EMI
Less Noise, More Work.
*T&C Apply
Scan to locate your nearest Khosla store
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020
enquiry@khoslaelectronics.com
BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price includes Cashback & Exchange Amount. *Offers are not applicable on Samsung Products.
COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300
RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600
ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232
SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685
BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

Reliance
SMART BAZAAR
আমাদের দাবি, ফুল পয়সা উসুল করবে পুরো ইন্ডিয়া।
ফুল পয়সা উসুল সেল
30th APR - 4th MAY
গুড লাইফ আমন্ড / কাজু (W320) 500 g
স্মার্ট প্রাইস ₹409/₹439
এমআরপি ₹620 / ₹725
সঞ্চয় ₹211 / ₹286
লুজ চিনি M / লুজ মুগ ডাল 1 kg
স্মার্ট প্রাইস ₹47/₹111
বাজার মূল্য ₹50 / ₹116
কল্যানী'জ নেচার পিওর রিফাইণ্ড রাইসব্রান অয়েল 1 L / চাক্কি আটা 5 kg
স্মার্ট প্রাইস ₹132/₹199
এমআরপি ₹163 / ₹250
সঞ্চয় ₹31 / ₹51
গুড লাইফ পপুলার মিনিকেট / লালবাবা বাঁশকাঠি রাইস 10 kg
স্মার্ট প্রাইস ₹499/₹699
এমআরপি ₹650 / ₹1050
সঞ্চয় ₹151 / ₹351
স্মার্ট প্রাইস ₹127/₹139
মহাকোষ রিফাইন্ড সয়াবিন অয়েল 840 g / গুড লাইফ কাচ্চি ঘানি মাস্টার্ড অয়েল 1 L
এমআরপি ₹164 / ₹190
সঞ্চয় ₹37 / ₹51
ন্যূনতম 25% ছাড়
ডেয়ারি / ফ্রোজেন ও বেকারি (নির্বাচিত রেঞ্জ)
এমআরপি ₹25 থেকে শুরু
Scan & Unlock Secret Offers
BUY ANY 3 GET ANY 1 FREE
কোল্ড ড্রিঙ্ক & জ্যুস 600 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹40 থেকে শুরু / ইউনিট
BUY ANY 2 GET ANY 1 FREE
বিস্কুট / চকলেট / রাস্ক 118 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹100 থেকে শুরু / ইউনিট
টাটা টী গোল্ড লীফ 500 g
সঞ্চয় ₹65
এমআরপি ₹280 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹215 থেকে শুরু
হরলিক্স ক্লাসিক মল্ট হেল্থ ড্রিঙ্ক পাউডার 1 kg
সঞ্চয় ₹200
এমআরপি ₹600 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹400 থেকে শুরু
সাবান 125 g থেকে শুরু (মাল্টি প্যাক) (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹175 থেকে শুরু
ন্যূনতম 40% ছাড়
শ্যাম্পু 580 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 55% ছাড়
এমআরপি ₹890 থেকে শুরু
এমআরপি ₹208 থেকে শুরু
ন্যূনতম 40% ছাড়
টুথপেস্ট 300 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 33% ছাড়
এমআরপি ₹770 থেকে শুরু
ডিটারজেন্ট পাউডার 5 kg থেকে শুরু / লিকুইড 4 L থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
স্মার্ট প্রাইস ₹1999 থেকে শুরু
এমআরপি ₹7560 থেকে শুরু
3 বার্নার গ্লাস টপ গ্যাস স্টোভ
2000+ ফ্যাশন স্টাইল ₹399এর মধ্যে
টি-শার্টস ₹199 | শার্টস ₹299
কুর্তা ₹299 | শর্টস ₹299 | জিন্স ₹399
স্মার্ট প্রাইস ₹999
এমআরপি ₹1825 থেকে শুরু
LA OPALA LARAH
16 / 18 পিস ওপালওয়্যার ডিনার সেট
পান ফ্রি এলইডি টিভি 80 cm (32 inch)
এমআরপি ₹55999 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹32990* থেকে শুরু
ব্র্যান্ডেড 1.5 টন 3 স্টার ইনভার্টার এয়ার কন্ডিশনার (নির্বাচিত রেঞ্জ)
কটন বালিশের কভার সহ ডবল বেডশীট
ফ্ল্যাট 70% ছাড়
এমআরপি ₹1199 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹360 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹3999
পান ফ্রি ডাফল ট্রলি ব্যাগ
ক্রুজার হার্ড ট্রলি সেট 2
এমআরপি ₹12800
এখন খোলা
• মালদা এম কে রোড, 420 মোড়
• শিলিগুড়ি : কসমস মল • স্কাই স্টার বিল্ডিং, সেবক রোড • জলপাইগুড়ি : পিআরএম মার্কেট সিটি, কদমতলা মোড় • দার্জিলিং : রিঙ্ক মল • গ্যাংটক : নামনাং কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, নামনাং রোড • সিসা গোলাই, লালবাজার, গ্রীনডেল হোটেলের কাছে, পানি হাউস রোড • বালুরঘাট : টাউনক্লাব গ্রাউন্ডের সামনে • কার্শিয়াং : প্লাজা বিল্ডিং, হিল কার্ট রোড, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের কাছে • ময়নাগুড়ি : নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন রোড • কোচবিহার : সিটি মল, পূর্ব খগড়াবাড়ি, পাওয়ার স্টেশনের কাছে • শিলিগুড়ি : সেবক রোড, আনন্দলোক হাসপাতালের কাছে • দ্বারিকা ডেভেলপার্স, বর্ধমান রোড, হেরিটেজ হাসপাতালের কাছে, সোলুগাড়া, 4র্থ মাইল • সেবক রোড, নর্দান ফ্লাওয়ার মিলসের বিপরীতে • দার্জিলিং : হিমালয়ান থিয়েটার, ছোট কাকঝোরা • গ্যাংটক : বাজরা ওয়ার্ল্ড • রায়গঞ্জ : মার্কেট সিটি মল, এন এস রোড, আশা টকিজের কাছে • জয়গাঁও : দুর্গা হৃদয় মেগা মল, এন এস রোড • কোচবিহার : নৃপেন্দ্র নারায়ণ রোড, এসিডিসি ক্লাবের বিপরীতে
10% INSTANT DISCOUNT* SBI card
#Min. Trxn.: ₹3,000; Max. Discount: ₹500 per Credit Card; Validity: 30 Apr - 04 May 2025. T&C Apply.
অফার এছাড়াও উপলব্ধ
fresh Signature.
SMART SUPERSTORE
নিয়ম এবং শর্তাবলী প্রযোজ্য। স্টক থাকা পর্যন্ত অফারটি বৈধ। সমস্ত অফার কোনোরূপ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে। পণ্যসমূহের প্রদর্শিত ছবি / চিত্র কেবলমাত্র নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত। হোমওয়্যার এবং অ্যাপারেলস্ উপরে অফারগুলি কেবলমাত্র স্মার্ট বাজার এবং স্মার্ট সুপারস্টোর-এ বৈধ। সমস্ত পণ্যের এমআরপি সমস্ত কর সহ। ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ অফার মূল্যের নিকটতম পার্সেন্টেজের রাউন্ডেড অফ। সমস্ত অফার 4ঠা মে 2025 তারিখ পর্যন্ত বৈধ। সমস্ত বিরোধ বা বিতর্ক মুম্বই আদালতের এক্তিয়ারের অধীন।
SMART BAZAAR

# প্রতিবাদে র‍্যালি

**বীরপাড়া, ২৯ এপ্রিল** : কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হানার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বীরপাড়ায় র‍্যালি করল বীরপাড়া মুসলিম সোসাইটি। এলাকার মসজিদ কমিটিগুলি সংগঠনটি গড়েছে। এদিন তাঁরা পুরানো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে মোমবাতি জ্বালিয়ে মৌনমিছিল করে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। সংগঠনের এক সদস্য হাকিম খান বলেন, 'ভারতীয় মুসলিমরা ওই সন্ত্রাসবাদী হানার তীব্র বিরোধী। ঘটনার পর থেকে আমাদের বাঁকা কথা শুনতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা আমরা ওই ঘটনার বদলা চাই।


## কর্মখালি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে

শিলিগুড়ি অফিসের জন্য সাব-এডিটর এবং ডিটিপি অপারেটর

**সাব-এডিটর**

ন্যূনতম যোগ্যতা : স্নাতক। বর্তমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সচেতন, সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষমতা, কম্পিউটারে পারদর্শিতা। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়। অনভিজ্ঞ প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। কর্মদক্ষ অবসরপ্রাপ্তরাও আবেদন করতে পারেন।

**ডিটিপি অপারেটর**

ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

উভয় ক্ষেত্রে কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল তিনটে থেকে রাত এগারোটা।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ৬ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com


## আজ টিভিতে

নিজের মানসিক শক্তিতে ভর করে রাই কি পারবে এই যুদ্ধে জয়ী হতে? **মিঠিঝোরা** রাত ১০.১৫ জি বাংলা

### সিনেমা

**কালার্স বাংলা সিনেমা** : সকাল ৭.০০ দাদার আদেশ, ১০.০০ শিবা, দুপুর ১.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, বিকেল ৪.১৫ গ্রেফতার, সন্ধে ৭.১৫ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.১৫ চ্যালেঞ্জ-টু, ১.০০ মহানগর

**জলসা মুভিজ** : সকাল ১০.৩০ কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন, দুপুর ১.৩০ সিঁদুরের বন্ধন, বিকেল ৪.৪৫ অচেনা অতিথি, সন্ধে ৭.৪৫ লভ স্টোরি, রাত ১০.৩০ ভিলেন

**জি বাংলা সিনেমা** : বেলা ১১.৩০ অনুতাপ, দুপুর ২.৩০ টক্কর, বিকেল ৫.০০ আশ্রয়, রাত ১.০০ প্রতিঘাত

**ডিডি বাংলা** : দুপুর ২.৩০ স্বপ্ন নিয়ে

**কালার্স বাংলা** : দুপুর ২.০০ মায়ের বন্ধন

**আকাশ আট** : বিকেল ৩.০৫ অবুঝ মন

**জি অ্যাকশন** : বেলা ১১.১৫ বঙ্গারাজু, দুপুর ২.১৯ কিশন কানহাইয়া, বিকেল ৫.২০ ভূতমামা, সন্ধে ৭.৩০ দবং-টু, রাত ১০.২২ মজাল

**অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি** : বেলা ১১.১৪ ফুকরে রিটার্নস, দুপুর ২.০৭ টয়লেট-এক প্রেম কথা, বিকেল ৫.১০ আইপিসি ৩৭৬, সন্ধে ৭.৩০ সিম্বা, রাত ১০.৩৯ রাবণাসুরা

**অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি** : বেলা ১১.৫৯ পরমাণু, দুপুর ২.১৩ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে, বিকেল ৪.২৬ হোটেল মুম্বই, সন্ধে ৬.৩১ মণিকর্ণিকা : দ্য কুইন অফ ঝাঁসি, রাত ৯.০০ সজনী শিন্ডে কা ভাইরাল ভিডিও

**রমেডি নাউ** : দুপুর ১.০৫ দ্য ওয়ে, ওয়ে ব্যাক, ২.৪৫ সেন্ট ভিনসেন্ট, সন্ধে ৬.১০ দ্য গোল্ড রাশ, ৭.২৫ দ্য বুক অফ লাইফ, রাত ৯.০০ দ্য রিরাইট

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ
সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

এমএলএ ফাটাকেষ্ট
সন্ধে ৭.১৫ কালার্স বাংলা সিনেমা

প্রথম কদম ফুল সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

# মার্কিন চলচ্চিত্রে উৎসবে তিব্বতের গণ অভ্যুত্থান

# সেরার শিরোপা কার্সিয়াংয়ের ছেলের

ব-এ বিনোদন

**শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল** : সালটা ১৯৫৯। তিব্বতের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন চতুর্দশ দলাই লামা। চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) তাঁকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হয়। কিন্তু তিব্বতি জনগণ তা হতে দেননি। শুরু হয় প্রতিবাদ। প্রতিবাদ চলাকালীন পিএলএ দমনপীড়ন নীতি অবলম্বন করে। দলাই লামা শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচিয়ে ভারতে চলে আসতে সক্ষম হলেও হাজারো তিব্বতি মানুষের প্রাণ চলে যায়। ইতিহাসে এই ঘটনা তিব্বত গণঅভ্যুত্থান হিসেবে পরিচিত। এই অভ্যুত্থানের কাহিনী এবার ক্যামেরায় তুলে ধরলেন কার্সিয়াংয়ের ছেলে শেমপেন খিমসার।

আমেরিকায় সতীর্থদের সঙ্গে কার্সিয়াংয়ের শেমপেন খিমসার (মাঝে)।

সম্প্রতি তাঁর ছবি 'ফোর রিভার্স, সিক্স রেঞ্জেস' আমেরিকার লোয়ায় আয়োজিত জুলিয়ান ডুবুকই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ফিচার ফিল্ম ক্যাটিগোরিতে সংগীতের জন্য সেরা নির্বাচিত হয়েছে। খিমসার নিজেই ছবির সংগীত পরিচালক। চলতি মাসের ২১ তারিখ থেকে শুরু হওয়া এই চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি ঘটেছে গত রবিবার। সেদিনই খিমসারের হাতে সেরার শিরোপাটি উঠেছে।

খিমসার তিব্বতের গণ অভ্যুত্থানের কাহিনী বেছে নেওয়ার নেপথ্যে রয়েছেন তাঁর দাদু। তিনি জানান, তাঁর দাদু গণ অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিলেন। পরে তাঁর পরিবার দার্জিলিংয়ে এসে বসবাস শুরু করে। পরিচালক তাঁর দাদুর থেকে, পরে পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকেও অভ্যুত্থানের নানা কাহিনী শুনেছেন। খিমসার তাঁর ছবিতে তিব্বতকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

চিন সরকার তাঁর ছবির বিষয়বস্তু হজম করতে পারেনি। প্রিমিয়ারের পরেই খিমসারকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' প্রচারকারী হিসেবে দাগিয়ে দেয় বেজিংয়ের মিডিয়া গ্রুপ চায়না গ্লোবাল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক (সিজিটিএন)। তারা গত ফেব্রুয়ারি মাসে একটি বিবৃতিতে জানায়, 'খিমসার তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ঘোষণা করেছেন যে, ছবিটি চতুর্দশ দলাই লামাকে তাঁর ৯০তম জন্মদিনে উৎসর্গ করা হয়েছে।' পাশাপাশি সিজিটিএন দাবি করে, 'খিমসার তাঁর ছবিতে ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে বিকৃত করেছেন। শিরাং এলাকা চীনের অংশ ছিল না এবং কখনও হবেও না।'

এই প্রথম নয়, খিমসারের সিনেমা আগেও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। তাঁর হিন্দি-নেপালি দ্বিভাষিক ছবি 'ব্রোকেন উইংস' মুক্তি পেয়েছিল ২০২২ সালে। ১৯৮৬ সালের রক্তক্ষয়ী গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আবর্তিত হয় এই ছবির কাহিনী। মূলত প্রেমের ছবি হলেও এতে ব্যবহৃত একটি গান নিয়ে তীব্র আপত্তি ওঠে। শেষমেশ কপিরাইট ইস্যুর জেরে আর মুক্তি পায়নি ছবিটি।

তবে এবার খিমসার তাঁর 'ফোর রিভার সিক্স রেঞ্জ' সিনেমাটি নিয়ে বেশ আশাবাদী। এটাকে তিনি নিজের 'কামব্যাক' হিসেবে দেখছেন। কার্সিয়াংয়ে বাড়ি হলেও বছরের বেশিরভাগ সময়টা এখন তিনি আমেরিকায় থাকেন। তাঁর নতুন ছবিটি ইতিমধ্যেই হল্যান্ডের রটেরডামে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে।

# অভিমানে দুই কিশোর ঘর ছাড়া

**দেবাশিস দত্ত**

**পারডুবি, ২৯ এপ্রিল** : স্কুলে যেতে না চাওয়ায় মা খানিক বকাবকি করেছিলেন। তাতেই রাগ করে ঘর ছাড়ে দুই কিশোর। আলিপুরদুয়ার জেলার কাঁঠালবাড়ি এলাকা মঙ্গলবার এই ঘটনার সাক্ষী থাকল। এদিন সকালে দুই ছেলে অসীম ব্যাপারী (১০) ও অনির্বাণ ব্যাপারীকে তাদের মা বাসন্তী স্নান করে স্কুলে যেতে বলেন। তবে দুই ভাই স্কুল যেতে রাজি হয়নি। তাতেই রেগে গিয়ে মা দুই ছেলেকে বকাঝকা ও মারধর করেন। তার জেরে অভিমান করে চুপিসারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় দুজন। তারা মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে এসে পৌঁছোয়। অবশেষে স্থানীয়দের দুই কিশোরকে ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হয়। পরে তাদের আটক করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ছেলেদের ফিরে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এদিন বাসন্তী ব্যাপারী বলেন, 'ছেলেরা না বলে এত দূরে চলে আসবে তা বুঝতেই পারিনি। ছেলেদের খুঁজে পেয়েছি, আমি তাতেই খুশি।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসন্তীর বড় ছেলে অনির্বাণ অষ্টম ও ছোট ছেলে অসীম চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। বাসন্তী মঙ্গলবার সকালে ছেলেদের স্নান করে স্কুলে যেতে বলেন। দুই ভাই জানায়, তারা স্কুলে যাবে না। তাতেই মা প্রথমে কিছুটা বকেন ও তারপর মারধর করেন। এরপর দুই ভাই অভিমানে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। পায়ে হেঁটে তাঁরা কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের কুশিয়ারবাড়ি, রুইডাঙ্গা হয়ে পারডুবি চলে যায়। পরে দুই কিশোরকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। তাঁরা দুজনকে আটক করে পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়েও নিয়ে যায়। খবর পেয়ে আসে স্থানীয় সিভিক পুলিশ ও ভিলেজ পুলিশ। দুই কিশোর জানায় ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটেরবাড়ি এলাকায় তাদের মামার বাড়ি।

এরপর স্থানীয় পারডুবি উচ্চবিদ্যালয়ের এক শিক্ষক কাঁঠালবাড়ি এলাকার এক শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। অন্যদিকে, স্থানীয়রাও কিশোরদের মামাবাড়িতে যোগাযোগের চেষ্টা চালান। সন্ধান পেয়ে বাসন্তী পারডুবিতে আসেন। ছেলেদের ফিরে পাওয়ায় তিনি খুশি।

# নেশার জন্য মায়ের ঘরে আগুন ছেলের

**সুভাষ বর্মন**

**শালকুমারহাট, ২৯ এপ্রিল** : নেশার টাকা নিয়ে মায়ের সঙ্গে বচসার পরে রাগে মায়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়িয়া গ্রামের এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে রাতেই অভিযুক্ত ছেলে মধুসূদন ছেত্রীকে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ, মধুসূদন নেশার টাকা জোগাড় করার জন্য গোপনে মা চকমায়া ছেত্রীর কিছু চেরাই কাঠ বিক্রি করে। এজন্য মা তাকে বকাবকি করেন। তার জেরে ছেলে রাতে মায়ের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে বৃদ্ধার একমাত্র টিনের ঘরটি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে ষাটোর্ধ্ব মহিলা সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়লেন। গোটা ঘটনায় প্রতিবেশীরা হতবাক। সকলেই অভিযুক্তের কড়া শাস্তি চাইছেন। সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে মঙ্গলবার আদালতে পাঠানো হয়। এর আগেও অভিযুক্ত মধুসূদন মথুরা চা বাগান এলাকায় নেশা করে ঝামেলা করেছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। রাতে অবশ্য দমকলকে খবর দেওয়া হয়নি। প্রতিবেশীরাই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত মধুসূদন মদ ও গাঁজার নেশায় আসক্ত। সে কোনও কাজ করে না। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্ত্রীও বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলেকে ছাড়তে পারেননি ষাটোর্ধ্ব মা চকমায়া। সোমবার নিজের বাড়িতেই মায়ের সঙ্গে মধুসূদনের ঝামেলা হয়। ঘরের কাজের জন্য চকমায়া কিছু চেরাই করা কাঠ রেখেছিলেন। সেই কাঠই বিক্রি করে নেশা করে ছেলে। সেই নিয়ে মা বকাবকি করতেই রাতে হঠাৎ দাউদাউ করে ওই প্রৌঢ়ার ঘর জ্বলতে থাকে। তিনি কোনওরকমে প্রাণে বাঁচেন। অগ্নিকাণ্ডের সময় ছেলেও নিজের ঘরে শুয়েছিল। চকমায়ার কথায়, 'আমার ছেলেই ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। নেশা করে সে এরকম করেছে। আমি এখন চাই যে, ওর শাস্তি হোক।'

খবর পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জয় রাভা চকমায়ার সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁর কথায়, 'গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ত্রিপল, বস্ত্র ও কিছু খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হল। প্রয়োজন হলে আরও সহযোগিতা করা হবে।' কলাবাড়িয়া গ্রামে তৃণমূলের শালকুমার-২ অঞ্চল সভাপতি মুকুলচন্দ্র বর্মন ওই মহিলার বাড়ির পাশেই থাকেন। তিনি বলেন, 'ওই প্রৌঢ়ার ঘরের অধিকাংশই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। মধুসূদনকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা। কিন্তু এবার নেশার টাকার জন্য মায়ের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার বিষয় মেনে নেওয়া যায় না। তাই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। তা না হলে আগামীদিনে সে গ্রামের আরও অনেকের ক্ষতি করতে পারে।' এদিন অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন আরেক গ্রামবাসী তসবির আহমেদও। তিনি বলেন, 'বৃদ্ধার ছেলে সবসময় মদ ও গাঁজার নেশা করে। ওর জন্য আমরা অতিষ্ঠ।' ছেলের অনেক অত্যাচারের পরেও চকমায়া ছেলেকে ছাড়তে পারেনি। নিজের সন্তান বলে কথা! ষাটোর্ধ্ব মা নেশার জগত থেকে যাতে সন্তান ফিরে আসে সেই চেষ্টা দীর্ঘদিন ধরেই করছিলেন। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় নেশা করে ঝামেলায় পড়ত ছেলে। তবু সব সহ্য করতেন মা।

আগুনে ভস্মীভূত বৃদ্ধার ঘর। শালকুমারহাটের কলাবাড়িয়ায়।

> আমার ছেলেই ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। নেশা করে সে এরকম করেছে। আমি এখন চাই, ওর শাস্তি হোক।
>
> **- চকমায়া ছেত্রী**
> *ক্ষতিগ্রস্ত প্রৌঢ়া*


**JALPAIGURI MUNICIPALITY**

It is notified that due to certain omission in the audited statement of accounts of Jalpaiguri Municipality for the year 2022-23.we have decided vide resolution no 10 dated 5.03.2025 to rectify the error so noticed . The revised statement of accounts will be made available shortly. Anybody having any objection to the referred revision of accounts may contact the undersigned .
The earlier audited statement is hereby cancelled

SD/-
Chairman
Jalpaiguri Municipality



**বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ফর্মেশনের স্থিতিশীলতা**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডিএমডব্লিউ-০২২০২৫-এমএলজি, তারিখ ঃ ২৫-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম ঃ উত্তর [illegible] ৩,৬৩,৩০০/- টাকা; টেন্ডার নথি ১৬-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত গ্রহণ করা যেতে পারে এবং খোলা ১৬-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:১৫ টা। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিএম (ডব্লিউ), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে



**১০০টি এসি এলএইচবি কোচের শৌচাগারের উন্নয়ন**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ০৩-টয়লেট-আপগ্রেড-কেআইআর-২৫; তারিখ ঃ ২৪-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা "টু প্যাকেট সিস্টেম"-এ মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ [illegible] ৭,১৫,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৩-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ২৩-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে



**দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড**
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
কোচবিহার, আঞ্চলিক কার্যালয়
আর.এন রোড, কোচবিহার, পিন নং-৭৩৬১০১
আইনসংগতভাবে গঠিত পরিচয় নং-ইউ ১৭২৩২ ডব্লিউবি ১৯৭১ জিও আইও২৭৯৫৮

**পুরাতন পাট সংভারের নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

সমস্ত ইচ্ছুক অংশগ্রাহক/নিলামদাতাগণদের পুরাতন পাট সংভার (শিথিল/দড়ি) জেসিআই কোচবিহার আঞ্চলিক কার্যালয় এবং কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট www.jutecrop.in-এ-উপলব্ধ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত শর্তাবলি নির্ভরের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

ইচ্ছুক অংশগ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তাদের নিলাম সঙ্গে ইএমডি এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং নিলামের দর (ভিত্তি অর্থমূল্য টাঃ ৯১৭৪-এর উপর) জিসিআই কোচবিহারের আঞ্চলিক কার্যালয়ে ২৩.০৫.২০২৫ তারিখে অথবা এর পূর্বে বিকেল ৫:০০ পর্যন্ত জমা করার জন্য।

জমাপ্রাপ্ত অধ্যাহারটি ২৬.০৫.২০২৫ বিকেল ৪:০০ টা কোচবিহার আঞ্চলিক কার্যালয়ে খোলা হবে। নিম্নে স্বাক্ষরকারীর সমস্ত জমাপ্রাপ্ত টেন্ডারগুলির মধ্যে যে কোনও টেন্ডার গ্রহণ অথবা প্রত্যাখান করার অধিকার রয়েছে, কোনওপ্রকার কারণ আরোপ না করার মাধ্যমে।

আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট www.jutecrop.in-এ পরিদর্শন করুন।

আঞ্চলিক কাযাধীন
জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
কোচবিহার আঞ্চলিক কার্যালয়

CBC 41122/12/0001/2526



## কর্মখালি

Malda Institute of Education (H.S.) Old Malda need Teacher for Eng. Hist. Geo. Phy. Chem. Bio. & Math. Salary 10K + send CV-Chairman. Mier@gmail.com/M - 97334 33300/ 94345 11270 (M - ED)

Wanted R.M.O MBBS Dr. Mob No. - 9734190447 (M - 114082)

## ড্রাইভার চাই

লোকাল নিবাসী ড্রাইভার চাই। কাজের সময় ১২ ঘণ্টা। বেতন : 18000/- Plus, Whatsapp Resume : 8293041651. (C/116240)

## Require

Require, One Experienced, Multilingual, Male/Female Sales Executive/Manager for Real Estate Field and One Junior Advocate with knowledge/experience of handling all kinds of documents related to land/property, Send CV at- realofficehr2025@gmail.com



ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে

৩ ৪ ৫ MAY
জলপাইগুড়ি
হোটেল জেলা প্রিজম
৫ই মে দুপুর ২টো পর্যন্ত
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী
দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259



## অ্যাফিডেভিট

আমি ইয়াসমিন বেগম আজ বৃহস্পতিবার ২৪ এপ্রিল ২০২৫ শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিকের সামনে অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে জানান দিচ্ছি যে আমার নামের ইংরেজি উচ্চারণ 'YASMEEN BAGUM'।



**e-Tender Notice**
**Office of the Block Dev. Officer,**
**Manikchak Dev. Block, Malda.**
**ABRIDGED COPY OF N.I.T No. 03(e)/MDB/2025-26 Dt. 29/04/2025 & 04(e)/ MDB/2025-26 Dt. 29/04/2025 (Online e-Tender)**

Above mentioned e-Tender for the Construction works are invited by the U/S. Details may be seen in at http://wbtenders.gov.in & all other details will be available from Notice board of the U/S.

Sd/-
Block Dev. Officer
Manikchak Dev. Block, Malda



**TENDER NOTICE**

The undersigned invites e-Tender vide e-NIT No. 17/ e-Chl -I /PS / 2025-26 Dated - 29.04.2025 for civil / Electrical works / Item procurement.
The details may be obtained from the Office or e-Tender portal www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Chanchal-I Panchayat Samity


## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৬৫০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৭০০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯২২০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ৯৭৮৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ৯৭৯৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর


**ABRIDGE TENDER NOTICE**

Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned for 2 nos work as per NIT No-01 & 03/HRP/PS/DD, Dt- 24.04.2025.
Last date of submission- 05.05.2025 upto 15.00 PM
Date of opening tender- 07.05.2025 after 15.00 PM & Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned for 1 nos work as per NIT No-02/ HRP/PS/DD, Dt- 24.04.2025. Last date of submission- 13.05.2025 upto 15.00 PM Date of opening tender- 15.05.2025 after 15.00 PM

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development Block
Dakshin Dinajpur



**পূর্ব রেলওয়ে**

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের নোনীহাট (এনএনএইচটি), রাজমহল (আরজেএল) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ ০৫-২০২৫-পার্কিং। অকশন শুরুর তারিখ ঃ ১৪.০৫.২০২৫ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র. নং-১। লট নং ঃ পার্কিং-এমএলডিটি-এনএনএইচটি-এমএক্স-৭৩-২৫-১। স্টেশন ঃ নোনীহাট (এনএনএইচটি)। ক্র. নং-২। লট নং ঃ পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-পিসিসিভি-৭৪-২৫-১। স্টেশন ঃ রাজমহল (আরজেএল)। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
(MLD-33/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বর জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ


## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

**মেষ** : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। বিতর্কে জড়িয়ে মানসিক শান্তি নষ্ট হতে পারে। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। **বৃষ** : বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। **মিথুন** : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় চাকরিক্ষেত্রে উন্নতি। ক্রীড়াজগতের ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পাবেন। **কর্কট** : সারাদিন কর্মব্যস্ততায় কাটবে। সামান্য অলসতায় বড় সুযোগ হাতছাড়া হবে। দাম্পত্যে সমস্যা। **সিংহ** : সংসারের সমস্যা বাইরের কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। প্রিয় কোনও ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **কন্যা** : কর্মক্ষেত্রে কোনও কারণে আইনি পরামর্শ গ্রহণ করতে হতে পারে। অযথা কথা বলে সমস্যায়। শিক্ষার্থীরা সফল হবেন। **তুলা** : শরীর নিয়ে অহেতুক উৎকণ্ঠা। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের মীমাংসা হতে পারে। চিকিৎসায় সুফল মেলায় স্বস্তি। **বৃশ্চিক** : কর্মক্ষেত্রে সমস্যা তীব্র হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। কন্যার বিবাহ স্থির হতে পারে। **ধনু** : কোনও শুভ যোগাযোগ। বাড়ি সংস্কারে অধিক ব্যয়। **মকর** : অন্যায়কে সমর্থন করে সমস্যায়। সন্তানের ব্যবহারে মানসিক যন্ত্রণা। **কুম্ভ** : কর্মক্ষেত্রে সাহায্য পাবেন সহকর্মীদের। হঠাৎ কোনও নতুন কাজে যোগ দিতে পারেন। **মীন** : পেটের কারণে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। বাতের ব্যথা বাড়বে। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকুন।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৬ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ১০ বৈশাখ, ৩০ এপ্রিল, ২০২৫, ১৬ বহাগ, সংবৎ ৩ বৈশাখ সুদি, ১ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৯, অঃ ৬।০। বুধবার, তৃতীয়া সন্ধ্যা ৬।১২। রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ৮।১৯। শোভনযোগ দিবা ৩।৪৯। তৈতিলকরণ দিবা ৭।১৮ গতে গরকরণ সন্ধ্যা ৬।১২ গতে বনিজকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৮।১৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, সন্ধ্যা ৬।১২ গতে নৈর্‌ঋতে। কালবেলাদি ৮।২২ গতে ৯।৫৮ মধ্যে ও ১১।৩৫ গতে ১।১১ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২২ গতে ৩।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ২।৩৬ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, সন্ধে ৬।১২ গতে মাত্র উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৮।১৯ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ৩।৪৯ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন দ্বিরাগমন সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ গৃহারম্ভ দেবগৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ দেবগৃহপ্রবেশ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ জলাশয়ারম্ভ জলাশয়প্রতিষ্ঠা দেবতাগঠন দেবতাপ্রতিষ্ঠা বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা শিবপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান নবান্ন যবশ্রাদ্ধ কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ – দিবা ৬।৪৪ মধ্যেও ৯।২১ গতে ১১।৬ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৫।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৯ গতে ৯।০ মধ্যে ১।২১ গতে ৫।৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৪ গতে ৩।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।০ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দিনভর গজরাজের দাপাদাপি।। চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের নেওলাবস্তি এলাকায়। মঙ্গলবার।

## হাতির হানা রুখতে উদ্যোগী বন দপ্তর

# ৬৬ কিমিতে বিদ্যুৎবাহী বেড়া

**শুভদীপ শর্মা**

**লাটাগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** লোকালয়ের শান্তি নষ্ট করছে হাতি। আতঙ্কিত জঙ্গল লাগোয়া বনবস্তিগুলোর বাসিন্দারা। তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে হাতির হামলা প্রতিরোধে এবার জলপাইগুড়ি জেলায় বনাঞ্চল সংলগ্ন ৭২ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকাজুড়ে বিদ্যুৎবাহী ফেন্সিং বসাবে বন দপ্তর। এখবরে হাতির হানায় অতিষ্ঠ বনবস্তির ভুক্তভোগীরা স্বস্তিতে। তাঁদের আশা, বেড়া বসানোর কাজ শেষ হলে হাতির হামলা থেকে রেহাই মিলবে। বন দপ্তর জানিয়েছে, নতুন বেড়া বসানোর জন্য প্রতি কিলোমিটারে ৪ লক্ষ টাকা খরচ হবে।

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ৭টি রেঞ্জেই হাতির হামলা বাড়ছে। এনিয়ে উদ্বিগ্ন বন দপ্তর। জলপাইগুড়ির ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'বনবস্তি লাগোয়া এলাকাগুলোয় ইতিমধ্যে সমীক্ষা করে দেখা হয়েছে, কোন কোন এলাকায় হাতির হানা রোধে বসানো বেড়া বিকল, কোথায় নতুন বেড়া দরকার। ৬৬ কিলোমিটার এলাকায় বিদ্যুৎবাহী বেড়া বসানো শীঘ্রই শুরু হবে। এতে জঙ্গল লাগোয়া এলাকাগুলোয় হাতির হানায় লাগাম পরানো সম্ভব হবে।'

বিচভাঙ্গা বনবস্তির জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি সুবল পাইক বললেন, 'আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল অকেজো বেড়াগুলো সারাই করা। বন দপ্তরের উদ্যোগ খুশির খবর।' দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে জেলার নানা প্রান্তে হাতির হানা রুখতে বসানো বিদ্যুৎবাহী ফেন্সিং অকেজো অবস্থায় রয়েছে। বনবস্তির বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যুৎবাহী বেড়া বসানোর দাবি জানিয়ে এলেও এতদিন বন দপ্তর তাতে কর্ণপাত করেনি।

যদিও উদ্বেগজনকভাবে লোকালয়ে হাতির হামলা বেড়েছে। বন দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি মাসে জলপাইগুড়ি জেলায় হাতির হামলায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। বনবস্তি লাগোয়া জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে প্রায়ই হামলা চালাচ্ছে হাতি। এতে প্রাণহানি ঘটছে, মাঠের ফসল এবং ঘরবাড়ির ক্ষতি হচ্ছে।

সম্প্রতি বনবস্তিগুলোর বাসিন্দারা হাতির হানা রুখতে বনকর্মীদের কড়া নজরদারির দাবি তোলেন। হাতির হানায় পাঁচজন নিরীহ নাগরিকের মৃত্যুর পর বিদ্যুৎবাহী বেড়া বসানোর দাবি আরও জোরালো হয়। বন দপ্তর জলপাইগুড়ি জেলার সাতটি রেঞ্জের প্রত্যেকটিতে অন্তত ১০ কিলোমিটার এলাকায় বিদ্যুৎবাহী বেড়া বসাবে।

## তিস্তার চরে দাঁতাল

**ক্রান্তি, ২৯ এপ্রিল :** মঙ্গলবার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তিস্তা নদীর চরে দাপিয়ে বেড়াল একটি দাঁতাল। হাতিটিকে চর থেকে লোকালয়ে আসা আটকাতে সারাদিন নজরদারি চালাল বনকর্মীরা। এই ঘটনাটি ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের নেওলা বস্তি সংলগ্ন তিস্তার চর এলাকার। এদিন সকালে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের আপালচাঁদ জঙ্গল থেকে দাঁতালটি বেরিয়ে নেওলা বস্তি সংলগ্ন তিস্তা নদীর চরে চলে আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এলেন মালহাটি বিটের বনকর্মীরা। হাতিটি যাতে লোকালয়ে চলে না আসে তার জন্য দিনভর নজরদারি চালানো হয়।

## কিশোরী উদ্ধার

**ওদলাবাড়ি, ২৯ এপ্রিল :** সিকিমের রেনকে থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী এক আদিবাসী কিশোরীকে উদ্ধার করা হল। গত ১৫ এপ্রিল থেকে সে নিখোঁজ ছিল। রেনকে থানার পুলিশ সোমবার রাতে বান্ধবীর বাড়ি থেকে তাকে উদ্ধার করে। ওই ছাত্রী আদপে ওদলাবাড়ির চাকামিস্ত্রি এলাকার বাসিন্দা। গত দু'বছর ধরে সে রেনকেতেই বিধবা মায়ের সঙ্গে থাকত। তবে সম্প্রতি ওই মহিলা মেয়েকে রেনকেতে রেখে ওদলাবাড়িতে ফিরে আসেন। সেখানে মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়ে তিনি প্রথমে এক স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে।

## অস্বাভাবিক মৃত্যু

**জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত বেরুবাড়ি শালবাড়ি এলাকায়। মৃতের নাম উত্তম সাহা (৬২)। মৃতের ছেলে দেবাদ্রি সাহা বলেন, 'সব ঠিক ছিল। সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ দেখি বাবা বিষ খেয়েছেন। এরপর তড়িঘড়ি বাবাকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাই। এরপর তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। তবে আমরা শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করাই। মঙ্গলবার বাবা মারা যান। কেন যে এমন করলেন বুঝতে পারছি না।'

# টোটো থেকে মহিলার চেন ছিনতাই

**বাণীব্রত চক্রবর্তী**

**ময়নাগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** টোটোতে চেপে বাড়ি ফেরার পথে মহিলার গলার সোনার চেন ছিনতাই করে পালাল দুই বাইক আরোহী। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি শহর লাগোয়া ময়নাগুড়ি-মালবাজার ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের কাটাপাকরি মোড়ে। সেসময় টোটোতে একাই ছিলেন কবিতা রায়। তিনি দোমোহনি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গিমারি বানিয়াপাড়ার বাসিন্দা।

কাটাপাকরি মোড়ে একটি বাইকের পেছনে বসা দুষ্কৃতী কবিতার গলায় থাকা সোনার চেন টেনে নিয়ে মালবাজারের দিকে চম্পট দেয়। আকস্মিক এই ঘটনায় কার্যত হতভম্ব কবিতা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর খানিক ধাতস্থ হওয়ার পর চিৎকার করেও ঘটনাস্থলে কারও সহযোগিতা পাননি বলে অভিযোগ। পরে বাড়িতে ফিরে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হন। মঙ্গলবার দুপুরে পুরো ঘটনা জানিয়ে ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

কবিতা ময়নাগুড়ি ব্লক এমএসকে এবং এসএসকের সুপারভাইজার। সোমবার বিকেলে তিনি বাগজান

ময়নাগুড়ি থানায় কবিতা রায়। মঙ্গলবার। - সংবাদচিত্র

এসএসকে পরিদর্শন করেন। সেখান থেকে ময়নাগুড়ি শহরে এসে একটি ওষুধের দোকানে যান। সেখান থেকেই একটি ফাঁকা টোটো নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। টোটোতে একাই ছিলেন কবিতা রায়। শহরের রেলসেতু পেরিয়েই কাটাপাকরি মোড়। সেখানে হঠাৎ করে দুই মোটর সাইকেল আরোহী অতর্কিতে এসে গলার সোনার চেন ছিনতাই করে চম্পট দেয়। কবিতা বলেন, 'ঘটনায় আমি

> ❝ ঘটনায় আমি হতভম্ব হয়ে পড়ি। তৎক্ষণাৎ চিৎকার করেও কাউকেই কাছে পাইনি। তেরো গ্রাম ওজনের সোনার চেনটির আনুমানিক বাজারদর লক্ষাধিক টাকা হবে।
>
> **কবিতা রায়**

হতভম্ব হয়ে পড়ি। তৎক্ষণাৎ চিৎকার করেও কাউকেই কাছে পাইনি। তেরো গ্রাম ওজনের সোনার চেনটির আনুমানিক বাজারদর লক্ষাধিক টাকা হবে।' ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

## প্রতিষ্ঠা দিবস

**নিউজ ব্যুরো**

**২৯ এপ্রিল :** রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান। ১ মে, ২০২৫, বৃহস্পতিবার- বিকাল ৪.৩০ মিঃ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, ভক্ত ও অনুরাগীদের দ্বারা পরিবেশন, আলোচনা, ভক্তিগীতি, বিশেষ ভজন। ২ মে, ২০২৫, শুক্রবার- বিকাল ৪.৩০ মিঃ গীতি আলেখ্য- শিকাগোর পথে বিবেকানন্দ, পরিবেশনায় সুরপীঠ, কলকাতা। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম জলপাইগুড়ি।

## সচেতনতা শিবির

**মালবাজার, ২৯ এপ্রিল :** পশ্চিমবঙ্গ ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের তরফে মঙ্গলবার মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনে ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

# দমকলকেন্দ্রের জমি পরিদর্শন

**রাজগঞ্জ, ২৯ এপ্রিল :** দমকলকেন্দ্রের জন্য মঙ্গলবার রাজগঞ্জ ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে রাজগঞ্জে জমি পরিদর্শন করা হয়। তবে এর আগেও এলাকায় দমকলকেন্দ্রের কাজের শিলান্যাস হওয়া সত্ত্বেও পরে সেই কাজ আর এগোয়নি। ফলে এবারে জমি পরিদর্শনের পর দমকলকেন্দ্র আদৌ কতটা বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে বাসিন্দারা সন্দিহান। স্থানীয় বাসিন্দা মহেশ্বর দাস বলেন, 'কয়েকবার এখানে কাজের সূচনার বোর্ড লাগাতে দেখেছি কিন্তু তারপর আর দমকলকেন্দ্র গড়ে ওঠেনি।'

এদিন জমি পরিদর্শনের সময় রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি দে সরকার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'কয়েক বছর আগে এই দমকলকেন্দ্র তৈরি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জমিজটের কারণে শেষপর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে সমস্যা মিটিয়ে বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের মাধ্যমে দমকলমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়। সেই প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে দমকলকেন্দ্র তৈরির কাজ শুরু হবে।' রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নিতাই মণ্ডল অবশ্য সভাপতির দাবিকে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, '২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে এসব ভিত্তিহীন দাবি করে মানুষকে বোকা বানানো হচ্ছে।' তাঁরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন বলে রাজগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সঞ্জীব মোদক জানিয়েছেন।

## সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে গর্জন

**নাগরাকাটা, ২৯ এপ্রিল :** পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার বিরুদ্ধে গর্জে উঠল বানারহাটের আবালবৃদ্ধবনিতা। মঙ্গলবার বিকেলে সেখানে একটি বড়মাপের প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। পাকিস্তানের পতাকার আদলে তৈরি স্টিকারে পা দিয়ে প্রতিবাদ করেন মিছিলে শামিল জনতা। সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বানারহাট ব্লক নাগরিক সমাজের ডাকে আয়োজিত ওই মিছিলে এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, ক্লাবগুলিও অংশ নেয়। মিছিলে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তরুণ সংঘ মাঠ থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি রামলীলা ময়দানে শেষ হয়। ব্লক নাগরিক সমাজের পক্ষে শৈবাল দাশগুপ্ত বলেন, 'যে নারকীয় ঘটনা পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রে পহলগামে হয়েছে, তার দ্রুত যোগ্য জবাবের দিকে গোটা দেশের মানুষ তাকিয়ে রয়েছে।' একই সুর শোনা যায় নাগরিক সমাজের ডাঃ পার্থপ্রতিম, কুট্টি নন্দী, পুনিতা ওরাওঁয়ের মুখেও।

## সংবর্ধনা

**জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** ফিট ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল যোগাসন প্রতিযোগিতায় রুবিয়া খাতুন স্বর্ণপদক পেলেন। সম্প্রতি কাশ্মীরের শের-ই-কাশ্মীর ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে এই প্রতিযোগিতা হয়। রুবিয়া যোগা ট্র্যাডিশনালে সিনিয়ার গার্লস বিভাগে পশ্চিমবঙ্গের হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের তরফে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ব্যাংকের তরফে ডঃ সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা ওঁর সাফল্য কামনা করি।'

HONDA
The Power of Dreams
How we move you.
CREATE ▸ TRANSCEND, AUGMENT

Terms and Conditions apply. **Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. #Cashback Offer available on selected models for EMI transactions made using IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. #Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of ₹ 5000. #Valid on one transaction per card/order during the offer period. #The scheme is available in selected outlets only. *3 Years Free Service Maintenance Package is available only on Deluxe variant of Activa 110 and Activa 125. *For detailed Terms and Conditions of the 3-Year Free Service Maintenance Package worth ₹ 5500, kindly contact authorised main dealers and associate dealers. *Above scheme can be withdrawn at any time without prior intimation. All offers are valid until 30th April 2025. ^Limited period special price is for Activa 110cc Std OBD2B variant in West Bengal State, for details on limited period special price kindly contact authorized main dealer and associate dealers. The features shown in the creative may not be available in all variants. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

**Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office:** Plot No. 1 , Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) – 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

**Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI:** Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

**For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in**

## স্কুলে ফিরল সেই সুস্মিতা

**মালবাজার, ২৯ এপ্রিল :** স্কুলের পথে সুস্মিতা ফের পা রাখল। ১৩ বছরের মেয়েটির মা কয়েক মাস আগে ক্যানসারে মারা যান। ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে বাবা হারিয়ে যাওয়ার পর বিশেষভাবে সক্ষম বোন, ছোট ভাই ও ঠাকুমার দায়িত্ব সুস্মিতা নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছিল। কোনওসময় রাস্তা তৈরির কাজ আবার কোনও সময় কারও বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে ওই কিশোরী নিজের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে সমস্ত ধরনের চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছিল। এনিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর বিষয়টি অনেকের কাছেই আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সুস্মিতা আগে সুভাষিণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে সে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে সুস্মিতাকে এদিন ফের তার পুরোনো স্কুলে ভর্তি করানো হয়। স্কুলে ফিরে সে খুব খুশি বলে ওই ছাত্রী জানিয়েছে।

পেশায় শিক্ষিকা শিখা ঘোষ ও মৌমিতা বিশ্বাস প্রথম থেকে এই পরিবারটির পাশে রয়েছেন। তাঁরাই বিষয়টি প্রথম সকলের সামনে আনেন। সুস্মিতা ফের স্কুলে যাওয়া শুরু করায় দুজনে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। শিখা বললেন, 'মেয়েটি স্কুলে ফিরে যাওয়ায় আমরা খুবই আনন্দিত।'

## উদ্বোধন

**রাজগঞ্জ, ২৯ এপ্রিল :** জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত মঙ্গলবার রাজগঞ্জ থানায় অপরাধদমন শাখা এবং মহিলা পুলিশ ব্যারাকের উদ্বোধন করেন। পুলিশ সুপার বলেন, 'অপরাধদমন শাখার মাধ্যমে অপরাধ দমন করা যেমন সম্ভব হবে সেইসঙ্গে সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্মও দ্রুত পুলিশের নজরে আসবে। রাজগঞ্জে মহিলা পুলিশকর্মীর থাকার জায়গার সমস্যা রয়েছে। তাঁদের সুবিধার জন্যেই এই পুলিশ ব্যারাকের উদ্বোধন করা হয়েছে।' রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি দে সরকার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌভনিক মুখোপাধ্যায়, ডিএসপি পার্থকুমার সিংহ, রাজগঞ্জ থানার আইসি অনুপম মজুমদার প্রমুখ এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

### মনোনীত আহ্বায়ককে মানব না, কর্মীসভায় হুঁশিয়ারি

# নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ

**অনুপ সাহা**

**ওদলাবাড়ি, ২৯ এপ্রিল :** দলীয় কর্মীসভায় নেতৃত্বের প্রতি একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন ওদলাবাড়ির তৃণমূল নেতাদেরই একাংশ। প্রকাশ্যেই দলের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তমাল ঘোষ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আহ্বায়ক পদে মনোনীত আনন্দ মুন্ডাকে তাঁরা মানবেন না। তবে এদিনের সভাকে পাত্তা দিতে নারাজ তৃণমূলের মাল গ্রামীণ ব্লক কমিটির সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ।

দলের ওদলাবাড়ি অঞ্চল কমিটিকে পাশ কাটিয়ে গত ১১ মার্চ ওদলাবাড়ির সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য নতুন করে আহ্বায়ক নিয়োগ করা হয়। তারপর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছিলেন অঞ্চল কমিটির কিছু নেতা। যদিও আহ্বায়ক পদে আনন্দকে মনোনীত করার সময় মাল গ্রামীণ ব্লক কমিটির সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ জানিয়েছিলেন, সাংগঠনিক কাজ পরিচালনার জন্য অঞ্চল কমিটির সভাপতি সুকান্ত চৌধুরী ও বরিষ্ঠ তৃণমূল নেতা তমাল ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করেই ওদলাবাড়িতে দল পরিচালনা করবেন আনন্দ। তবে তা নিয়ে ক্ষোভ দেখা

মঙ্গলবার ওদলাবাড়িতে তৃণমূলের কর্মীসভা। -সংবাদচিত্র

দিয়েছিল স্থানীয় তৃণমূলের অন্দরে। মঙ্গলবার বিকেলে বিধানপল্লির নেতাজি সুভাষ মঞ্চে আয়োজিত ভিড়ে ঠাসা কর্মীসভায় যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সভায় দলের একনিষ্ঠ কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে রীতিমতো শক্তি প্রদর্শন করলেন তমাল-সুকান্ত জুটি। সুশীলের সঙ্গে তমালের লড়াইটা অবশ্য দীর্ঘদিনের।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সব নির্বাচিত প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত প্রধান মধুমিতা ঘোষ, উপপ্রধান তাছিরুল হক, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শিলা বসাক চৌধুরী সহ মাল ব্লকের কুমলাই, তেশিমলা, রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিক্ষুব্ধ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে তমাল বলেন, 'মনোনীত আহ্বায়ককে মানব না। অঞ্চল কমিটিতে কোনও পরিবর্তন করতে হলে ওদলাবাড়ির নেতৃত্ব ও কর্মীদের মতামত নিয়েই করতে হবে। যতক্ষণ না তা হচ্ছে, নতুন আহ্বায়ককে কোনওমতেই মেনে নেওয়া হবে না।'

পাশাপাশি নাম না করে ব্লক কমিটির সভাপতিকে উদ্দেশ্য করে তমাল বলেন, 'ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা নেতৃত্বের অঙ্গুলিহেলনে আটকে দেওয়া হয়েছে। মানাবাড়ি চা বাগানে দিনের পর দিন মজুরি না পেয়ে তৃণমূল সমর্থক শ্রমিকদের ক্ষোভ চরমে পৌঁছেছে। গজলডোবায় কৃষিজমি রক্ষার জন্য তিস্তা নদীর বাম দিকে একটি বাঁধ নির্মাণের কাজও আটকে রাখা হয়েছে। চেল নদীর ধারের কয়েক দশকের বস্তিবাসীকে তাঁদের বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদের জন্য চা বাগানের মালিকপক্ষকে তলেতলে মদত দিয়ে চলেছেন দলীয় নেতৃত্বেরই একাংশ। এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইককে একাধিকবার বিষয়গুলো জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।' এসব বিষয়ে মন্ত্রী উদাসীন বলে অভিযোগ তমালের।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের আরেক বরিষ্ঠ তৃণমূল নেতা বাদশা আহমেদ বলেন, 'বর্তমানে মাল ব্লকে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতেই সব গ্রাম পঞ্চায়েতে পছন্দের লোকজনকে দিয়ে সমান্তরাল সংগঠন চালাতে শুরু করেছেন মন্ত্রী ও ব্লক সভাপতি। নিষ্ঠাবান, সৎ ও অভিজ্ঞ কর্মীদের ব্রাত্য করে রেখে অপদস্থ করা হয়েছে। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন।' বাদশা সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'এখনও সময় আছে, শুধরে যান। না হলে ফল ভুগতে হবে।'

ওদলাবাড়িতে এদিনের কর্মীসভা নিয়ে সুশীল বলেন, 'দল থেকে বহিস্কৃত নেতৃত্বকে (ইঙ্গিত কুমলাই অঞ্চলের বাদশা আহমেদ ও রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অগাস্টুস কেরকেট্টা) নিয়ে আজ সভা করা হয়েছে। দলের কাছে এর কোনও গুরুত্ব নেই।'

**দ্বন্দ্ব অব্যাহত**

- গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজে ট্রাকচালকদের অনশন নিয়ে সুশীল ও তমালের ঠান্ডা লড়াই চলছে
- গত ১১ মার্চ সেই লড়াই আরও তীব্র আকার ধারণ করে
- অভিযোগ, সেদিন ওদলাবাড়ির অঞ্চল কমিটিকে না জানিয়ে নতুন আহ্বায়ক পদ তৈরি করেন সুশীল
- সেই পদে আনন্দকে মেনে নিতে চাইছেন না তমাল

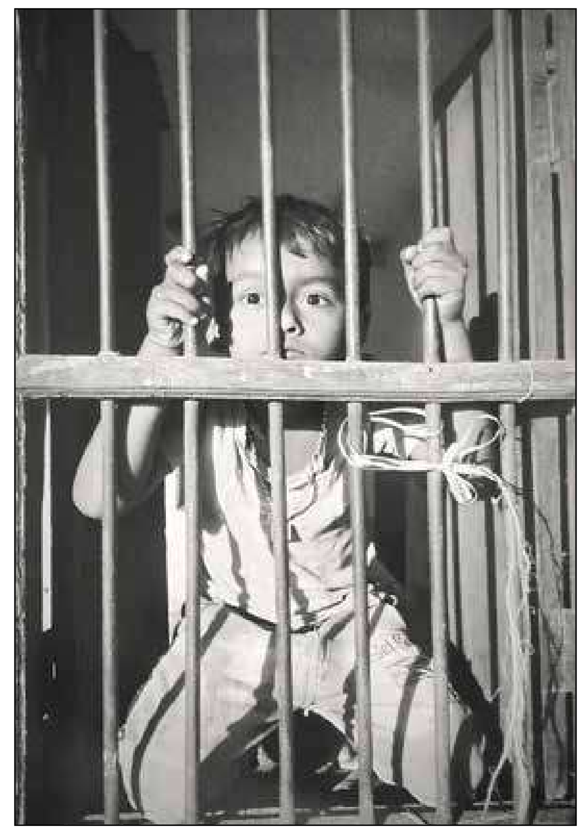

আজকের অমল।। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ছোট তারা

রাজগঞ্জের হিমালয়ান রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী আরোহী ভৌমিক। ছোট থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকা ও গানে বিশেষ পারদর্শী।

# যোগ্যদের তালিকায় আরও ৩৫ শিক্ষক

**শুভজিৎ দত্ত**

**নাগরাকাটা, ২৯ এপ্রিল :** ২০১৬-র স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) প্যানেলভুক্ত যোগ্য ৪৮৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার তালিকা জলপাইগুড়ি জেলা শিক্ষা দপ্তর স্কুলগুলিকে আগেই পাঠিয়েছিল। এবার সেই তালিকায় আরও ৩৫ জনের নাম নতুন করে যুক্ত হল। এবারে জলপাইগুড়ি জেলায় মোট যোগ্য শিক্ষক সংখ্যা বেড়ে ৫২৪ জনে দাঁড়াল। ইতিমধ্যেই ডিআই অফিস থেকে নতুন ৩৫ জন শিক্ষকের নামের তালিকা সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগের তালিকার ৪৮৯ জনের মতো নতুন ওই ৩৫ জনের প্রথম পোস্টিং জলপাইগুড়ি জেলাতেই ছিল। ডিআই বালিকা গোলে বলেন, 'শিক্ষকদের চলতি মাসের বেতন নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। প্রত্যেকটি স্কুল তাদের স্যালারি রিকুইজিশন মঙ্গলবারের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার কাজটি শেষ করে ফেলেছে।'

শাসকদলের শিক্ষক সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি অঞ্জন দাস বলেন, 'রাজ্য সরকার শুরু থেকে যোগ্য শিক্ষকদের পাশে রয়েছে। সংগঠনগতভাবে আমরাও তাঁদের পাশে সর্বতোভাবে রয়েছি।' সিপিএমের শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ-র জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'কীসের ওপর ভিত্তি করে এসএসসি বিভিন্ন জেলায় যোগ্য শিক্ষকদের নামের তালিকা পাঠিয়ে দিচ্ছে সেই ব্যাখ্যা একমাত্র তারাই দিতে পারবে।' একজন যোগ্য শিক্ষকও যাতে তালিকা থেকে বাদ না পড়েন আর অযোগ্য একজনকেও যেন ফের চাকরির সুযোগ না দেওয়া হয় বলে প্রসেনজিৎদের দাবি। যদিও এখনও পর্যন্ত যোগ্যদের নামের যে তালিকা পাঠানো হয়েছে তা নিয়ে কোনও অভিযোগ মেলেনি।

জলপাইগুড়ি জেলায় উচ্চপ্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের মোট ৩৪০টি স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে ১৭০টি স্কুলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পড়ানো হয়। ৩০টি স্কুলে শুধু মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ানো হয়। যোগ্য শিক্ষক সংক্রান্ত বিষয়টিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পড়ানো হয় জেলার এমন স্কুলগুলি জানিয়েছে, ২০১৬-র এসএসসি প্যানেল থেকে নিয়োগ হওয়া বেশিরভাগ শিক্ষকের নাম যোগ্যদের তালিকায় থাকায় আপাতত ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলগুলি চালাতে কোনও অসুবিধে হবে না। তবে এরপর দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া না হলে স্কুলগুলি কীভাবে চলবে তা নিয়ে তারা উদ্বেগ রয়েছে।

> শিক্ষকদের চলতি মাসের বেতন নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। প্রত্যেকটি স্কুল তাদের স্যালারি রিকুইজিশন মঙ্গলবারের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার কাজটি শেষ করে ফেলেছে।
>
> -**বালিকা গোলে** ডিআই

> রাজ্য সরকার শুরু থেকে যোগ্য শিক্ষকদের পাশে রয়েছে। সং-গঠনগতভাবে আমরাও তাঁদের পাশে সর্বতোভাবে রয়েছি।
>
> -**অঞ্জন দাস** *শিক্ষক নেতা*

## মাদকবিরোধী শপথ নেবে পড়ুয়ারা

**জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** জেলার বিভিন্ন মাধ্যমের স্কুলে শুরু হচ্ছে মাদকবিরোধী শপথগ্রহণ কর্মসূচি। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি মাধ্যমের স্কুলে এই কর্মসূচি শুরু হবে। মে মাসের ১ তারিখ স্কুল বন্ধ। প্রশাসন সূত্রে খবর, তারপরই জানানো হবে কবে থেকে শুরু হবে কর্মসূচিটি। মঙ্গলবার জেলা শাসকের কনফারেন্স হলঘরে মাদক সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর একটি বৈঠক করে জেলা প্রশাসন। সেখানেই স্কুলে স্কুলে মাদকবিরোধী শপথগ্রহণ কর্মসূচির ওপর জোর দেওয়া হয়। মাদকবিরোধী এই শপথপত্র ইতিমধ্যে তিনটি ভাষায় ছাপিয়ে স্কুলগুলিতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত।

জেলা শাসক শামা পারভিন জানান, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি তিন ভাষাতেই মাদকবিরোধী শপথগ্রহণ করানো হবে। জেলা পুলিশ এবং প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্কুলের শিক্ষকরা। রানিনগর রবীন্দ্র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপক সরকার বলেন, 'মাদকবিরোধী শপথগ্রহণের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। শপথপত্র পেলে ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হবে।' একই কথা বললেন জলপাইগুড়ি মুন্নাজ হ্যাপি হোপের প্রধান শিক্ষক তনয় দাস।

## মিটল ধোঁয়াশা

**নাগরাকাটা, ২৯ এপ্রিল :** বনবেড়ালের শাবককে চিতাবাঘের শাবক মনে করে শোরগোল পড়ল নাগরাকাটার জিতি চা বাগানে। মঙ্গলবার সকালে বাগানের এইট বি নম্বর সেকশনে ঘটনাটি ঘটে। শ্রমিকরা কাজে গিয়ে নিকাশিনালার মধ্যে একরত্তি দুটি শাবককে দেখতে পান। তাঁরা চিতাবাঘের শাবক মনে করে দ্রুত বাগান পরিচালকদের খবর দেন। বাগান কর্তৃপক্ষ বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জকে বিষয়টি জানালে বনকর্মীরা সেখানে যান। রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'শাবক দুটি বনবেড়ালের। ওখানেই রয়েছে।' জিতির শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিক পার্থ ভাদুড়ি বলেন, 'আমাদের বাগানে চিতাবাঘের অস্তিত্ব আছে। সেকারণে শাবক দুটিকে চিতাবাঘের বলেই শ্রমিকদের মনে হয়েছিল। বন দপ্তর এসে নিশ্চিত করে সেগুলি বনবেড়ালের।'

# শোভাযাত্রায় সম্প্রীতির ছোঁয়া

**জলপাইগুড়ি ব্যুরো**

**২৯ এপ্রিল :** দিঘায় বুধবার জগন্নাথ দেবের মন্দিরের উদ্বোধন হবে। তার আগে মঙ্গলবার জেলার কোথাও তৃণমূলের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরোল ট্যাবলো। কোথাও চোখে পড়ল নামসংকীর্তন সহযোগে শোভাযাত্রা। এদিনের শোভাযাত্রায় শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষই নন, যোগ দিয়েছিলেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের অনেকেও।

ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ব্লকের ছয়টি পঞ্চায়েতে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে শোভাযাত্রা বের হয়। সেইসঙ্গে জায়েন্ট স্ক্রিনে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের যজ্ঞের অনুষ্ঠানও সম্প্রচার করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেস লাটাগুড়ি অঞ্চল কমিটির শোভাযাত্রাটি শুরু হয় লাটাগুড়ি ক্রান্তি মোড় থেকে, শেষ হয় লাটাগুড়ি বাজারে। শোভাযাত্রায় তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, দলের ব্লক সভাপতি মহাদেব রায়, তৃণমূল নেতা জগবন্ধু সেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের তরফে মন্দির উদ্বোধনের আগের দিনের যজ্ঞ পোস্ট অফিস মোড়, ডিএম অফিসের গেটে এবং জেলা পরিষদের সভাঘরে লাগানো জয়েন্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে দেখানো হয়। বুধবারের উদ্বোধন কোথায় কোথায় দেখানো হবে, তার প্রচারেও শহরজুড়ে চলছে মাইকিং।

পুরসভার তরফে বুধবার মন্দির উদেবোধন সরাসরি দেখানো হবে থানা মোড় সহ শহরের একাধিক জায়গায়। মন্দির উদ্বোধনের আগের দিন বেলা চারটায় তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের নেতৃত্বে বাহাদুর মুন্নাজ স্কুলের সামনে থেকে বের করা হয় শোভাযাত্রা। তৃণমূল কংগ্রেসের টাউন ব্লক কমিটির তরফে স্থানীয় সমাজপাড়া মোড় থেকে মন্দিরের উদ্বোধনের বার্তা পৌঁছে দিতে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রায় ছিলেন টাউন ব্লক সভাপতি তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরভ চক্রবর্তী, সৈকত চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যরা।

রাজগঞ্জের শোভাযাত্রায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির সৃষ্টি হয়েছে। হাতে খঞ্জনি বাজিয়ে মিছিলে অংশ নেন রাজগঞ্জের বাসিন্দা শেখ ওমর ফারুক। একা ফারুক নন, ছিলেন ফরজান আলি, ইসরাইল হক, ইয়াসিন আলি, আলি আর রহমানরা।

এদিন রাজগঞ্জেও বেরিয়েছিল শোভাযাত্রা। সেখানে খোলকরতাল সহযোগে সকলে রাজগঞ্জ বাজার পরিক্রমা করেন। শোভাযাত্রার উদ্যোক্তা অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বুধবার দিঘায় মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন করবেন। সেই উপলক্ষ্যে এদিন শোভাযাত্রা বের করা হয়। সেখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের দাদাভাইরাও অংশগ্রহণ করেন।'

অন্যদিকে, মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের হলঘরে প্রোজেক্টরের মাধ্যমে দিঘার জগন্নাথ মন্দির দেখানো হয়। সেখানে বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি। ময়নাগুড়ি শহরেও এদিন একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি গোটা ময়নাগুড়ি শহর পরিক্রমা করে। পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত মঞ্চে ধূপগুড়ি ব্লক এবং পুর বাস টার্মিনাসে পুরসভার তরফে জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন লাইভ দেখানো হয়। বিধায়ক সহ শাসকদলের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং আধিকারিকরা সেখানে যান।

তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ জানান, এদিন জেলার আশিটি অঞ্চলে শোভাযাত্রা এবং জায়েন্ট স্ক্রিনে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি এদিনের যজ্ঞের সম্প্রচারও করা হয়।

লাটাগুড়িতে জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা।

কোঙ্গারনগর কলোনিতে এই ঢালাই নিয়েই উঠেছে সমালোচনার ঝড়।

### ২৪ ঘণ্টায় ভাঙল সেপটিক ট্যাংক

# বাঁশ দিয়ে ঢালাই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে

**আব্দুল লতিফ**

**গয়েরকাটা, ২৯ এপ্রিল :** ঢালাইয়ের পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ভেঙে পড়ল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সেপটিক ট্যাংক। ঘটনাটি ঘটেছে বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কোঙ্গারনগর কলোনি এলাকায়। সেখানে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে লোহার রডের পরিবর্তে বাঁশ ব্যবহার করে ঢালাই করা হয়েছে। তাই এই দুরবস্থা। স্থানীয় তরুণ সুমন্ত রায় বলেন, 'কাজের মান যা-ই হোক না কেন, সবাই কাটমানির ভাগ ঠিকঠাক পেলেই হল। কাজ দেখার কেউ নেই। আমরা তাই কাজ বন্ধ রেখেছি।' এমন নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদ জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো নিন্দার ঝড় তুলেছেন স্থানীয়রা। তবে এব্যাপারে ঠিকাদার সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

বিরোধীদের দাবি, কাটমানির বিনিময়ে শাসকদলের নেতারা এধরনের কাজে মদত দিয়েছেন। অবিলম্বে ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করার দাবি তুলেছেন তাঁরা। সরব হয়েছেন আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। তিনি বলেন, 'রাজ্যজুড়ে চোরের রাজত্ব চলছে। কোথাও ডিসপ্লে বোর্ডের দেখা নেই। এলাকাবাসীর উচিত এ ধরনের কাজ আটকে দেওয়া।'

বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, শুধু সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেই নয়, গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় একই ছবি দেখা গিয়েছে। ধূপগুড়ি থানার অন্তর্গত আংরাভাসা পুলিশ ক্যাম্পেও সপ্তাহখানেক আগে একটি সেপটিক ট্যাংক বানানো হয়েছিল। কয়েকদিন যেতে না যেতেই সেই ট্যাংকের পাশের দেওয়াল ধসে পড়েছে।

সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী লীনা বরা বলেন, 'শুরু থেকেই কাজ সুষ্ঠুভাবে হচ্ছিল না। আমি আগেই ঠিকাদার ও গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ করেছিলাম। লাভ হয়নি। যেভাবে নিম্নমানের কাজ হয়েছে, সেটা মানা যায় না। শিশুরা এখানে খেলাধুলো করে। যে কোনও মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে।'

তবে এব্যাপারে দায় নিতে চায়নি সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। তাদের সাফ জবাব, এই কাজটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়। কে বা কারা এ ধরনের কাজ করল, তাদের জানা নেই। তবে অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। সূত্রের খবর, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট কাজে সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় সেপটিক ট্যাংক নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছে স্থানীয় একটি ঠিকাদারি সংস্থা। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা বর্মন আশ্বাস দিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

> রাজ্যজুড়ে চোরের রাজত্ব চলছে। কোথাও ডিসপ্লে বোর্ডের দেখা নেই। এলাকাবাসীর উচিত এ ধরনের কাজ আটকে দেওয়া।
>
> - **মনোজ টিগ্গা** *সাংসদ*

## সেরা সমবায় ব্যাংক, দাবি

**জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি সংখ্যক কৃষককে ঋণ দিয়ে রাজ্যে সেরার তকমা জুটেছে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের। সোমবার রাজ্যের সমবায় দপ্তরের সঙ্গে রাজ্যের সব কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের প্রতিনিধিদের ভার্চুয়াল বৈঠকে ওই ঘোষণা করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি ব্যাংকের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর দাবি এমনই।

বাম আমলে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের পরিচালন বোর্ড ফরওয়ার্ড ব্লকের দখলে ছিল। তখন বছরের পর বছর কৃষি সমবায় সমিতিগুলোতে নির্বাচন হত না বলে সৌরভের অভিযোগ। তিনি বলেন, এজন্য কৃষকদের ঋণ পেতে সমস্যা হত। ২০২৩ সালে তিনি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেওয়ার পর সমবায় সমিতিগুলোতে নিয়মিত নির্বাচন হয়েছে।

## রক্তদান শিবির

**বেলাকোবা, ২৯ এপ্রিল :** জেলার ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট মেটাতে শিবির করে রক্তদান করল পুলিশ। মঙ্গলবার বেলাকোবার পুলিশ ফাঁড়ি ও রাজগঞ্জ থানার যৌথ উদ্যোগে বেলাকোবার হরি মন্দির ধর্মশালাতে প্রদীপ প্রজ্বলন করে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত।

সেইসঙ্গে বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা শিবির, স্বাস্থ্য শিবির পরিদর্শন করেন। পুলিশ সুপার বলেন, 'ব্লাড ব্যাংকে রক্তের অভাব রয়েছে। সেই অভাব পূরণ করতে প্রতি মাসে পুলিশের উদ্যোগে রক্তদান শিবির করা হয়। আজ বেলাকোবাতে পুলিশ ফাঁড়ির উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হল।'

সেই সঙ্গে সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ ও সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তার আগে বেলাকোবার শিকারপুরের বটতলার ট্রাফিক মোড়ে ৬টি সিসি ক্যামেরার উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার।

রক্তদান শিবিরে এসে বিধায়ক খগেশ্বর রায় ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি দে সরকারও জেলায় রক্তসংকটের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। রক্তের অভাব মেটাতে পুলিশ সুপারের ভূমিকার প্রশংসাও করেন তাঁরা। শিবিরের উদ্যোক্তা বেলাকোবা ফাঁড়ির ওসি কুশাং টি লেপচা বলেন, '৮১ ইউনিট রক্তদান করা হয়েছে।' অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল এসপি শৌভনিক মুখোপাধ্যায়, ডিএসপি ট্রাফিক অরিন্দম পাল চৌধুরী, রাজগঞ্জের আইসি অরিন্দম মজুমদার প্রমুখ।

## রূপশ্রীর টাকা নিয়ে ক্ষোভ

**মালবাজার, ২৯ এপ্রিল :** রূপশ্রী প্রকল্পের জন্যে তিনবার আবেদন করলেও তিনি সেই টাকা পাননি বলে ওদলাবাড়ির বাসিন্দা এক তরুণীর অভিযোগ। ২০২২ সালের নভেম্বরে রুম্পা পারভিন নামে ওই তরুণীর বিয়ে হয়। তাঁর অভিযোগ, রূপশ্রী প্রকল্পের টাকার জন্য দিনের পর দিন ধরে প্রশাসনের তরফে তাঁকে ঘোরানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত তাঁকে সেই টাকা দেওয়া হয়নি।

মাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ বললেন, 'প্রশাসনিক গাফিলতির ফলে রুম্পাকে ভুগতে হচ্ছে।' বিডিও অফিস সূত্রে খবর, নথি সংক্রান্ত সমস্যাই সবকিছুর মূলে। মালের বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

# পাচার হওয়া মেয়েকে চান না বাবা

**আলিপুরদুয়ার, ২৯ এপ্রিল :** বছর তিনেক আগে কাজের খোঁজে মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শিলিগুড়িতে, তারপর আর কোনও খোঁজ রাখেননি বাবা। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছিল কালচিনি ব্লকের ভার্নোবাড়ি চা বাগানের সেই কিশোরী। সেখান থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। আলিপুরদুয়ার জেলায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে আর ঘরে ফিরিয়ে নিতে রাজি নন বাবা।

জেলা সিডব্লিউসি সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় ফেরানোর পর প্রথমে ওই নাবালিকার কাউন্সেলিং করানো হয়। তারপর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বাবা ওই নাবালিকাকে নিতে না চাওয়ায় ওই নাবালিকাকে হোমে রাখা হয়েছে।

সংসারে স্বাচ্ছল্য আনতে মেয়েকে পরিচারিকার কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন বাবাই। শিলিগুড়িতে এক তরুণের হাতে তুলে দেওয়ার পর আর খোঁজ রাখেননি পরিবারের লোকজন। একসময় বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে শিলিগুড়ি থেকে ওই আদিবাসী নাবালিকাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যথারীতি, সেখানে কোনও বিয়ের ব্যাপার ছিল না। কলকাতায় তার সঙ্গে কী হয়েছে, সেটা পুলিশ স্পষ্ট করে বলছে না। তবে কলকাতার একটি রিসর্টে অভিযান চালিয়ে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে পুলিশ। সেখানে তাকে দেহব্যবসার মতো কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল কি না, তা স্পষ্ট নয়। তবে সেখান থেকে উদ্ধার করার পর ওই নাবালিকাকে প্রথমে কলকাতার

একটি হোমে রাখা হয়েছিল। তাও কয়েক বছর আগের ঘটনা। মঙ্গলবার ওই নাবালিকাকে আলিপুরদুয়ার সিডব্লিউসির হাতে তুলে দেওয়া হয়। দু'বার হাতবদলের পরেও নাবালিকাকে উদ্ধার করতে পেরে খুশি প্রশাসনের কর্তারা। সিডব্লিউসির চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'মেয়েকে কাজে পাঠানোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত। বিশেষ করে বাইরে যাওয়ার আগে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া উচিত।'

ওই নাবালিকাকে কত টাকার বিনিময়ে হাতবদল করা হয় তা জানা যায়নি। পরিচারিকার কাজের নাম করে পাচার করাই উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। শিলিগুড়িতে প্রথম কয়েকমাস সে পরিচারিকার কাজ করে। কলকাতায় ভালো ঘরে বিয়ে দেওয়ার কথা বললে সে রাজি হয়। তবে কলকাতা যেতেই ভুল ভাঙে তার।

তাহলে এখন কি আর তার বাড়ি ফেরা হবে না? কালচিনি ব্লকের মালঙ্গী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিতা সূত্রধর অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন এই বলে যে, 'ওই নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।' তবে এসবে মেয়েটি কতখানি আশ্বস্ত হয়েছে, বলা মুশকিল। তার বাবা ভার্নোবাড়ি চা বাগানের কর্মী ছিলেন। নাবালিকারা পাঁচ ভাই-বোন। মা অন্যত্র চলে গিয়েছেন। আর্থিক সংকটের কারণেই বাবা মেয়েকে বাড়ি নিতে চাননি বলে মনে করা হচ্ছে। বাবার এই আচরণ তাকে কতখানি দুঃখ দিয়েছে, সেকথা বলছে না মেয়েটি। তবে বাড়ি ফেরার আশাভঙ্গের পর তার একটাই অনুরোধ, 'আমাকে আবার কলকাতার হোমেই ফিরিয়ে দাও তোমরা। ওটাই আমার বাড়ি।'

যদিও নিয়মের জন্য তা করা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত ওই নাবালিকাকে কোচবিহারের হোমে পাঠানো হয়েছে।

## মদ উদ্ধার

হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় মঙ্গলবার বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২০ হাজার লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনার নেপথ্যে কারা জড়িত তার তদন্ত করা হচ্ছে।

## সিরাপ আটক

হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার মুক্তরাম কানোরিয়া রোডে একটি ওষুধের দোকানে অভিযান চালিয়ে ১৫৮০ বোতল ফেনসিডিল সিরাপ ও নিষিদ্ধ লোমোটিল ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার ২।

## আদালতে দাবি

বিজেপি নেতা অরুণ হাজরার আত্মহত্যার প্রবণতা রয়েছে বলে আদালতে দাবি করলেন তাঁর আইনজীবী। মঙ্গলবার নিয়োগ দুর্নীতিতে হাজিরা দেন অরুণ।

## মুছল স্লোগান

যাদবপুরের দেওয়াল থেকে মুছে গেল বিতর্কিত সব স্লোগান। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাবি, তাদের আবেদনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই পদক্ষেপ করেছে।

কিসিক... এসপ্ল্যানেডে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

# সনাতনী সম্মেলনে কোর্টের সম্মতি

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ২৯ এপ্রিল :** অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘা বনাম কাঁথির লড়াই দেখতে মুখিয়ে ছিল বাঙালি। বুধবার দিঘার জগন্নাথধামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে মন্দিরের উদ্বোধন। ওই দিনেই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করে কাঁথিতে সনাতনী সম্মেলনের ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। যুযুধান তৃণমূল-বিজেপি দুই শিবিরের দুই শীর্ষ নেতার এই লড়াইয়ের দিকেই তাকিয়ে ছিল বাঙালি। লড়াই থেকে আগেই সরেছেন সুকান্ত মজুমদার। এবার শুভেন্দুর কথায় লড়াই থেকে নিজেকে কিছুটা দূরত্ব তৈরি করার চেষ্টাই দেখছে রাজনৈতিক মহল।

বিধানসভা ভোটের আগে দিঘায় জগন্নাথধামের উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে বিজেপির হিন্দুত্বকে পালটা চ্যালেঞ্জ জানানোর কৌশল নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রী যাতে ফায়দা তুলতে না পারেন, তারই পালটা কৌশল হিসেবে কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদ হিন্দু নিধনের ঘটনাকে ইস্যু করেছিল বিজেপি। সেই লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের দিনে মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত ৯টি মন্দিরের শুদ্ধকরণ ও সংস্কারের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার ঘোষণা করেছিল বিজেপি। ঠিক ছিল বুধবার মুখ্যমন্ত্রী যে সময় জগন্নাথধামের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন, সেইসময় মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে সাম্প্রতিক হিংসায় আক্রান্ত মন্দিরের বিগ্রহে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কিন্তু আচমকাই সেই পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছে বিজেপি।

জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর জরুরি ক্যাবিনেট বৈঠকে যোগ দিতে সুকান্তকে দিল্লিতে যেতে হওয়ায় বুধবারের ওই কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই জোর ধাক্কা খেয়েছেন মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘু হিন্দুরা। যদিও এদিনও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, সুকান্ত না গেলেও মুর্শিদাবাদে ঘোষিত কর্মসূচির কোনও পরিবর্তন হবে না। স্থানীয় হিন্দুরাই সেই কর্মসূচি পালন করবেন।

বুধবার কাঁথিতে গেরুয়া শিবিরের সনাতনী সম্মেলন। শুরুতে ধাক্কা খেয়েও শেষবেলায় শর্তসাপেক্ষে সম্মেলনের অনুমতি মিলেছে। তবে সেই রায়কেও চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছে রাজ্য সরকার। এই আবহে কাঁথি-দিঘার হাই ভোল্টেজ লড়াই নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে জনমানসে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই প্রসঙ্গে এদিন শুভেন্দু বলেছেন, 'এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা আমি নই। সমস্ত হিন্দুই এই সম্মেলনে যোগ দেবেন।' সম্মেলন করার অনুমতি দিলেও একসঙ্গে ৩ হাজারের বেশি মানুষের জমায়েত করা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে আদালত। আদালতের এই রায় নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে শুভেন্দু বলেন, 'অক্ষয় তৃতীয়ায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করার অধিকার প্রত্যেক হিন্দুর আছে। সংবিধান সেই অধিকার দিয়েছে, কেউ এটা কেড়ে নিতে পারে না।'

# দলিল, নথি তৈরি করছে নবান্ন

**কলকাতা, ২৯ এপ্রিল :** রাজ্য সরকার মুর্শিদাবাদে ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে বাড়ি তৈরি করে দেবে বলে আগেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তালিকা তৈরি করতে গিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ বাসিন্দার বাড়ির দলিল ও অন্যান্য নথি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওই নথি অবিলম্বে তৈরি না করা হলে বাসিন্দারা সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক সমীক্ষা করে জেলা শাসক এই নিয়ে নবান্নে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। যে বাড়িগুলি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছিল সেগুলির কোনও নথির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি ওই বাসিন্দাদের আধার কার্ড, প্যান কার্ড, র‍্যাশন কার্ড, ভোটার কার্ড, ব্যাংকের পাসবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অথচ সরকারি প্রকল্প পেতে গেলে এই নথির অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু সেগুলি না থাকায় এই বাসিন্দাদের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে কী করে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে তা নিয়ে চিন্তায় নবান্ন। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। তারপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব ওই বাসিন্দাদের এই সমস্ত নথি তৈরি করে দেওয়া হবে প্রশাসনের উদ্যোগে।

# সিদ্ধার্থর সঙ্গে বৈঠকে খুশি অযোগ্যরা

**নয়নিকা নিয়োগী**

**কলকাতা, ২৯ এপ্রিল :** সোমবার রাত থেকেই এসএসসি ভবনের আধিকারিকরা আচার্য সদনের মধ্যে আটক হয়ে ছিলেন। মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত আচার্য সদনের সামনে অবস্থানরত 'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন টিচিং ফোরাম' একটাই দাবি তুলছিল, 'যতক্ষণ না আমাদের সঙ্গে চেয়ারম্যান দেখা করছেন, ততক্ষণ আধিকারিকদের ছাড়া হবে না।' অবশেষে সেই দাবিতে সাড়া দিয়ে মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টে নাগাদ এসএসসি'র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার 'অযোগ্য'দের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বৈঠক চলে প্রায় দু'ঘণ্টা।

বৈঠক শেষে মঞ্চের তরফে চাকরিহারা শিক্ষক কমলেশ কপাট বলেন, 'চেয়ারম্যান চাকরিহারাদের সমস্যার সমাধান করতে দিল্লি যাচ্ছেন। সেখানে যোগ্যদের তালিকায় আমাদের মতো যাঁদের নাম নেই তাঁদের বিষয়টাকেও তিনি গুরুত্ব দেবেন। আইনতভাবে সমস্ত দাবি আমরা তাঁর কাছে তুলে ধরেছিলাম। তিনি সদর্থক বার্তা দিয়েছেন।' তবে আন্দোলনের স্বার্থে বৈঠকের সমস্ত তথ্য এখনই তুলে ধরা যাবে না বলেই জানান 'অযোগ্য'রা। চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকের আশ্বাস পাওয়ার পরেই আন্দোলনকারীরা এসএসসি ভবনে আটকে থাকা আধিকারিকদের ছেড়ে দেন। তবে যতক্ষণ না 'যোগ্য' তালিকায় 'নন টেন্টেড'দের নাম আসছে ততক্ষণ আচার্য সদনের সামনে থেকে অবস্থান বিক্ষোভ তোলা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছে ইউনাইটেড মঞ্চ।

আচার্য সদনের সামনে অবস্থানে চাকরিহারারা। - ফাইল চিত্র

প্রশাসনের অনুরোধে 'পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী, চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চ' নবান্ন অভিযানের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছিল। প্রশাসন তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিল, শীঘ্রই মুখ্যসচিব ও দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকদের নিয়ে নবান্নে বৈঠকের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার আয়োজনও করা হবে। তবে সেই আশ্বাসের বাস্তবায়ন হয়নি এখনও। তাই মঞ্চের তরফে সেই আশ্বাস পূরণের দাবিতে মঙ্গলবার আবারও লালবাজার সহ প্রশাসনের একাধিক উচ্চ আধিকারিকদের ই-মেল করা হয়। ই-মেলের মাধ্যমে সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এক সপ্তাহ সময় বেঁধে দিয়েছে মঞ্চ। মঞ্চের তরফে আশিস খামরই বলেন, 'এই সপ্তাহের মধ্যে নবান্ন থেকে আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য যদি ডাকা না হয়, তাহলে আমরা শীঘ্রই সর্বশক্তি দিয়ে নবান্ন অভিযান করব।'

### উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ, কড়া বার্তা আদালতের

# চেয়ারম্যানকে জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ২৯ এপ্রিল :** স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারকে এজলাস থেকে জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

উচ্চপ্রাথমিকে ১৪০৫২ জনের নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় আদালতের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় চরম ক্ষুব্ধ বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। আর এখন এসএসসি এসে বলবে শূন্যপদ ছিল না, এটা মানা যায় না। চাকরি না দেওয়ার এমন অজুহাত এসএসসি দেখাতে পারে না। আপনারা আদালতের সঙ্গে খেলছেন। নিজেদের রক্ষা করতে চাইছেন।' ১৬ মে পর্যন্ত এসএসসিকে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেয় আদালত। আদালতের নির্দেশ কার্যকর না হলে আদালত অবমাননার পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন এই মামলায় হাজির ছিলেন এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার ও ভার্চুয়ালি ছিলেন কমিশনের সচিব।

উচ্চপ্রাথমিকে ২০১৬ সালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ১৪৩৩৯টি শূন্যপদ ছিল। ২০১৯ সালে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আদালতে মামলা দায়ের হয়। শেষপর্যন্ত একাধিক বেঞ্চ ঘুরে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর

ডিভিশন বেঞ্চ গত বছর ১৪০৫২ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেয়। কিন্তু এর মধ্যে ১২৪৮২ জনের নিয়োগ হয়েছে। ১৪৮২টি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি হয়। আদালতের নিয়োগের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় কমিশনের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়। এরপরই ডিভিশন বেঞ্চ চরম ক্ষুব্ধ হয়। ডেপুটি শেরিফকে ডেকে পাঠানো হয়। তবে এসএসসির আইনজীবী তাঁদের বক্তব্য শোনার অনুরোধ করেন।

কমিশনের চেয়ারম্যানকে ভর্ৎসনা করে ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'আদালতের নির্দেশ কেন কার্যকর হয়নি। তাহলে কীভাবে কাউন্সেলিং করলেন। আপনার কী ক্ষমতা রয়েছে সেটা দেখার দরকার নেই। আদালতের নির্দেশ পালন না হলে এখান থেকেই গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেব। এসএসসির চেয়ারম্যান সমস্যার সমাধান না করতে পারলে আদালত তা মেনে নেবে না। আদালতের নির্দেশ মেনে উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ তালিকার প্রত্যেককে চাকরি দিতে হবে। শেষ সুযোগ দিচ্ছে আদালত।' বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বলেন, 'এসএসসি রাজ্য সরকার নাকি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবে সেটা তাদের ব্যাপার। তবে চাকরি না হলে হাইকোর্ট কড়া পদক্ষেপ করবে। আপনাদের শেষ সুযোগ দিচ্ছি।'

## তৎপর সিবিআই

**কলকাতা, ২৯ এপ্রিল :** নিয়োগে দুর্নীতিতে ফের তৎপর হয়ে উঠল সিবিআই। মঙ্গলবার নিউটাউনে সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিলেন মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ বিভাস অধিকারী। প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে বিভাসের নাম উঠে এসেছিল। তিনি বীরভূমের নলহাটির ২ নম্বর ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল নেতা। তবে বিভাস দাবি করেন, তাঁকে এদিন তলব করা হয়নি। কিছু নথি ও কাগজপত্র নিতে তিনি সিবিআই দপ্তরে এসেছেন। সূত্রের খবর, শেষবার সিবিআইয়ের চার্জশিটে একটি নথি পেশ করা হয়েছিল, তাতে এক এজেন্টের বয়ানে বিভাসের নাম উঠে আসে। সেই সূত্রে তাঁকে ডাকা হতে পারে। তবে বেসরকারি বিএড ও ডিএলএড কলেজ সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি বিভাস বলেন, 'আমাকে সিবিআই তলব করেনি। কিছু কাগজপত্র নেওয়ার আছে। তাই এসেছি।'

## ধৃত আজাদ পাকিস্তানি

**কলকাতা, ২৯ এপ্রিল :** পাসপোর্ট জালিয়াতি চক্রে ইডির হাতে ধৃত বিরাটির বাসিন্দা আজাদ মল্লিক আদতে বাংলাদেশি নয়, সে পাকিস্তানের বাসিন্দা। মঙ্গলবার ব্যাংকশাল আদালতে এই দাবি করল ইডি। বিরাটি থেকে ১৪ দিন আগে আজাদকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। পাকিস্তানি পরিচয় লুকিয়ে সে নিজেকে বাংলাদেশি বলে দাবি করেছিল।

# ঝন্টু অস্বস্তি কাটাতে তেহট্টে শুভেন্দুর সভা

### কটাক্ষ তৃণমূল-সিপিএমের

**কলকাতা, ২৯ এপ্রিল :** পহলগাম কাণ্ডের প্রায় সঙ্গেই সোপিয়ানে জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ গিয়েছিল নদিয়ার তেহট্টের সেনা জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের। পহলগামে নিহত ২৮ জন পর্যটকের মধ্যে রাজ্যের ৩ হিন্দু বাঙালি পরিবারকে নিয়ে বিজেপি হইচই জুড়ে দিলেও একবারও মুখে আনেনি নিহত সেনা জওয়ান ঝন্টু আলির নাম।

যেদিন ঝন্টুর মরদেহ তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছোয়, সেই দিনেই রানাঘাটে কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদ হিন্দু নিধনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিক্ষিপ্তভাবে দলের কেউ কেউ নিহত সেনা জওয়ান ঝন্টুর আত্মবলিদান নিয়ে কিছু মন্তব্য করলেও রাজ্য বিজেপি বা কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বের তরফে সেভাবে কোনও মন্তব্য চোখে পড়েনি।

স্বাভাবিকভাবেই শহিদদের মৃত্যু নিয়েও বিজেপির এই বিভাজনের রাজনীতি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই বিতর্ক চাপা দিতেই মঙ্গলবার তেহট্টে সভা করলেন শুভেন্দু। বিজেপির সেই শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় ঝন্টুর ছবির পাশে ছিল জেলার আরও তিন শহিদের প্রতিকৃতি। ঝন্টু বাদে বাকি তিনজন ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু। ঝন্টুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাকি এই তিন শহিদকে একই মঞ্চে শামিল করতে বিজেপিকে পিছিয়ে যেতে হয়েছে আরও ৬টা বছর।

যা নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছে সিপিএম ও তৃণমূল। সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন,

> ঝন্টুর পরিবারকে রাজ্য সরকার আর্থিক সহায়তা করায় আমরা খুশি। আমরা ৪ জন শহিদকেই সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ও এই সরকারের একটা চোখ বন্ধ। আশা করব ঝন্টু ছাড়া বাকি তিন শহিদ পরিবারকেও একইভাবে সহযোগিতা করবে এই সরকার।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

'শুধু ঝন্টুকে নিয়ে শ্রদ্ধা জানানো ওদের পক্ষে একটু মুশকিল। সেই কারণেই ঝাড়াইবাছাই করে অতীতের শহিদদের এই তালিকায় শামিল করতে হয়েছে। এটা বিজেপির পক্ষেই সম্ভব।'

তৃণমূলের জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'একজন সেনা জওয়ানেরও ধর্মীয় পরিচয় শ্রদ্ধা জানানোর মাপকাঠি হতে পারে সেটা বিজেপিকে দেখলে বোঝা যায়।'

যদিও এদিন শুভেন্দুর দাবি, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তর নিহত সেনা জওয়ানকে গার্ড অফ অনার ও যোগ্য সম্মান দিয়েছে। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বিজেপির কর্মীরাও শামিল হয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু। তবে নিজে ব্যক্তিগতভাবে ধুলিয়ান ও সামশেরগঞ্জে থাকায় ঝন্টুর শেষকৃত্যে অংশ নিতে না পারার জন্য এদিন প্রয়াত সেনা জওয়ানের বাবার ও তাঁর পরিবারের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন তিনি।

সভায় ঝন্টু সহ ৪ শহিদ পরিবারের প্রত্যেকের হাতে ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন শুভেন্দু। রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলেন, 'ঝন্টুর পরিবারকে রাজ্য সরকার আর্থিক সহায়তা করায় আমরা খুশি। আমরা ৪ জন শহিদকেই সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ও এই সরকারের একটা চোখ বন্ধ। আশা করব ঝন্টু ছাড়া বাকি তিন শহিদ পরিবারকেও একইভাবে সহযোগিতা করবে এই সরকার।'

# বর্ধিত ডিএ মিলল সরকারি কর্মচারীদের

**কলকাতা, ২৯ এপ্রিল :** রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে সিংহভাগের ডিএ সহ বেতন ঢুকেছে মঙ্গলবার সকালে। রাজ্য বাজেট অনুযায়ী আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির কথা। তবে স্কুল শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বেতনে ডিএ বেড়েছে কি না, সেই নিয়েই এদিন প্রশ্ন উঠেছে। সাধারণত, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের বেতন মাসের শেষ অথবা নতুন মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় দিনেই হয়ে থাকে। ফলে এই জীবিকায় যুক্ত ব্যক্তিদের থেকে মঙ্গলবার ডিএ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনও তথ্য জানা যায়নি।

তবে কী পরিস্থিতি পুনরায় বহাল হওয়া ২০১৬ প্যানেলের চাকরিহারা শিক্ষকদের? অধিকার মঞ্চের এক আন্দোলনকারী শিক্ষক বলেন, 'আমাদের বেতন আদৌ আসবে কি না আমরা এখনও সেই নিয়েই অনিশ্চিত। আর ডিএ বাড়ার চিন্তাভাবনা করার মতো এখন আমাদের অবস্থা নয়। যে যোগ্যদের নাম এখনও তালিকায় আসেনি তাঁদের জন্য আমরা লড়াই করছি।' চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের একাংশ জানিয়েছেন, 'আগেই সরকার জানিয়েছিল ডিএ বাড়ানোর কথা। আমরা সেই আশাতেই ছিলাম। তবে এমনভাবে চাকরি চলে যাবে ভাবিনি।' রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে অনেকেই আশা করছেন, ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে আরও একদফা ডিএ বাড়তে পারে। কেন্দ্রের ডিএ'র বর্তমান হার ৫৫ শতাংশ। তবে রাজ্যের ডিএ'র হার মাত্র ১৮ শতাংশ হওয়ায় ক্ষুব্ধ অনেক রাজ্য সরকারি কর্মচারীই।

# ভূমি আধিকারিক বদলি

**কলকাতা, ২৯ এপ্রিল :** রাজ্যজুড়ে ১৯০ জন ভূমি আধিকারিককে এক ঝটকায় বদলির সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নির্দেশ দিল নবান্ন। জলপাইগুড়ির মালবাজার সহ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার বিএলএলআরও সহ শীর্ষ আধিকারিকরা বদলির তালিকায় রয়েছেন। এই নিয়ে গত প্রায় এক বছরে শুধু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের প্রায় এক হাজার আধিকারিককে বদলি করল নবান্ন। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জেলায় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কাজ নিয়ে ক্ষোভ জমছিল। সামনেই ২০২৬-এ বিধানসভার ভোট। শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলের মানুষের প্রতি এবারও বিশেষ নজর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাই তিনি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের লোকজনের ঢালাওভাবে এক জায়গা থেকে অন্যত্র বদলির কড়া নির্দেশ দেন দপ্তরকে। তারপরই সম্ভবত তাঁদের নির্দেশ কার্যকর করতে বেশি সময় নেয়নি দপ্তর।

*আজ দরজা খুলছে দিঘার জগন্নাথধামের। মঙ্গলবার দিনভর যজ্ঞ সহ চারিদিকে সাজোসাজো রব দেখা দিয়েছে। কিন্তু এরমধ্যেই দেখা দিয়েছে নতুন বিতর্ক। ২০২৪ লোকসভা ভোটের বছরে রাম মন্দিরের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি। যাতে শামিল হয়েছিলেন মমতাও। সেই তিনিই এবার বিধানসভা ভোটের আগের বছর কীভাবে জগন্নাথ দেবের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন তাই নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন।*

# ধ্বজা উড়ল মন্দিরের চূড়ায়

**পুলকেশ ঘোষ**

**দিঘা, ২৯ এপ্রিল :** এক কোটি মন্ত্রোচ্চারণে মঙ্গলবার দিঘার জগন্নাথধামের মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণাহুতি ও আরতির মাধ্যমে। বুধবারই জগন্নাথদেবের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর বিকেলে মন্দিরের দরজা খুলবে। উদ্বোধন করবেন মমতা। তার প্রাক্কালে এদিনও তাঁর সাধের জগন্নাথধামকে সাজাতে মমতা পুরীর প্রধান সেবাইত রাজেশ দ্বৈতাপতি, ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস ও হিডকোর ভাইস চেয়ারম্যান হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর সঙ্গে বারবার আলোচনা করেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। এদিনের অনুষ্ঠানে আদ্যাপীঠের মুরাল ভাই, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অছি পরিষদ সদস্য কুশল চৌধুরী থেকে শুরু করে জয়রামবাটি-কামারপুকুরের মহারাজরাও আসেন। এর পাশাপাশি

জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের আগে মহাযজ্ঞে মুখ্যমন্ত্রী।

এসেছেন সংগীত ও অভিনয় জগতের শিল্পী ও কলাকুশলীরা।

এদিন সকাল থেকে শুরু হয় যজ্ঞ। যজ্ঞের পরিচালনার মূল দায়িত্বে ছিলেন দ্বৈতাপতি। তবে এরপর দিঘার জগন্নাথধাম পরিচালনার মূল দায়িত্ব পাচ্ছেন ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। এতে কি দ্বৈতাপতি কিছুটা হতাশ? তাঁর দলবলের কারও কারও মতে, জগন্নাথ প্রভুর পুজো যেভাবে হয় তা পালন করে আসছেন পুরীর সেবাইতরা। বৈষ্ণবদের পুজোর ধারা আলাদা। এই সম্পর্কে মন্তব্য করবেন না জানিয়েও এই প্রতিবেদককে বিষয়টি 'বিতর্কিত' আখ্যা দিয়ে বিতর্ককেই উসকে দিয়েছেন তিনি। তবে সাধারণ ভক্তদের বক্তব্য, পুরীর পান্ডাদের অত্যাচার বাঙালিরা কোনওদিনই পছন্দ করেন না। বরং ইসকনের ধারাই বাঙালিদের পছন্দের।

পুজোর পদ্ধতি যাই হোক না কেন, বাকি সব বিষয়ই পুরীর মন্দিরের কপি-পেস্ট দিঘার ধাম। ফারাক প্রসাদে। পুরীর খাজার বদলে দিঘার গজা। তা বাদ দিলে পুরীর মতোই এখানে চারটি দ্বারের নাম হচ্ছে সিংহদ্বার, ব্যাঘ্রদ্বার, অশ্বদ্বার ও হস্তিদ্বার। রয়েছে অরুণ স্তম্ভের মাথায় অরুণা মূর্তি। রয়েছে ভোগমণ্ডপ। নাটমন্দিরের দেওয়ালে রয়েছে দশাবতার মূর্তি। এমনকি মন্দিরের চূড়ায় বসানো ধ্বজা রোজ বদল করা হবে পুরীর নিয়ম মেনেই। এদিন যজ্ঞশেষে মন্দিরের চূড়ায় উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ধ্বজা।

# বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিয়ে বিতর্ক

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ২৯ এপ্রিল :** অক্ষয় তৃতীয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে দিঘায় জগন্নাথ ধামের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ফিরল রামমন্দির বিতর্ক। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের বছরে জানুয়ারি মাসে অযোধ্যায় রামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে সেই সময় তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। সেই বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও যোগ দিয়ে বলেছিলেন, লোকসভা ভোটের আগে এসব বিজেপির গিমিক।

রামমন্দির আবেগকে কাজে লাগিয়ে লোকসভা ভোটের বৈতরণি পার করার কৌশল বলে সমালোচনা করেছিল তৃণমূল সহ বিরোধীরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন কলকাতায় পালটা সম্প্রীতি মিছিলে হেঁটেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠার মতো বিষয়ের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, টোটালটাই একটা গিমিক। ঘটনাচক্রে এবার সেই তিনিই জগন্নাথধামের নামে জগন্নাথ মন্দিরে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন।

আজ উদ্বোধন। তার আগে তুঙ্গে ব্যস্ততা দিঘায়।

এক বছর বাদেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় রামমন্দিরে প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিয়ে বিতর্ককে ফের সামনে এনে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে রামমন্দিরের সঙ্গে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের একটা সূক্ষ্ম ফারাক রয়ে গিয়েছে। সেই সময় অভিযোগ উঠেছিল মন্দির নির্মাণের আগেই উপযুক্ত ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন না করেই তড়িঘড়ি প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা কি না হিন্দুধর্ম মতে অনুচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে জগন্নাথ মন্দিরে তেমনটা হয়নি। এখানে মন্দির নির্মাণ আগেই শেষ হয়েছিল। গতকাল থেকে শুরু হয়েছে যজ্ঞ। মঙ্গলবার সেই যজ্ঞে পুণ্যাহুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে আপাতত মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওঠা সমালোচনা খাটছে না মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে।

# সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৪০ সংখ্যা, বুধবার, ১৬ বৈশাখ ১৪৩২

## ধর্মীয় সম্পত্তি প্রসঙ্গে

আগুপিছু না ভেবে ভেঙে দেওয়া, গুঁড়িয়ে দেওয়া, বাতিল করে দেওয়ার প্রবৃত্তি এখন সর্বত্র। অনিয়মের প্রতিকার করা গেল না। কিন্তু অনিয়মের যুক্তিতে ২০১৬-র প্যানেলে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি খেয়ে নিতে অসুবিধা হল না। ওয়াকফ সম্পত্তির সংশোধনী আইন তেমনই। জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের একাংশের দুর্নীতির হাত ওয়াকফ সম্পত্তিতে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত। এই সত্যে কোনও দ্বিমত নেই। নামে ওয়াকফ হলেও, সেই সম্পত্তি অনেক জনপ্রতিনিধি বা প্রভাবশালীর দখলে।

এ রাজ্যে তৃণমূলের কারও কারও নাম সেই তালিকায় আছে বলে হইচই হচ্ছে। বাম জমানায় যেমন শাসকদলগুলির অনেকে সেই একই পাপে বিদ্ধ ছিলেন বলে অভিযোগ আছে। ভিন্ন রাজ্যে কোথাও কংগ্রেস, কোথাও অন্য দল, এমনকি মুসলিম দলগুলির কোনও নেতার নাম জড়িয়ে যেতে পারে ওয়াকফ কেলেঙ্কারিতে। সারা ভারতে সম্পত্তিটা বড় কম নয়। ফলে ক্ষমতাবানদের নজর সেদিকে পড়বে-সেটাই স্বাভাবিক!

তবে সেই অজুহাতে নজরদারির নামে ওয়াকফ আইনে মুসলিম নিয়ন্ত্রণ খর্ব করলে প্রশ্ন তো উঠবেই। সব ধর্মের নিজস্ব কিছু নিয়মকানুন থাকে। খ্রিস্টান নিয়মে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। সরকারি সাহায্য থাকলেও খ্রিস্টান পরিচালিত অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বশাসিত। নিজস্ব নিয়মে চলে। সেখানে সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে কি কোনও অনিয়ম নেই? চারপাশে চোখ বোলালে অনেক অনিয়ম ধরা পড়ে। তাই বলে ধর্মীয় গোষ্ঠীটির নিজস্ব নিয়মে হস্তক্ষেপ করা কি যুক্তিসংগত?

রামকৃষ্ণ মিশন কিংবা ভারত সেবাশ্রম সংঘ স্বশাসিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। নিজস্ব নিয়মে সেই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। তাতে নাক গলানো কি সরকারের উচিত? এতে ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। যতক্ষণ সংবিধান অনুযায়ী দেশটা ধর্মনিরপেক্ষ, ততক্ষণ স্বাধীনভাবে সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর পথ চলা আইনসিদ্ধ শুধু নয়, ন্যায়সংগতও বটে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে অন্য ধর্মের কাউকে সম্পৃক্ত করা তাই অনুচিত। একইসঙ্গে অন্যায়।

অতীতে দেবোত্তর সম্পত্তির নামে এ দেশের রাজা, জমিদাররা অনেক কিছু কুক্ষিগত রাখতেন। এরকম নজির অনেক। বিভিন্ন সরকারি নথিতে বহুবার তা প্রকাশ্যে এসেছে। দেবোত্তর সম্পত্তি এখনও আছে। সেই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ট্রাস্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে। সেই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নিজস্ব রীতি, নিয়ম আছে। সেখানে সরকার সহযোগীর ভূমিকায় থাকে। কিন্তু ভিন্নধর্মের কারও সম্পৃক্ত থাকা নৈব নৈব চ। কোচবিহারের দেবোত্তর ট্রাস্ট তার প্রমাণ।

তাহলে শুধু ওয়াকফ সম্পত্তি দেখভালে বিভিন্ন বোর্ড, কাউন্সিল বা কমিটিতে মুসলিম ভিন্ন অন্য ধর্মের কাউকে সদস্য করার প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিল? প্রশ্নটা উঠতেই পারে। অনিয়ম ঠেকানোর নাম করে গোটা পরিচালন ব্যবস্থায় কি এটা হস্তক্ষেপের শামিল নয়। খ্রিস্টান মণ্ডলী বা ডায়োসিসগুলিতে কি এরপর একই বিধান চালু করা হবে। কিংবা দেবোত্তর সম্পত্তি বা রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম কিংবা তিরুপতি মন্দির ট্রাস্টেও কি তাই হবে?

আইন যদি করতেই হয়, তাহলে পক্ষপাত থাকা উচিত নয়। শুধু ওয়াকফের বেলা এক নিয়ম, অন্য ক্ষেত্রে ভিন্ন নিয়ম কিন্তু গোটা ব্যবস্থাটার উদ্দেশ্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া ধর্মনিরপেক্ষ দেশে বাঞ্ছনীয় নয়। সংশোধনী আইনে যা যা বিধান আছে, তাতে ওয়াকফ সম্পত্তিকে সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারে। কে না জানে, বহু সরকারি সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে নানা অনিয়মের অভিযোগ ওঠে।

সরকারি সম্পত্তি ভোগদখলে জড়িয়ে যায় অনেক জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কারও কারও নাম। শুধু জড়ায় না, এরকম অনিয়মের উদাহরণ অনেক। ফলে শুধু ওয়াকফের ক্ষেত্রে আঁটিসাঁটি, অন্য ক্ষেত্রে দাঁতকপাটি মনোভাবের পেছনে কারণ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সরকারের উচিত, সেই প্রশ্নগুলির উত্তর পরিষ্কার করে পরবর্তী পদক্ষেপের পথে এগোনো।

## অমৃতধারা

ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ সামান্য হলেও যার জীবনে 'পরিতৃপ্তি' আছে সে-ই যথার্থ সম্পদের অধিকারী। মনের বন্ধন মুক্তিতেই আসল স্বাধীনতা, আনুষ্ঠানিক ফিতে কেটে তা আসে না। অন্যকে সুখ দেওয়া এক মহান দানশীল কাজ। প্রফুল্লচিত্তের অধিকারী সদাই উদ্দীপ্ত থাকে, তার সংস্পর্শে লোকের মুখেও তেমনি হাসি ফুটে ওঠে। হাসিমুখে অনেক আপাত কঠিন কাজকে সহজ করে নেওয়া যায়।

নিজের উন্নতির জন্য সময় ব্যয় করলে অন্যের সমালোচনার জন্য আর সময় কোথায়! জীবনের মধুরতাকে আস্বাদন করতে হলে অতীতকে ভুলে যাওয়ার শক্তির অধিকারী হতে হবে। ব্যর্থ বা অহেতুক কাজ মনকে ভারী ও ক্লান্ত করে, ভালো বা কল্যাণকারী কাজ নিজেকে সুখী, হালকা ও তরতাজা করে।

-ব্রহ্মাকুমারী

### আলোচিত

ছোট থেকেই ও ৯০ মিটারের ওভার বাউন্ডারি মারতে পারত। তখন ওর বয়স ১০। দিনে ৩৫০ থেকে ৪০০ বল খেলত সূর্যবংশী। তুলে মারতে বলতাম ফিল্ডারদের এড়ানোর জন্য। লক্ষ করলে দেখবেন, ওর হাতের অবস্থান অনেকটা যুবরাজ সিং বা অভিষেক শর্মার মতো থাকে।

- মণীশ ওঝা *(বৈভব সূর্যবংশীর কোচ)*

### ভাইরাল

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের পারফর্ম করা সাধারণ ঘটনা। কিন্তু অধ্যাপকদের পারফরমেন্স সচরাচর চোখে পড়ে না। এবার ছাত্রদের সিনিয়ার ব্যাচের বিদায় অনুষ্ঠানে দিল্লি ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের পারফরমেন্স অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে তুলেছিল।

### আজ

**২০২০**

কিংবদন্তি ফুটবলার চুনী গোস্বামীর জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

**২০২০**

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা ঋষি কাপুর।

## সোজা-সাপটা

সত্যজিৎ বলেছিলেন, "সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'র ইলাস্ট্রেশন করছিলাম, সেই সময় আইডিয়াটা মাথায় আসে। সংক্ষিপ্তসারই ভরসা দিল ছবিটা ম্যানেজেবল ফর্মে আনা যায়, মূল উপন্যাস প্রথমে পড়লে এই সাহস হয়তো আমার হত না।"

# ভাদ্রের ভ্যাপসা দুপুরে পথের পাঁচালী দর্শন

**শংকর**

আমি কোনও চলচ্চিত্র বিশারদ নই। অজস্র ছবি দেখার অভিজ্ঞতাও নেই আমার। তবু মনে আছে সেই অভিজ্ঞতা। বহুবছর আগে দেখা সেই ছবির দৃশ্যগুলো আমাকে এতটাই আচ্ছন্ন করেছিল যে, তার রেশ মৃত্যু পর্যন্ত কাটবে না। সত্যি বলতে, জীবনে এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে থাকে।

যে ঘটনার কথা বলছি, তা সেই ১৯৫৫ সালের কথা। তখন বেঙ্গল চেম্বারের অফিসে কাজ করি। ভাদ্র মাসের ভরদুপুর। সেই ভ্যাপসা দুপুরেই আমরা অফিস পালিয়ে একটা ছবি দেখার ষড়যন্ত্র এঁটেছিলাম। কী ছবি, কোন ছবি দেখতে যাব? সে সবের তোয়াক্কা ছিল না। সেই সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছিল বাংলায় কঙ্কাবতীর ঘাট, হিন্দিতে নগদ নারায়ণ, ইংরেজিতে দেয়ার্স নো বিজনেস লাইক শো বিজনেস। এবং ওই একই সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছিল এক অখ্যাত পরিচালকের নতুন ছবি। বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সেই অখ্যাত ছবিটাই দেখতে গিয়েছিলাম কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বীণা সিনেমায়। তাই এই নবতিপর বয়সেও গর্ব করে বলতে পারি, কলকাতায় প্রথম দিনের প্রথম শো-তে পথের পাঁচালী দেখার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম আমি। এখন যাকে বলে এফডিএফএস।

অবশ্য এটাও ঠিক, পরিচালক হিসাবে নতুন হলেও সত্যজিৎ কিন্তু সংস্কৃতি জগতে নতুন নন। বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি জে কিমার কলকাতা শাখার আর্ট ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করেছেন। কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার প্রচ্ছদশিল্পী হিসাবেও সত্যজিতের যথেষ্ট সুনাম অর্জন হয়েছে ততদিনে। ফলে, সিনেমা তৈরির খড়কুটো তিনি যে একটু একটু করে সংগ্রহ করেছিলেন, সেকথা বলাই বাহুল্য।

সবচেয়ে বড় কথা, দুর্ভাগা বাঙালির ঘরে জন্ম নিয়েও তিনি আমাদের বাঙালির, ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন জগৎসভায়। পথের পাঁচালী যে রসসৃষ্টির ইতিহাসে এক কীর্তিস্তম্ভ, তা সর্বজনবিদিত। পথের পাঁচালীর স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় এমন এক ঊর্ধ্বলোকে বিরাজ করেছেন, যেখানে কোনও প্রশস্তিই তাঁর পক্ষে সুবিচারের নয়। আর্টের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এমন দুর্লভ ঘটনা ক্বচিৎ কদাচ ঘটে থাকে। বীণা সিনেমায় সিনেমা দেখতে বসে এই মহৎ সৃষ্টির প্রতি নতমস্তকে প্রণাম জানানো ছাড়া আমার মতো মানুষের আর কিছুই করার ছিল না।

পথের পাঁচালী দ্বিতীয় বার দেখি তিরিশ বছরের ব্যবধানে। কেন এত দীর্ঘ বিরতি? দেখিনি এই আশঙ্কায় যে, প্রথম দর্শনে বুকের মধ্যে যে বিস্ময়ের রসায়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা নষ্ট হতে পারে, এমন কোনও ঝুঁকি আমি নিতে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলাম না। এবং এই অতি বৃদ্ধ বয়সেও স্বীকার করি, তিরিশ বছরের ব্যবধানে পথের পাঁচালী পুনর্দর্শনের দুঃসাহস দেখিয়ে আমি জীবনে ভুল করিনি। সেদিন মনে হয়েছিল, নতুন ছবি দেখছি। ছবিটা তো বদলায়নি, তাহলে কি আমি নিজেই বদলে গিয়েছি আপাদমস্তক! ঠিক বুঝতে পারিনি সেদিন। পথের পাঁচালীর দেশেই আমার

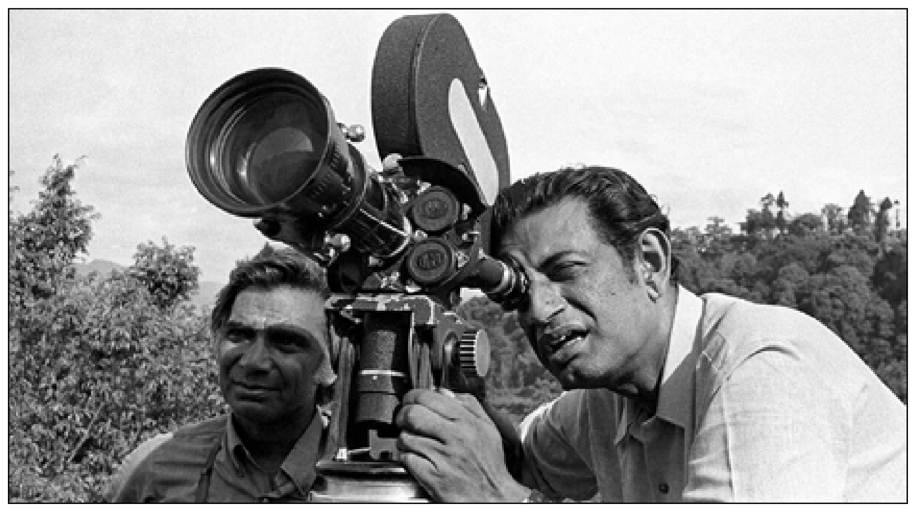

জন্ম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার গাঁয়ের লোক, দারিদ্র্য কাকে বলে তা আমিও বিলক্ষণ জানি। প্রথমবার পথের পাঁচালী দেখার সময় অপু-দুর্গা-সর্বজয়া-হরিহরের দুঃখ এতটা দুর্বিষহ মনে হয়েছিল যে, ছবিটা আর মাত্র মিনিট পনেরো চললে আমি ভেঙে খানখান হয়ে যাব বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এতগুলো দশক পরে মনে হয়, দুঃখের সঙ্গে চিরন্তন আনন্দের, মলিনতার সঙ্গে সীমাহীন সৌন্দর্যের এমন দুর্লভ মিলন যিনি এমন অনায়াসে করতে পারেন, রসসৃষ্টির ইতিহাসে তিনি চিরদিন তাজমহলের মতো বিরাজ করবেন এবং সর্বশ্রেণির শিল্পস্রষ্টার প্রণম্য হয়ে উঠবেন।

পথের পাঁচালী দেখার দীর্ঘ তিরিশ বছর পরে পুনরায় ছবিটি দেখা এবং পুনরায় বিস্ময়ে বিস্মিত হওয়া। তবে সেই বিস্ময়-রেশ কাটবার আগেই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল অগ্রহায়ণের এক নির্জন দুপুরে। ভেবেছিলাম, খোঁজ করব—সৃষ্টি বড় না স্রষ্টা বড়! স্রষ্টা নিজেই অনেক সময় তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন কিনা! কিন্তু আশ্চর্য এই, কলকাতার বিশপ লেফ্রয় রোডের তিনতলার সেই বিখ্যাত ঘরে সত্যজিতের মুখোমুখি হয়ে কোনও প্রশ্ন করার বাসনাই রইল না। যে মানুষ পথের পাঁচালী সৃষ্টি করতে পারেন সেই মানুষকে প্রশ্নোত্তরের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জেরা করার মতো উকিল তো নই আমি। সত্যজিৎ বোধহয় আমার সমস্যাটা বুঝেছিলেন। নিজের থেকেই বলেছিলেন, 'তিরিশ বছর ধরে পথের পাঁচালী সম্পর্কে এত জায়গায় এত কথা বলেছি যে নতুন কথা কিছুই অবশিষ্ট নেই।' বুঝতে পেরেছিলাম, উনি জানতে চাইছেন, আমি তিরিশ বছর ধরে কী করেছি! দেখা করতে এত দেরি হল কেন? নূতনত্ব সম্পর্কে আমার অহেতুক চিন্তা নেই। কারণ পথের পাঁচালী সংক্রান্ত কোনও কথাই কোনও দিন পুরোনো হবে না। চির নূতনের পরশপাথর যে অপু-দুর্গার ছবির মধ্যেই চিরদিনের মতো লুকিয়ে রয়েছে। সত্যজিৎ শুরু করলেন তাঁর কথা, "বিজ্ঞাপনের অফিসে আর্ট ডিরেক্টরের চাকরি করতাম, কোনও দিন যে চিত্র পরিচালক হব এমন ধারণা ছিল না। তবে ছবি দেখতে ভালো লাগত এবং পরে এই ভালোলাগাটাই সিরিয়াস টার্ন নিল। অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু মূল উপন্যাসটা পড়বার আগেই আমি পথের পাঁচালী ছবি তৈরির সিদ্ধান্ত নিই। ডি কে গুপ্তর প্রকাশনা সংস্থা সিগনেট প্রেসের জন্যে সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'র ইলাস্ট্রেশন করছিলাম, সেই সময় আইডিয়াটা মাথায় এসে গিয়েছিল। সংক্ষিপ্তসারটাই আমাকে ভরসা দিল ছবিটা ম্যানেজেবল ফর্মে আনা যায়, মূল উপন্যাসটা প্রথমে পড়লে এই সাহস হয়তো আমার হত না।"

সত্যজিৎ বলে চলেন, 'এই সময় বিজ্ঞাপন এজেন্সির কাজকর্ম সম্পর্কে আমার ক্লান্তি এবং বিতৃষ্ণা জাগছিল। প্রত্যেকটি ক্লায়েন্টকে খুশি করার কাজ ভালো লাগছিল না। তার ওপর অনেক খেটেখুটে হয়তো একটা ভালো কাজ করলাম, অবুঝ ক্লায়েন্ট এককথায় তা নাকচ করে দিলেন। মনের মধ্যে তখন স্বাধীন হবার ইচ্ছে, আমার এমন কোনও কাজ চাই যেখানে আমিই সর্বেসর্বা হব। সেই সময় আমি আপিসের কাজে সামান্য সময়ের জন্যে বিলেত যাই। চাকরির ফাঁকে ফাঁকে ওখানে অন্তত একশোটা ছবি দেখে ফেলেছি। ইউরোপীয় গুরুদের ছবি দেখে মনে হয়েছিল নতুন ভাবে, নতুন পথে, অল্প খরচে, মানবিক আবেদনসম্পন্ন ছবি আমরাও বা তৈরি করতে পারব না কেন?'

'তখনই নেশাটা চেপে গেল। ১৯৫০ সালের অক্টোবরে দেশে ফেরবার পথে জাহাজেই চিত্রনাট্যের একটা খসড়া তৈরি করে ফেললাম। তারপর কলকাতায় অফিস-কাজের ফাঁকে ফাঁকে চিত্রনাট্যের কাজ করেছি। এবার ভাবলাম কোনও প্রোডিউসারকে আগ্রহী করা যায় কি না। ধর্মতলায় প্রোডিউসারদের দরজায়-দরজায় ঘুরেছি, কত লোককে বারবার শুনিয়েছি, জুতোর গোড়ালি খয়ে গিয়েছে, কিন্তু কাউকে রাজি করাতে পারিনি। তখন রাগ হত, এখন দোষ দিই না ওঁদের। আমাদের কারও পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রোডিউসারদের নিশ্চয় সন্দেহ হত, এঁরা কি পারবেন? কিন্তু ছবি করার ইচ্ছেটা তখন এতই প্রবল যে আমার অফিসের ইংরেজ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলি, একটা ছবি করে দেখতে চাই। ম্যানেজার বললেন, উইকএন্ডে কাজ করো, ছুটিছাটায় কাজ করো। আমি এক মাসের সবেতন ছুটি পেলাম। প্রোডিউসারের দ্বারস্থ না হয়ে, আমাদের নিজেদের যে সংগতি আছে, তাই দিয়েই কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত হল। ইতিমধ্যেই অপু এবং দুর্গাকে পাওয়া গিয়েছে। আমরা ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে জগদ্ধাত্রীপুজোর দিনে এক কাশবনে শুটিং আরম্ভ করলাম। লোকেশন শক্তিগড়ের আগে পালসিট স্টেশনের কাছে। প্রকাণ্ড মাঠে কাশবন, সেখান থেকে অপু-দুর্গা ট্রেন দেখবে।'

সত্যজিৎ প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নিলেন। 'প্রথম দিনেই আমাদের অনেক ভুল ভাঙল। আমরা অনেক থিওরি আয়ত্ত করেছি, অথচ হাতেনাতে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই আমাদের। কিন্তু আমরা দমে যাইনি, কাজ করতে করতে আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি এবং এগিয়ে গিয়েছি। আমার মনে আছে, আবার যখন শক্তিগড়ে গিয়েছি, তখন কাশফুল শুকিয়ে গিয়ে মাঠের রূপ অন্য হয়ে গিয়েছে। আমরা আবার এক বছর পরে সেখানে ফিরে এসেছি কাশবনের খোঁজে।'

চরিত্রদের কথাও সত্যজিৎ বলে চললেন নাগাড়ে। বিশেষ করে ইন্দির ঠাকরুণের কথা। সত্যজিৎ তাঁর একটি লেখার উল্লেখ করলেন। অপু, দুর্গা, হরিহর, সর্বজয়ার ভূমিকা নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। প্রসন্ন, সেজোঠাকরুণ, নীলমণির স্ত্রীর সম্বন্ধেও মনস্থির হয়ে গিয়েছে। চুনিবালা দেবীর হদিস দেন রেবাদেবী। চুনিবালা দেবী নাকি নিভাননী দেবীর মা, একসময় তারাসুন্দরী, নগেন্দ্রবালার মঞ্চে অভিনয় করেছেন। তো যাই হোক, চুনিবালা দেবী আমাদের হতাশ করলেন না। 'পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা, গাল তোবড়াইয়া গিয়েছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।' বর্ণনার সঙ্গে অমিল হল না।

চুনীবালা দেবীকে নিয়ে কাজ করার সময় বারবার এই কথাটাই মনে হয়েছে যে, এঁর সন্ধান না পেলে আমাদের পথের পাঁচালী সার্থক হত না।'

সত্যজিৎ এও বলেছিলেন, 'যে আড়াই বছর ধরে পথের পাঁচালী তৈরি করেছি সেই সময়ে আমার অফিসে তিনজন ম্যানেজার এসেছেন—এঁরা তিনজনই আমাকে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছেন। কখনও পুরো ছুটি, কখনও হাফ পে, কখনও উইদাউট পে ছুটি দিয়েছেন। শেষ ম্যানেজার নিকলসন ছবিটা যখন প্রায় শেষ করে এনেছি, তখনই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এটাও বোধহয় বুঝেছিলেন, একে বোধহয় আর অফিসে ধরে রাখা যাবে না।'

সত্যিই ধরে রাখা যায়নি আমাদের সত্যজিৎকে। কোনও নিক্তিতেই তাঁকে ধরা যায় না, মাপা যায় না। তিনি যে বিশ্ববন্দিত, বিশ্বনন্দিত। এমন উচ্চশিরের বাঙালি বিরলতম।

## জনমন জনমত

### হিংসার বদলে হিংসা সমাধান নয়

আজ আমরা চারদিকে তাকালে দেখতে পাই অধর্ম অনেককে করে তুলছে হিংসাপরায়ণ তথা মানবতাবিরোধী। আর তখনই তৈরি হচ্ছে অরাজকতা ও নিধনের মতো জঘন্য কাজ। ইতিহাস তাই-ই বলে। পহলগাম কাণ্ড এসবেরই মর্মন্তুদ সাক্ষী। আমাদের এখন উচিত একটা দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা নেওয়া। এজন্য সব স্তরের মানুষের প্রকৃত মানুষ হওয়ার সুশিক্ষা নেওয়া উচিত। শুধু হিংসার বদলে হিংসা সমাধান নয়। আর সর্বস্তরে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা খুবই দরকার।

**দেবাশিস গোপ**
**কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।**

### কাশ্মীরে নতুন সকালের অপেক্ষায়

ভারত ভালো নেই। তার হৃৎপিণ্ড কাশ্মীরে আজ হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব। ভারতের হৃৎপিণ্ডে আজ বারুদের গন্ধ। কত হিন্দু মরেছে অকারণে। আমরা তো 'একই বৃন্তের দুটি কুসুম' তাহলে কেন এত দণ্ডভেদ? কীসের লড়াই, কীসের রক্তপাত?

বন্ধ হোক এই রক্তপাত, বন্ধ হোক হিন্দুদের অকারণে মারা। চলো গর্জে উঠি আমরা আবার। আমাদের যত হিন্দু মরেছে তার প্রতিশোধ নেওয়া হোক। আর যেন কোনও স্ত্রী স্বামীহারা না হন, যেন না ঝরে কোনও মা ও সন্তানের চোখের জল। ভূস্বর্গ হোক সন্ত্রাসমুক্ত ও রক্তহীন।

**অভীক দত্ত**
**উকিলপাড়া, জলপাইগুড়ি।**

# আজকের কাশ্মীর এবং বিষবৃক্ষ

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভূস্বর্গের ন্যক্কারজনক সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা কিন্তু এখানেই শেষ নয়, সরকার বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপ করবে, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে উত্তাপ-ভাব বিনিময় চলবে। রণংদেহি অবস্থান চলবে। ঠান্ডাও একদিন হবে, আবার হঠাৎ আগমন ঘটবে অন্য কোনও নির্জনে।

আসলে যে বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল, তা তো এখন ৭৮ বছরের বিশাল বৃক্ষ। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ক্ষমতালিপ্সু নেতৃত্বের অভ্যন্তরীণ বোঝাপড়ায় দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা এবং যার ফল দেশ ভাগ। এক থেকে খণ্ডিত ভারত ও অপর অংশ পাকিস্তান। এক ভূখণ্ড কিন্তু দুই দেশ। তারপর আমাদের পরিবারের জমি ভাগাভাগির মতো শুরু হল দখল নেওয়ার লড়াই, দেশভাগের যন্ত্রণা, দাঙ্গা, লুটতরাজ- সে সব তো আজ ইতিহাস।

দু-অংশের মানুষের মনে শুরু হল বিষ বপন। এরা অল্প সংখ্যায় হলেও, বিষ তো বিষই হয়। ধীরে ধীরে এরা বিস্তারে লেগে গেল।

কাশ্মীরে যখনই স্বাভাবিক অবস্থা ফেরে, মানুষজন বিগত দিনের ভুলের থেকে শিক্ষা নিয়ে রুটিরুজি ও সামাজিক কাজে মনোনিবেশ করে অন্য প্রদেশের সঙ্গে একাত্ম হতে চায়, ঠিক সেই সময় কখনও পুলিশ-মিলিটারিদের ওপর আক্রমণ, কখনও সাধারণ কাশ্মীরি জনগণের ওপর, কখনও আপেলখেতে কর্মরত শ্রমিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে।

আর এবার তো পর্যটক হত্যা করে পর্যটনশিল্পের ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করা হল। অর্থাৎ কাশ্মীরি জনগণকে জোর করে ভারতবিদ্বেষী করে তোলা। দ্বিজাতিতত্ত্বের এই বিষ এখন ক্যানসারে পরিণত। শুধুমাত্র সামান্য রে-তে কাজ হবে না, শরীরের ক্যানসারের অংশ যেমন বাদ পড়ে, তেমনি আঘাত এখন দেওয়ার সময়।

শেষে বলি, মানুষে মানুষে ধর্মের বলি না হয়ে এসো কাঁধ মিলায়ে ভাতের গন্ধ খুঁজি।

**নীতীশ মণ্ডল**
**সুকান্তপল্লি, শিলিগুড়ি বাজার।**

# সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে কঠোর হওয়া প্রয়োজন

'চতুর্দিকে রক্ত, শুধু রক্ত/ আমারই বন্ধু ও ভাই ছিন্নভিন্ন/ এতে কার জয়?/ রক্তমাখা নোংরা এই সিঁড়ি দিয়ে আমি কোনও স্বর্গেও যাব না'- কাশ্মীরের পহলগামের হত্যালীলা দেখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই লাইনগুলোই মনে পড়ছে বারবার।

কাশ্মীর বরাবরই পর্যটকদের প্রিয় জায়গা হয়ে থেকেছে। কাশ্মীরের কথা উঠলেই সেই বিখ্যাত ফারসি পংক্তি মনে আসে— 'অগর ফিরদৌস বার রু-ই জমিন আস্ত/ হামিন আস্ত-ও হামিন আস্ত-ও হামিন আস্ত।' বাংলায় অনুবাদ করলে যার মানে দাঁড়ায়, 'পৃথিবীতে কোথাও যদি স্বর্গ থেকে থাকে, তবে এখানেই।'

অথচ সেই ভূস্বর্গ বলে পরিচিত কাশ্মীরই রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে অতীতে বারবার। সাম্প্রতিক হামলাও তার প্রমাণ।

যাঁরা একটু আনন্দের আশায়, ভ্রমণের নেশায় পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন তাঁদের কী দোষ ছিল? এই মৃত্যুর কোনও সান্ত্বনাবাক্য হয় না।

নিরীহ মানুষকে মেরে কোন স্বার্থসিদ্ধি হয় সত্যিই জানি না। আসলে সন্ত্রাসবাদের মূল উদ্দেশ্য, নিরীহ মানুষের প্রাণ নিয়ে ভয় এবং আতঙ্ক তৈরি করা। সন্ত্রাসবাদ তাই বারবার মানুষের রক্ত ঝরিয়ে নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে চায়। কিন্তু সময় এসেছে, সন্ত্রাসবাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলার, তাকে মূল থেকে উপড়ে ফেলার। সন্ত্রাসবাদকে রুখে দিতে গেলে কঠিন, কঠোর হতে হবে। আর কোনও রাস্তা নেই, পথ নেই। একজন নিরীহ মানুষও যাতে সন্ত্রাসবাদের বলি না হন, তার জন্য যা যা পদক্ষেপ করা দরকার, তা পালন করাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি কাজ।

**অরিন্দম ঘোষ**
**শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৮

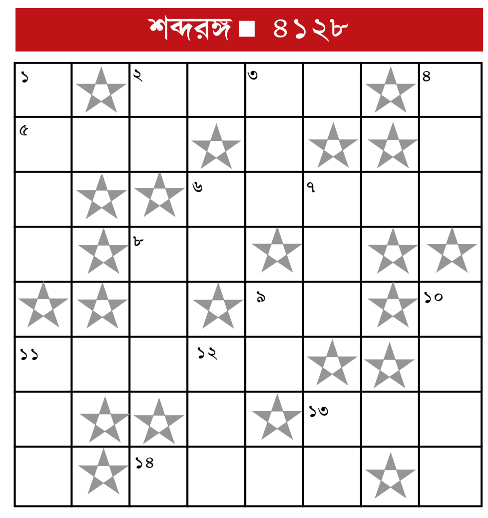


**পাশাপাশি** : ২। ধ্বংস বা বরবাদ হয়ে যাওয়া ৫। যিনি পানের ব্যবসা করেন ৬। পরস্পর সম্পর্কহীন দুটো একই রকম ঘটনা ৮। কোমরে পরার গয়না, পোকাও হতে পারে ৯। বউ, ধর্মপত্নী বা স্ত্রী ১১। যে বনে অনেক কদম গাছ আছে ১৩। যা নষ্ট হয় না, চিরন্তন ১৪। এই মালিক পুরুষ নন।

**উপর-নীচ** : ১। সাবধান বা সতর্ক করা ২। বন্যায় আসা মাটি ৩। পদ্মরাগের মতো রত্ন ৪। গাছের ডালে পাখির বাসা ৬। ধুতির পেছনে গোঁজার অংশ ৭। দেওয়া-নেওয়া বা আদানপ্রদান ৮। কালক্ষেপ বা দেরি করা ৯। নিঃস্বার্থভাবে কিছু দেওয়া ১০। একটি অসুখ ১১। ধূসর রং ১২। সেন বংশের দ্বিতীয় রাজা ১৩। অস্ত্র ধার দেওয়ার পাথর।

### সমাধান ■ ৪১২৭

**পাশাপাশি** : ১। হাতপাখা ৩। সজনে ৫। স্বখাতসলিল ৬। জিঞ্জির ৭। শতেক ৯। কালানুক্রমিক ১২। লাবণি ১৩। করণিক।

**উপর-নীচ** : ১। হাড়পাজি ২। খামোখা ৩। সরস ৪। নেউল ৫। স্বর ৭। শক ৮। কপর্দক ৯। কামিলা ১০। নুরানি ১১। মিশুক।

## বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

ছোট্ট তারা

ময়নাগুড়ি এসপিএম শিক্ষানিকেতনের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র সৌমদীপ সাহা ২০২৪ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কলার সার্চ পরীক্ষায় রাজ্যে সপ্তদশ স্থান অধিকার করেছে।



# ফের কালিমালিপ্ত মাল পুরসভা

## তিন মাসে মেটাতে হবে কোটি টাকা

**অভিযোগ**
- ২০২৩ সালে কাজের টেন্ডার পান শিলিগুড়ির ঠিকাদার আকাশ মুসুদ্দি
- মোট পাঁচটি হাইমাস্ট এবং ৪০০টি পথবাতির অর্ডার পান তিনি
- সেই কাজ পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা বুঝে নিলেও ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা মেটানো হয়নি

**মালবাজার, ২৯ এপ্রিল :** আবারও কলকাতা হাইকোর্টে মুখ পুড়ল মাল পুরসভার। আগামী তিন মাসের মধ্যে ঠিকাদারের বকেয়া টাকা মেটানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ।

কয়েকবছর আগে মাল পুর এলাকায় পথবাতি লাগানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ২০২৩ সালে সেই কাজের টেন্ডার পান শিলিগুড়ির ঠিকাদার আকাশ মুসুদ্দি। মোট পাঁচটি হাইমাস্ট এবং ৪০০টি পথবাতির অর্ডার পান তিনি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত সামগ্রী পুরসভায় পৌঁছে দিয়েছিলেন আকাশ, সেইসঙ্গে হাইমাস্ট লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। সেই কাজ পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা বুঝে নিলেও ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা মেটানো হয়নি বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ২১ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে মামলাটি ওঠে। ২৮ এপ্রিল বিচারপতি ১২ সপ্তাহের মধ্যে ঠিকাদারের বকেয়া বিল মেটানোর নির্দেশ দিয়েছেন মাল পুরসভাকে।

আকাশের অভিযোগ, গত ডিসেম্বরের প্রথম দিকে তাঁকে বিল দেওয়ার অছিলায় মালবাজারে ডেকে পাঠানো হয়। মাল নদীর তীরে তৎকালীন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার সঙ্গে তাঁর বকেয়া নিয়ে বাদপ্রতিবাদ হয়। তখন স্বপন ও তাঁর দলবল আকাশের ওপর হামলা করেন বলে অভিযোগ। আকাশকে বোল্ডার চাপা দিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টাও করেন তাঁরা। সেই ঘটনার পর মাল থানায় তিনি অভিযোগ দায়েরের চেষ্টা করলেও সেই অভিযোগ পুলিশ গ্রহণ করেনি। সেই অভিযোগ গ্রহণ করা এবং ঠিকভাবে তদন্ত করার নির্দেশ পুলিশকে দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। মামলাকারীর আইনজীবী সুমন শিকদার বলেন, 'তিন মাসের মধ্যে বকেয়া ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা পুরসভাকে মেটানোর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। পাশাপাশি নতুন একটি এফআইআর নথিভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন মহামান্য বিচারপতি।'

এর আগেও শিলিগুড়ির আরেক ঠিকাদার শিবরতন আগরওয়াল বকেয়া বিল মেটানোর দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। মাল শহরের ঠিকাদার স্বপন ভৌমিক মাল পুরসভার প্রাচীর নির্মাণ করে এখনও বিলের বড় অংশ পাননি। পরবর্তীতে তিনিও কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন। এই সমস্ত মামলা দায়ের হয়েছে মাল পুরসভার বিরুদ্ধে। তখন চেয়ারম্যান পদে ছিলেন তৃণমূল থেকে বিতাড়িত নেতা স্বপন সাহা। এছাড়াও বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল স্বপনের বিরুদ্ধে।

প্রায় ১২০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা রুজু হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে। পরবর্তী এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে স্পেশাল অডিটের আদেশ দেয় আদালত। অডিটের তিন মাসের মধ্যে সেটির প্রতিলিপি মামলাকারীর আইনজীবী সুমন শিকদারের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে সুমনের বক্তব্য, এখনও কোনও অডিটের প্রতিলিপি আসেনি। এই ব্যাপারে স্বপন সাহার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি উত্তর দেননি।

এই বিষয়ে তোপ দেগেছে বিরোধীরা। সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন, 'কোটি টাকার বাতি কোথায় কোথায় লাগানো হয়েছে, সেটাও তদন্ত করে দেখা উচিত। সবকিছুতেই এখন দুর্নীতি।' বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'এমনিতেই স্বপন সাহা পুরসভার দেউলিয়া অবস্থা করে গিয়েছেন, এরপরেও তৃণমূল তার দুর্নীতিগুলো ঢাকার চেষ্টা করছে।' পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'এখনও হাইকোর্টের নির্দেশ আসেনি পুরসভায়, নির্দেশ এলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

## কয়েক লক্ষ আত্মসাৎ কর্মীর

**অভিষেক ঘোষ**

**মালবাজার, ২৯ এপ্রিল :** মাল পুরসভার কর্মীদের একের পর এক কীর্তি সামনে আসছে। নতুন সংযোজন, পুরসভার এক স্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ। পুরসভার সংগৃহীত ট্যাক্সের টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়ে সেটা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। দীর্ঘ চার বছর ধরে কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন সেই কর্মী। পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'এই কর্মীকে শোকজ করা হয়েছে এবং ঘটনার সঙ্গে আর কারা যুক্ত আছেন, সেটাও তদন্ত করে দেখা হবে।'

পুরসভার এই কর্মীর নাম সুব্রত বন্দো। মাল শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি কলোনিতে বাড়ি তাঁর। পুরসভার ক্যাশ সেকশনের পিওন পদে নিযুক্ত তিনি। সারাদিনে পুরসভার যা খাজনা আদায় হয়, সেটা ব্যাংকে গিয়ে জমা করার দায়িত্ব ছিল সুব্রতর ওপর। তবে সম্প্রতি, তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে গুরুতর অভিযোগ। ২০২২ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত পুরসভার নিজস্ব তহবিলের যে টাকা ব্যাংকে জমা করার কথা, তার একটি বড় অংশ আত্মসাৎ করেছেন সুব্রত। টাকার পরিমাণ কয়েক লক্ষ। সম্প্রতি, পুরসভার পাসবুক আপডেট করলে সামান্য কিছু গরমিল ধরা পড়ে। সেই গরমিলের অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই কাণ্ডটি সামনে আসে পুরসভার অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাছে।

জানা গিয়েছে, রোজকার যে টাকা ব্যাংকে জমা দিতেন সুব্রত, তার আসল রসিদ পুরসভায় জমা হত না। পুরসভা থেকে যে ডিপোজিট ফর্ম লিখে দেওয়া হত, সেটার কাউন্টার অংশে ব্যাংকের সিল কীভাবে লাগত সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। পুরসভার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হলে এসএমএস আসত অ্যাকাউন্ট্যান্টের মোবাইলে। যদিও দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে অ্যাকাউন্ট্যান্টের মোবাইলে কোনও এসএমএস আসছে না।

মঙ্গলবার দুপুরে পুরসভায় অভিযুক্ত সুব্রতকে ডেকে পাঠান চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যানের ঘরেই ফিন্যান্স অফিসার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট সহ কাউন্সিলারদের সামনেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সুব্রতকে। সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদের সময় সমস্ত ঘটনা স্বীকার করেছেন সুব্রত। তারপরেই তাঁকে শোকজ নোটিশ ধরানো হয়। সূত্রের খবর, আত্মসাৎ করা টাকা ধাপে ধাপে পুরসভায় জমা করার চেষ্টা করছেন সুব্রত। মঙ্গলবার বিকেলেই পুরসভায় একটি চেক জমা করেছেন তিনি। এছাড়া নিজের বসতবাড়ির একটি অংশ বিক্রি করেও টাকা মেটাতে চেষ্টা করছেন। তবে সুব্রত কি একা এত টাকা আত্মসাৎ করেছে, নাকি এর পেছনে পুরসভার অন্য কোনও কর্মী যুক্ত আছেন, সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে পুরসভার কর্মী মহলে। পুরসভার তরফে এখনও পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। যদিও, এই অভিযোগ নিয়ে সুব্রত বলেন, 'যা বলার চেয়ারম্যানকে বলেছি, আর কিছু বলব না।' প্রসঙ্গত, সুব্রত দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্য সরকারি কর্মচারী সমিতির সক্রিয় সদস্য।

এ বিষয়ে সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন, 'যে-ই জনগণের টাকা আত্মসাৎ করুক, তাকে সেটা ফেরত দিতে হবে এবং পুরসভাকেও তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।' বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'পরপর দুটো অডিট হল, ক্যাশবুকে সব হিসাব রাখা হয়, তার পরেও কেন পুরসভার অ্যাকাউন্ট্যান্টের চোখে এত বড় দুর্নীতি ধরা পড়ল না!' কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৈকত দাসের মন্তব্য, 'মাল পুরসভা হল দুর্নীতিবাজদের আঁতুড়, সেখানে হাতেকলমে দুর্নীতি শেখানো হয়।'

**পকেটে টাকা**
- চার বছরে পুরসভার নিজস্ব তহবিলের টাকার একটি বড় অংশ আত্মসাৎ করেছেন পুরকর্মী সুব্রত বন্দো
- টাকার পরিমাণ কয়েক লক্ষ
- সম্প্রতি, পুরসভার পাসবুক আপডেট করলে সামান্য কিছু গরমিল ধরা পড়ে
- অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই কাণ্ড সামনে আসে
- আত্মসাৎ করা টাকা ধাপে ধাপে পুরসভায় জমা করার চেষ্টা করছেন সুব্রত
- মঙ্গলবার বিকেলেই পুরসভায় একটি চেক জমা করেছেন তিনি

> পরপর দুটো অডিট হল, ক্যাশবুকে সব হিসাব রাখা হয়, তার পরেও কেন পুরসভার অ্যাকাউন্ট্যান্টের চোখে এত বড় দুর্নীতি ধরা পড়ল না!
>
> **নবীন সাহা,** *টাউন মণ্ডল সভাপতি, বিজেপি*

*উদ্যানের পাশে এই পরিত্যক্ত বাড়িতেই বসে নেশার আসর। ময়নাগুড়িতে।*

## পরিত্যক্ত বাড়িতে নেশার আড্ডা

**বাণীব্রত চক্রবর্তী**

**ময়নাগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** বাড়ির চারদিকে আগাছা আর আবর্জনা স্তূপাকারে জমে। ভেঙে গিয়েছে বেশিরভাগ দরজা, জানলার কপাট। ভেতরের তিনটি কক্ষের দশাও বেহাল। এই পরিত্যক্ত বাড়িটি ভেঙেই অফিস ভবন তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে ময়নাগুড়ি পুরসভা। তবে 'ভূতুড়ে' এই সরকারি বাড়িটি এখন মাদকাসক্তদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সন্ধ্যা নামতেই মাতালদের আসর বসছে ভাঙাচোরা বাড়িটিতে। ময়নাগুড়ি শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের এই পরিত্যক্ত বাড়িটিই বর্তমানে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এলাকাবাসীর। অবশ্য বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছে পুর প্রশাসন।

সরকারি এই বাড়িটিতে একসময় জমির কর গ্রহণকেন্দ্র ছিল। বহু বছর আগেই সেই অফিসটি পার্শ্ববর্তী ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের দপ্তরের পাশে নতুন করে তৈরি করা হয়। তারপর থেকেই এই ঘরটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বাড়িটির পাশেই রয়েছে ময়নাগুড়ি গার্লস হাইস্কুল এবং ময়নাগুড়ি ডাকঘর। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পরিত্যক্ত এই বাড়িটি বহুদিন ধরেই মাদকাসক্তদের পছন্দের ঠিকানা হয়ে উঠেছে। ফলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। প্রশাসন কেন এবিষয়ে পদক্ষেপ করছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ময়নাগুড়ি শহরের উদ্যানের পাশেই একটি জমি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ওই জমির এক কোণে ভাঙাচোরা বাড়িটি আছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সন্ধ্যা হলেই ওই বাড়িটিতে অশালীন কাজকর্ম হয়। নেশাগ্রস্তদের আনাগোনা তো লেগেই থাকে। এলাকাবাসীর বক্তব্য, সন্ধ্যার পর থেকেই এই এলাকাটা নিস্তব্ধ হয়ে যায়। পর্যাপ্ত আলোও নেই। এখানকার আলো ঠিক করে দেওয়া হলেও কিছুদিনের মধ্যে তা বিগড়ে যাচ্ছে। সম্ভবত মাদকাসক্তরাই আলো খারাপ করে দিচ্ছে। বাড়িটির চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে খালি মদের বোতল, ফাস্ট ফুডের ফাঁকা প্লাস্টিকের প্যাকেট ইত্যাদি।

স্থানীয় কাউন্সিলার গোবিন্দ পাল বলেন, 'বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়ের কথায়, 'পরিত্যক্ত বাড়িটি ভেঙে খুব শীঘ্রই এখানে পুরসভার অফিস ভবন তৈরির কাজ শুরু করা হবে।' মাদকাসক্তদের বাগে আনতে পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছে ময়নাগুড়ি থানা। দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে আশ্বাস দিয়েছেন ময়নাগুড়ির আবগারি দপ্তরের ওসি প্রবীর সান্যালও।

> পরিত্যক্ত বাড়িটি ভেঙে খুব শীঘ্রই এখানে পুরসভার অফিস ভবন তৈরির কাজ শুরু করা হবে।
>
> **মনোজ রায়**
> *ভাইস চেয়ারম্যান, পুরসভা*

## পাড়ায় পাড়ায়

**জলপাইগুড়ি**

### জলের কলের সামনে আবর্জনা

**জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলা মোড় থেকে ৩ নম্বর রেলগুমটি যাওয়ার রাস্তায় দুর্গাবাড়ির সামনে পুরসভার একটি পানীয় জলের কল রয়েছে। এই কল থেকে আশপাশের ব্যবসায়ী থেকে গৃহস্থ প্রায় সকলেই পানীয় জল নিয়ে যান। এই কলের সামনে রোজ বাড়ির বর্জ্য, প্লাস্টিক ও মাছমাংসের অবশিষ্টাংশ ফেলা হচ্ছে। ফলে দুর্গন্ধের পাশাপাশি মশামাছির উপদ্রব বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে উদ্বেগও।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা ব্যবসায়ী সজল রায় বলেন, 'বাড়ি ও দোকানের জন্য এই কল থেকে জল নিয়ে যাই। কিন্তু এখন এই কল থেকে জল নিতে ভয় হয়।' পুরকর্মীরা ঠিকঠাক আবর্জনা সংগ্রহ করেন না বলে তাঁর অভিযোগ।

৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুব্রত পাল বলেন, 'আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবাইকে ওই জায়গায় আবর্জনা ফেলতে মানা করা সত্ত্বেও কিছু অসচেতন মানুষ এই কাজ করছেন।' পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'কেন রোজ আবর্জনা পরিষ্কার করা হয় না, সেবিষয়ে আমি সাফাইকর্মীদের সঙ্গে কথা বলব। তবে শহরের মানুষ সচেতন না হলে আমরা এরপর জরিমানার ব্যবস্থা করব।'

### পাইপ ফেটে বেহাল দশা রাস্তার

**জলপাইগুড়ি**

**জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** জলপাইগুড়ি পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের সাধুপাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার একাংশ ভেঙে বেহাল অবস্থা। এলাকাবাসীদের আশঙ্কা, এভাবে চললে রাস্তাটি ধীরে ধীরে আরও ভেঙে যাবে। স্থানীয় বাসিন্দা মীরা দে বলেন, 'প্রায় ১ বছর আগে এই রাস্তায় জলের পাইপ ফেটে গিয়েছিল। পুরসভার পক্ষ থেকে রাস্তা খুঁড়ে পাইপ সারাই করা হয়েছিল। ফের ওই পাইপ ফেটে জল বের হচ্ছে।' ফলে রাস্তার ক্ষতি হচ্ছে। আরেক বাসিন্দা সীমা পাল বলেন, 'রাস্তা যেভাবে ভাঙতে শুরু করেছে তার ফলে জল নিতে সমস্যা হয়। কাউন্সিলার বিষয়টি দেখলে সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব।' ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শুভ্রা দেব বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। সমস্যার কথা পুরসভায় জানাব এবং আবেদন করব যাতে রাস্তাটি দ্রুত সারাই করে দেওয়া হয়।'

*তথ্য : অনীক চৌধুরী এবং অনসূয়া চৌধুরী*

## সরকারি জায়গায় খাবারের ব্যবসা

**অনসূয়া চৌধুরী**

*রাজবাড়ির সিংহদুয়ারের পাশে ফাঁকা জায়গায় অবৈধ দোকানপাট।*

**জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** পুরসভার জায়গা দখল করে ছোট খাবারের দোকান চলছে। জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির শতাব্দীপ্রাচীন সিংহদুয়ারের পাশে ফাঁকা জায়গায় এমন ছবি ধরা পড়েছে। আগেও ওই এলাকায় রাস্তার ধারে বসে অল্প পরিসরে দোকান চলছিল। নিকাশিনালার কাজ চলায় এখন দোকানগুলি ঠিক তার উলটো পাশে বসছে। আগে ওই জায়গায় সৌন্দর্যায়নের জন্য কিছু গাছ লাগানো হয়েছিল। কিন্তু পরিচর্চার অভাবে কয়েকটি ছাড়া বাকিগুলির আর অস্তিত্ব নেই। সেই ফাঁকা জায়গায় দুজন দোকান দিয়েছেন।

জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি সিংহদুয়ারের পাশে একটি উদ্যান রয়েছে। সেখানে দেওয়ালের অর্ধেক অংশ ভেঙে রয়েছে। এই জায়গায় ত্রিপল, বেড়া দিয়ে টেবিল চেয়ার পেতে প্রবাসিনী হাজরা ও সাধনা হাজরা দোকান নিয়ে বসেছেন। প্রবাসিনী জানান, অনেকদিন থেকে তাঁরা এখানে চা পুরি, সবজি ও ভাতের দোকান দিয়েছেন। পুরসভার তরফে তাঁদের উঠে যাওয়ার জন্য কিছু বলা হয়নি। তাঁর কথায়, 'আমরা ব্যবসা করছি, কারও কোনও সমস্যা করছি না।' সাধনা বলেন, 'দেওয়ালের জায়গাগুলি ভাঙা অবস্থায় ছিল। কোথায় দোকান করব বুঝতে না পেরে ফাঁকা জায়গা পেয়ে বসে গেছি।'

জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পুরসভার জায়গা দখল করে এভাবে দোকান দেওয়া যাবে না। আমরা অভিযানে নেমে বিষয়টি দেখব।'

**জরুরি তথ্য**

**ব্লাড ব্যাংক**
(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

**জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক**

| | |
|---|---|
| এ পজিটিভ | ১ |
| এ নেগেটিভ | ০ |
| বি পজিটিভ | ৩ |
| বি নেগেটিভ | ০ |
| এবি পজিটিভ | ২ |
| এবি নেগেটিভ | ০ |
| ও পজিটিভ | ৪ |
| ও নেগেটিভ | ০ |

**মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক**

**পিআরবিসি**

| | |
|---|---|
| এ পজিটিভ | ৩ |
| এ নেগেটিভ | ০ |
| বি পজিটিভ | ৫ |
| বি নেগেটিভ | ০ |
| ও পজিটিভ | ১ |
| ও নেগেটিভ | ০ |
| এবি পজিটিভ | ১ |

## ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

**জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল শহরে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের নিউটাউনপাড়ায়। মৃতের নাম উজ্জ্বল বণিক (৫২)। বহুতলের ফ্ল্যাট থেকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁর দেহ পুলিশ উদ্ধার করে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই বহুতলের নীচে তাঁর একটি পানের দোকান ছিল। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই বহুতলের চার তলার ফ্ল্যাটে তিনি একাই থাকতেন। গত কয়েকদিন ধরে উজ্জ্বলকে দেখা যাচ্ছিল না। এদিন সকালে তাঁর ফ্ল্যাটের আশপাশ থেকে দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করে। এতেই সন্দেহ হয় ওই বহুতলের বাকি বাসিন্দাদের। ওই বহুতলের দোতলায় উজ্জ্বলের দাদা সজল বণিক থাকেন। উজ্জ্বলের পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা অভীক চৌধুরী বলেন, 'তিনি ফ্ল্যাটের কারও সঙ্গে তেমন কথা বলতেন না। গত কয়েকদিন ধরে তাঁকে দেখাও যাচ্ছিল না। এদিন সকালে চার তলায় খুব দুর্গন্ধ পাই আমরা এবং ওঁর দাদাকে জানাই। এরপর পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ওঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে।'

উজ্জ্বলের দাদা সজল বলেন, 'আমি দোতলার ফ্ল্যাটে থাকতাম, আর ভাই চার তলার ফ্ল্যাটে একাই থাকত। গত সপ্তাহে আমি ভাইকে দেখেছিলাম। কেন এমনটা করল বুঝতে পারছি না।' পুলিশের তরফে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

## সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে মিনি মার্কেট

**অনীক চৌধুরী**

**জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** জলপাইগুড়ি পুরসভা অফিসের সামনে প্রায় ২০ বছর আগে তৈরি হয়েছিল গান্ধি মিনি মার্কেট। প্রথমে এক তলা তৈরি করে স্টল বিলি করা হয়। পরবর্তীতে দ্বিতীয় তলের কাজ শুরুর কথা থাকলেও আজও সেই কাজে হাত পড়েনি। কিছু জায়গায় ঝুরঝুরিয়ে খসে পড়ছে পলেস্তারা। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় কিছু জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। মিনি মার্কেটের পাশেই মহাত্মা গান্ধির মূর্তি রয়েছে। এই মূর্তির মুখ গাছের ডালপালাতে ঢেকেছে। স্থানীয় স্টল মালিকরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন।

মোহন বোস জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান পদে থাকাকালীন ২০০৬ সালে গান্ধি মিনি মার্কেটের উদ্বোধন হয়। এই মার্কেটে দোতলা করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মার্কেট উদ্বোধনের প্রায় ২০ বছর পেরিয়ে গেলেও দোতলার জন্য একটি ইটও গাঁথা হয়নি। মার্কেটে বর্তমানে সাতটি দোকান রয়েছে। দোকানগুলি থেকে পুর কর্তৃপক্ষ ভাড়া পেলেও এই ভবনের পরিকাঠামোর বিকাশ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ সেখানকার ব্যবসায়ীরা। একটি সরাইপাতি দোকানের মালিক দীনেশ রাউত বলেন, 'অনেকদিন ধরে মিনি মার্কেটের সংস্কার হয়নি। আমরা অনেকবার একটি শৌচাগার তৈরির আবেদন করলেও আজও তা হয়নি। কিছু জায়গায় প্লাস্টার খসে গিয়েছে। পুরসভার থেকে আশ্বাস মিলেছে দ্রুত সংস্কার হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দা ও দোকানিদের বক্তব্য, এত বছরে পুরসভা এই জায়গা সংস্কার করে দ্বিতীয় তল তৈরি করে দিতে পারত। তাহলে স্টলের ভাড়ায় পুরসভার আয় আরও বাড়ত। এই জায়গার উন্নয়ন আরও ভালো হত। মিনি মার্কেটের একটি দোকানে ফোটোকপি করতে আসা অরবিন্দ সেনগুপ্ত বলেন, 'এই মার্কেটটি দেখে খারাপ লাগে। বেশকিছু জায়গায় ফাটল রয়েছে। প্লাস্টারও খসেছে। শ্যাওলা জমেছে বাইরের দিকে। রাতে দেখলে অনেকটা ভূতুড়ে বাড়ি মনে হয়। সংস্কার না হলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এটা পুরসভার ভাবা উচিত।'

*গান্ধি মিনি মার্কেটের শোচনীয় দশা। জলপাইগুড়িতে।*

উল্লেখ্য শুধু এই মিনি মার্কেটে নয়, কিছুটা এগিয়ে নয়াবস্তি মোড়ের কাছে থাকা বিবেকানন্দ মিনি মার্কেটও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রয়েছে। মাঝেমধ্যেই বড় পাথরের চাঁই ভবন থেকে ভেঙে পড়ছে। ক্রেতা-বিক্রেতাকে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কেনাকাটা করতে হচ্ছে। পুর কর্তৃপক্ষ মিনি মার্কেটের সংস্কারের বিষয়ে গত পাঁচ বছরে বহু প্রতিশ্রুতি দিলেও কোনও প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করেনি। পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'মিনি মার্কেটের ওপরে এখনই কোনও ঘর বানানো ঠিক নয়। আগে সংস্কার প্রয়োজন। আমরা ডিপিআর তৈরি করে রাজ্যে পাঠিয়েছি। পুর কর্তৃপক্ষের আর্থিক সংস্থান হলে গান্ধি মার্কেটের পরিকাঠামোর উন্নয়নে কাজ করা হবে।'

**উদাসীনতা**
- ২০০৬ সালে গান্ধি মিনি মার্কেটের উদ্বোধন হয়
- এই মার্কেটে দোতলা করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে
- মার্কেট উদ্বোধনের প্রায় ২০ বছর পেরিয়ে গেলেও দোতলার জন্য একটি ইটও গাঁথা হয়নি

দিনশেষে।। জলপাইগুড়ি শহরে করলা সেতুতে ছবিটি তুলেছেন মানসী দেব সরকার।

## বেআইনি নির্মাণ হলে ভাঙতে হবে : বিচারপতি

# হোমস্টের তথ্য চায় হাইকোর্ট

**কলকাতা, ২৯ এপ্রিল :** বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত প্রকল্প এলাকায় হোমস্টেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু মন্তব্য করেন, 'রাজ্যের বক্তব্য অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত হোমস্টেগুলি কোন এলাকায় রয়েছে, এগুলির মালিকানা, নিয়ম অনুযায়ী নির্মাণ কি না, রেজিস্ট্রেশনের যাবতীয় তথ্য প্রমাণ খতিয়ে দেখে আদালতে জানাবে রাজ্য। বেআইনি নির্মাণ হলে তা ভেঙে ফেলার পদক্ষেপ করতে হবে।' মামলার পরবর্তী শুনানি ১৩ জুন। ওই সময় আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক ২৭টি হোমস্টে সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য হলফনামা হিসেবে আদালতে জানাবেন। বিচারপতি জানান, রেজিস্ট্রেশন শংসাপত্র দেওয়ার দায়িত্ব জেলাশাসকের এবং তিনি পর্যবেক্ষণ কমিটির সদস্য। তাই তাঁকে জানাতে হবে ২০২২ সালের ওয়েস্টবেঙ্গল হোমস্টে ট্যুরিজম পলিসি মেনে হোমস্টেগুলি তৈরি হয়েছে কিনা।

এদিন রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, জেলা শাসকের রিপোর্ট অনুযায়ী ২৭টি অনুমোদিত হোমস্টে রয়েছে। রাজ্য বেআইনি নির্মাণের বিষয়টি দেখছে। তারা বেআইনি নির্মাণ সমর্থন করে না। হোমস্টে সংক্রান্ত রাজ্যের নিয়ম রয়েছে। সেই নিয়ম মেনে আবেদন করতে হয়। নিয়মের বাইরে নির্মাণ হলে আদালত ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিক। বিচারপতি জানতে চান, অনুমোদন দেওয়ার দায়িত্ব কার? কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এক্ষেত্রে জেলা শাসকের অনুমোদন প্রয়োজনীয়। বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'ট্রাইবিউনাল জানিয়েছে, নিয়ম ছাড়াই নির্মাণ হয়েছে। তাই বেআইনি নির্মাণ বা নিয়ম বহির্ভূতভাবে নির্মাণ হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখুক রাজ্য। রাজ্যের পর্যবেক্ষণ কমিটি ওই এলাকায় যাক। ২৭টি হোমস্টে নিয়ম মেনে তৈরি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখে আদালতকে জানাক। এর বাইরেও বেআইনি নির্মাণ হলে তা ভেঙে ফেলার পদক্ষেপ করুক রাজ্য।' তবে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুক আদালত। জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলাকারী তথা পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত আদালতে বলেন, 'রাজ্যের নিয়ম খাতায় কলমেই রয়েছে। জাতীয় পরিবেশ আদালতে মুখ্যসচিবের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ৬৯টি বেসরকারি হোটেল ও ২০টি সরকারি হোটেল ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। রাজ্যের তথ্য অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত ২৭টি হোমস্টে কোন এলাকায় রয়েছে তা স্পষ্ট করুক রাজ্য। কোর এলাকায়, ইকো সেনসেটিভ জোন, বাফার জোন কোথায় অবস্থিত তা জানানো হোক।' হোমস্টের তরফে আইনজীবী বলেন, 'হোমস্টেগুলি থেকে ওই এলাকার অধিকাংশ মানুষদের জীবিকা নির্বাহ হয়। এই বিষয়টি আদালত ভেবে দেখুক। হোমস্টের নামে পাঁচতারা, সাততারা হোটেল তৈরি হয়নি।'

> রাজ্যের বক্তব্য অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত হোমস্টেগুলি কোন এলাকায় রয়েছে, এগুলির মালিকানা, নিয়ম অনুযায়ী নির্মাণ কি না, রেজিস্ট্রেশনের যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে আদালতে জানাবে রাজ্য। বেআইনি নির্মাণ হলে তা ভেঙে ফেলার পদক্ষেপ করতে হবে।
>
> **- বিশ্বজিৎ বসু**
> বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট

# 'জলস্বপ্ন'-য় পিছিয়ে উত্তরের ৩ জেলা

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৯ এপ্রিল :** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বারবার নির্দেশের পরও 'জল স্বপ্ন' প্রকল্পে পিছিয়ে আছে রাজ্যের আটটি জেলা। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলা রয়েছে। মার্চের শেষে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এপ্রিল শেষ হতে চললেও এখনও এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরের বাজেটে আরও একলক্ষ পরিবারের বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুরোনো প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ায় নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। সেই কারণেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে চলতি আর্থিক বছরে যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, সেখানে বর্ষা এসে গেলে প্রকল্পের কাজ করা যাবে না। তাই বর্ষার আগেই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।

রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, প্রায় সব জায়গাতেই আমাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কয়েকটি জায়গায় পিছিয়ে থাকলেও তাঁরা তা দ্রুত শেষ করবেন। সেইসব জায়গায় কাজ শেষের পথে। রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন, তা আমরা সম্পন্ন করব।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান ও দুই ২৪ পরগনায় গত বছরের লক্ষ্যমাত্রার কাজ শেষ হয়। আলিপুরদুয়ার জেলায় এখনও প্রায় সাড়ে ৬ হাজার, কোচবিহারে সাড়ে ৩ হাজার, উত্তর দিনাজপুর জেলায় দেড়হাজার বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছোনো সম্ভব হয়নি। ৩১ মার্চের মধ্যে এই বাড়িগুলিতে জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য ছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, দ্রুত প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে। কিন্তু তারপরও রাজ্যের আট জেলায় প্রকল্পের কাজ পিছিয়ে থাকায় ক্ষুব্ধ নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় দু-জনই দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনে রয়েছেন। সোমবারই মুখ্যমন্ত্রী পুলক রায়ের কাছে এই প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জানতে চান। প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ায় দ্রুত কাজ শেষ করতে পুলক রায়কে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছেন মন্ত্রী। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রকল্পের সমস্ত কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজ্যের কোন কোন জেলায় প্রকল্পের কাজ কতটা এগিয়েছে, তা নিয়ে মঙ্গলবারের মধ্যেই স্টেটাস রিপোর্টও চেয়েছেন মন্ত্রী। পুলক বলেন, 'দ্রুত আমাদের কাজ শেষ হবে। প্রযুক্তিগত কিছু কারণে কাজ পিছিয়েছিল। সেগুলির সমাধান হয়ে যাবে।'

**প্রকল্প কথা**

- 'জল স্বপ্ন' প্রকল্পে পিছিয়ে আছে রাজ্যের আটটি জেলা
- সেই তালিকায় কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর রয়েছে
- মার্চের শেষে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল
- এখনও এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি
- আগামী ১৫ দিনের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

## মোষ পাচারের টাকায় কোটি টাকার সাম্রাজ্য

**আলিপুরদুয়ার ব্যুরো**

**২৯ এপ্রিল :** কয়েক বছর আগেকার কথা। এক ভাই ছিল তাঁতশিল্পী। আরেক ভাই পেশায় ছিল মোটরবাইক মেকানিক। এখন সেই দুই ভাইয়ের বালি-পাথরের ব্যবসায় খাটছে কোটি কোটি টাকা। সম্প্রতি মোষ পাচারের কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বারবিশার বাসিন্দা কৃষ্ণ সাহা ও বলরাম সাহাকে। তাদের বালি-পাথরের কারবারে যে মোটা টাকা খাটছে, তার জোগান কি এসেছে মোষ পাচারের অবৈধ কারবার থেকেই? দুই ভাইয়ের গ্রেপ্তারির পর এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে বারবিশাজুড়ে।

শুধু মোষ পাচারই নয়, দুই ভাই কৃষ্ণ এবং বলরামের নাম জড়িয়েছে আরও নানা অবৈধ কারবারে। সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের দুই ভাই একাধিক অবৈধ কারবারে নাম লেখানোয় গত কয়েক বছরে তাদের আঙুল ফুলে কলা গাছ। অসম-বাংলা সীমানায় রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার ভল্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত। সেখানকার উত্তর পাকরিগুড়ির বাসিন্দা কৃষ্ণ একটা সময় নদিয়ার ফুলিয়ায় তাঁত কারখানায় কাজ করত। সেখানে কয়েক বছর কাজ করার পর বাড়ি ফিরে আসে। ভাগ্য পরিবর্তনে গ্রামের কয়েকজনের মতো কাঠের চোরাকারবারকেই বেছে নিয়েছিল প্রথমে। কাঁচা পয়সা হাতে আসতে শুরু করে। এসব দেখে অসমের শিমুলটাপুতে মোটরবাইক সারাইয়ের দোকান গুটিয়ে দাদার কারবারে যোগ দেয় ভাই বলরাম।

গ্রামবাসীদের একাংশের কথায়, দেড় দশক আগেও কৃষ্ণ-বলরামদের কাঁচা বাড়ি ছিল। এখন ইটের পাকা ঘরে বসেছে এসি। সাইকেল ছেড়ে দুই ভাইয়ের এখন আলাদা আলাদা বিলাসবহুল ছোট গাড়ি রয়েছে। নামীদামি কোম্পানির বাইক দাবড়ে এলাকায় ঘোরাঘুরি করে। সেইসঙ্গে গলায় মোটা সোনার চেন, হাতে আংটি।

বাড়ির কাছেই রয়েছে স্টোন ক্র্যাশার মেশিনের অংশীদারি ব্যবসা। দুই ভাই ৪-৫টি পকলিনের মালিকও বটে। একেকটা পেকলিনের দাম লাখ ত্রিশেক। এছাড়াও নদী থেকে বালি-পাথর খনন এবং তোলার কাজে লিজে নেওয়া আছে একাধিক আর্থমুভার। তার সংখ্যা অবশ্য নির্ভর করে বালি-পাথর সরবরাহের বরাত পাওয়ার ওপর। অর্ডার বেশি পেলে সেই মতো ভাড়ায় মেশিনপত্র জোগাড় করে নিত দুই ভাই।

মা-মেয়ের সেতু পারাপার। *দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায়। -এএফপি*

## ফোন কলে ঘুষের দাবি

**মালবাজার, ২৯ এপ্রিল :** একটি ফোনের ভাইরাল কল রেকর্ডে মাল থানার এক পুলিশকর্মীর অনৈতিক আচরণ প্রকাশ্যে এসেছে। (যে কল রেকর্ডের সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি।) তবে মালবাজারের এসডিপিও দেশমুখ রোশন প্রদীপ 'অডিওটি শুনেছি' বলে স্বীকার করেন। তিনি আশ্বাস দেন, 'অডিওটির সত্যতা যাচাই করা হবে।'

ওই ফোন কলে পুলিশকর্মীর সঙ্গে একজন ডাম্পার মালিকের কথোপকথন ধরা আছে। যাতে ডাম্পার মালিকের কাছে পুলিশকর্মীকে ঘুষ চাইতে শোনা গিয়েছে। ডাম্পার মালিক ঘুষ দিতে অস্বীকার করলে তাঁর গাড়ি আটক করার হুমকি দেন ওই পুলিশকর্মী। ফোনে ওই কথোপকথনটি ইতিমধ্যে ওই ডাম্পার মালিকই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেন। তাতে নড়েচড়ে বসেছে মাল থানা। কয়েকদিন আগে মাল থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে জাল পুলিশ ভেরিফিকেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার অভিযোগ ওঠে এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

## খাঁচাবন্দি

**মালবাজার, ২৯ এপ্রিল :** ডুয়ার্সের চা বাগানে ফের চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হল। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মাল ব্লকের রাঙ্গামাটি চা বাগানে। এদিনই বাগানে খাঁচা বসানো হয়েছিল। মাল বন্যপ্রাণ স্কোয়াডের ওয়ার্ডেন অঙ্কন নন্দী জানান, চিতাবাঘটিকে গরুমারা জাতীয় উদ্যানে ছাড়া হবে।

## ভূস্বর্গে বন্ধ

*প্রথম পাতার পর*

হামলার ঠিক আগে বৈসরণে ঢোকা ও বের হওয়ার রাস্তা দুটি বন্ধ করে দিয়েছিল জঙ্গিরা। ঠিক যেভাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রবেশপথ অবরুদ্ধ করেছিলেন জেনারেল ডায়ার।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ৪ জন জঙ্গির দল বৈসরণ উপত্যকায় হামলা চালিয়েছিল। তাদের মধ্যে ২ জন ঢোকার গেট দিয়ে উপত্যকায় প্রবেশ করে। একজন দাঁড়িয়ে ছিল বের হওয়ার গেটের সামনে। যে পর্যটকরা সামনে এসে পড়া ২ জঙ্গিকে দেখে পিছনের গেট দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছেন, তাঁদের আটকানোর দায়িত্বে ছিল তৃতীয়জন। চতুর্থজন সম্ভবত জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল।

ভিডিও ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয়েছেন যে, জঙ্গিদের মধ্যে ২ জনের পরনে ছিল সামরিক পোশাক। একজনকে দেখা গিয়েছে কাশ্মীরি পোশাকে। তারা প্রথম গুলি চালায় বের হওয়ার গেটে। গুলির শব্দে পর্যটকরা ঢোকার গেটের দিকে দৌড়াতে থাকলে সেখানে উপস্থিত অন্য ২ জঙ্গি গুলি চালাতে শুরু করে। তাতে প্রথমেই মারা যান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট বিনয় নারওয়াল।

এরপর বাকি কয়েকজন পর্যটকের মধ্যে পুরুষ, মহিলা আলাদা করে তাঁদের ধর্মীয় পরিচয় নিশ্চিত হয়ে পুরুষদের খুন করে জঙ্গিরা। হতাহত সবচেয়ে বেশি হয় চায়ের দোকান এবং ভেলপুরি স্টলের আশপাশে। ওখানে পর্যটকদের ভিড় বেশি ছিল। ২৮ জনকে খুন করে উপত্যকার বাঁ-দিকের দেওয়াল টপকে পালিয়ে যায় জঙ্গিরা। জঙ্গি হামলার সময় স্থানীয় এক 'জিপলাইন অপারেটর'কে 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি দিতে দেখা গিয়েছিল। ঋষি ভাট নামে এক পর্যটকের ভিডিও-তে সেই দৃশ্য ধরা পড়েছে। ওই অপারেটরকে জেরা করছে এনআইএ। অপারেটরের দাদার দাবি, ভুল বোঝাবুঝির জেরে ভাইকে সন্দেহ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'ভাই ভয় পেয়ে বাড়িতে চলে এসেছিল। ওর মনে হয়েছিল, ভয়ানক কিছু ঘটেছে। তবে কীভাবে জঙ্গিরা হামলা চালাল, সে সম্পর্কে ভাই কিছু জানে না।'

# অধরা ট্রায়াল

*প্রথম পাতার পর*

যে কারণে চাইছি ভালোভাবে ট্রায়াল রান করতে।'

অন্যদিকে, আম্রুত প্রকল্প নিয়ে বারেবারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পালন না হওয়ায় শহরের সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। যে কারণে পুরসভার তরফে দেওয়া টোটো থেকে শুরু করে আম্রুত জলপ্রকল্প, কোনও প্রতিশ্রুতি আর মানুষ বিশ্বাস করতে পারছেন না।

২০১৯ সালে আম্রুত জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল পুর এলাকায়। পাইপ পাতা থেকে শুরু করে শহরকে ৮টি জোনে ভাগ করে রিজার্ভার তৈরির কাজ অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বাড়িতে জলের সংযোগের জন্য পাইপ লাগানোর কাজ চলছে। অন্যদিকে তিস্তা সেতু সংলগ্ন বিবেকানন্দপল্লি এলাকায় নদীগর্ভ থেকে জল তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির কাজও শেষ হয়েছে অনেকদিন আগেই। একইসঙ্গে সুকান্তনগর এলাকায় জল পরিশোধনকেন্দ্রটির পরিকাঠামো তৈরির কাজও অনেকদিন আগেই শেষ হয়েছিল। কিন্তু বিবেকানন্দপল্লির বাসিন্দাদের বাধার মুখে পড়ে ওই এলাকায় পাইপ পাতার কাজে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীতে সেটিও মিটে যায়। বর্তমানে জল পরিশোধনাগার থেকে শহরের আটটি জোনে তৈরি হওয়া রিজার্ভারে পাইপ যুক্ত করার কাজটি এখন শেষ হয়নি। শহরের ডিবিসি রোডের মতো জনবহুল এলাকা দিয়ে এই পাইপ পাতার জন্য অনেক রাস্তা ভাঙা পড়বে। এতে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা তৈরি হবে। গত মাসেই পুরসভার বাজেট অধিবেশনের পরেই পুরসভার তরফে জানানো হয়েছিল এপ্রিল মাসের মধ্যেই আম্রুত জলপ্রকল্পের ট্রায়াল রান শুরু হবে। বর্তমানে পরিস্থিতি বলছে, পুরসভা ট্রায়াল রানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবে না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশের দাবি, জল পরিশোধনকেন্দ্রে কিছু কাজ বাকি রয়েছে। যা এখনই সম্ভব নয়। ট্রায়াল রান মে মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে হতে পারে। জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা সম্রাট বণিক বলেন, 'তিন বছর ধরে শুনে আসছি আম্রুত জলপ্রকল্প চালু হবে। মাসখানেক আগেও সংবাদমাধ্যমে পুর কর্তৃপক্ষের এক বিবৃতিতে দেখলাম এপ্রিল মাসের মধ্যে ট্রায়াল রান হবে। তাতে কিছুটা আশার আলো দেখেছিলাম। এখন দেখছি প্রতিশ্রুতিই সার। পুরসভার প্রতিশ্রুতি এখন বিশ্বাস হয় না।'

## প্রবন্ধ লিখনে প্রথম

**ইসলামপুর, ২৯ এপ্রিল :** গ্রন্থাগার দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত প্রবন্ধ লিখন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে ইসলামপুর শহরের ক্ষুদিরামপল্লির কিশোরী প্রজ্ঞালিকা সরকার। প্রতিযোগিতায় 'খ' বিভাগে রাজ্য স্তরে প্রথম স্থান অধিকারী তিনজনের মধ্যে প্রজ্ঞালিকা একজন। এবছর কলকাতা বইমেলায় তাকে পুরস্কার দেওয়ার কথা ছিল। সেখানে পৌঁছানোর সমস্যা থাকায় তা সম্ভব হয়নি।

## পূর্ণ স্বাধীনতা

*প্রথম পাতার পর*

পহলগাম হামলার পর থেকেই নাম না করে পাকিস্তান এবং পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনগুলিকে কড়া জবাব দেওয়ার কথা বলে আসছিলেন মোদি। পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে দেশবাসী, বিরোধীরাও কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনও পদক্ষেপে সমর্থন দেওয়ায় কেন্দ্রের ওপর প্রত্যাশার চাপ যথেষ্ট। ইতিমধ্যে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করেছে ভারত, পাকিস্তানের বিমানকে ভারতের আকাশসীমা ব্যবহার করতে না দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। ভারতীয় বন্দরগুলিতে পাকিস্তানি জাহাজ নোঙরে নিষেধাজ্ঞা জারির কথাও ভাবছে কেন্দ্র।

যদিও পালটা আস্ফালন করছে ইসলামাবাদ। পরমাণু হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। তাছাড়া প্রতিদিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর নিয়ন্ত্রণরেখায় বিনা প্ররোচনায় গুলিগোলা বর্ষণ করছে পাকিস্তান সেনা। মঙ্গলবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এক সেনা আধিকারিকের কথায়, সোমবার গভীর রাতে উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা ও বারামুলা জেলায় এবং জম্মুর আখনুর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়েছে পাক সেনা। এই নিয়ে টানা পাঁচদিন রাতে পাক হামলা চলল।

গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, বালাকোটের ধাঁচে ভারতীয় বায়ুসেনার ফের এয়ারস্ট্রাইক আটকাতে শিয়ালকোট সেক্টরে র‍্যাডার মোতায়েন করেছে পাকিস্তান। করাচি থেকে লাহোর এবং রাওয়ালপিন্ডির বায়ুসেনা ঘাঁটিতে যুদ্ধবিমান সরিয়েছে সেদেশের বায়ুসেনা। পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা মহম্মদ আসিফ সোমবার সামরিক অভিযানের হুমকি দেওয়ার পর সেদেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীতে হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে।

পহলগামের হামলায় অভিযুক্ত দুই পাকিস্তানির মধ্যে হাশিম মুসা নামে একজন সেদেশের সেনাবাহিনীর প্যারাফোর্সের প্রাক্তন প্যারা কমান্ডো বলে গোয়েন্দারা নিশ্চিত। সেনার চাকরি ছেড়ে সে লস্কর-ই-তৈবায় যোগ দিয়েছিল। শ্রীনগরের কাছে বদগাম জেলায় ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে সে অনুপ্রবেশ করেছিল। প্রাক্তন এই প্যারা কমান্ডো অচিরাচরিত যুদ্ধ এবং গোপন অভিযানে দক্ষ।

## কমিটি গঠন

**জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** কয়েক বছর আগে মঞ্চের নেপথ্য শিল্পীদের নিয়ে গড়া হয়েছিল ব্যাক স্টেজ আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। এই সংগঠনের উত্তরবঙ্গ জোনের চতুর্থ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় সোমবার জলপাইগুড়ি বান্ধব নাট্যসমাজে। সদ্যপ্রয়াত সদস্য দীপঙ্কর রায়ের স্মৃতিতে নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। মূলত রাজ্যের সমস্ত নেপথ্য শিল্পীদের নানাবিধ সমস্যা এবং শিল্পী পেনশনের দাবি ওঠে সভা থেকে।

উল্লেখ্য, অতিমারির সময় এই শিল্পীদের সমস্ত আয়ের পথ বন্ধ হওয়ার পরেই এই সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল। এদিনের সভায় উত্তরবঙ্গের অন্তত ২২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষপর্যায়ে নতুন কমিটিও গঠন করা হয়। সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন পঙ্কজ মৈত্র। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক এবং ডালিয়া চৌধুরী কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হন। এছাড়াও সংগঠনের প্রাক্তন সম্পাদক সুজিত সাহা, রিনা ভারতী, অসীম দাস, দেবাশিস পাল এবং দীপঙ্কর মণ্ডলকে নিয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি প্রস্তুত হয়।

# হামলায় জখম ৩

*প্রথম পাতার পর*

বাইকচালক রহমান কোনওরকমে দাঁড়িয়ে পড়েন। এরপর আশপাশের বাসিন্দাদের সহযোগিতায় শাশুড়িকে উদ্ধার করে প্রথমে কলাবাড়ি চা বাগানের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। রহমানের পেটে ও রহিনার পেট ও মাথায় চিতাবাঘটি থাবা বসায়। রহমান বলেন, 'বুনোটি আমাদের মাঝখানে ঢুকে পড়ে। সামনের ও পেছনের দু'পায়ের দুটি থাবা দুজনকে বসিয়ে দেয়। শাশুড়ি মায়ের আঘাত অনেক বেশি।'

ওই ঘটনার পর সন্ধে ৬টা নাগাদ একই রাস্তা ধরে সাইকেলে চেপে কলাবাড়ি বস্তির বাঁধ লাইনের বাড়িতে ফিরছিলেন আনজিৎ। তিনি কলাবাড়ি বাগানে চৌকিদারের কাজ করেন। ঠিক একই জায়গায় চিতাবাঘটি তাঁর ওপর হামলা চালায়। আচমকা হামলায় আনজিৎ সাইকেল থেকে পড়ে যান। পেছনেই আরেকটি সাইকেলে ছিলেন তাঁর এক সহকর্মী শ্যাম ওরাওঁ। তিনি আনজিৎকে উদ্ধার করে বাগানের হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে পরে সুলকাপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আনজিতের বাঁ হাতে বুনোটি থাবা বসায়। আনজিতের শ্যালক চৈতন ওরাওঁ বলেন, 'জামাইবাবুর ওপর চিতাবাঘটি একবার হামলা করার পর আবার আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছিল। আমি চৌকিদারের কাজ করি বলে আমার কাছে লাঠি ছিল। সাইকেলের ক্যারিয়ার থেকে ওই লাঠি বের করে শূন্যে এলোপাতাড়ি ঘোরানো শুরু করলে বুনোটি পালিয়ে যায়।'

সুলকাপাড়ার চিকিৎসক শচীন চৌধুরী বলেন, 'রহিনা ও আনজিতের আঘাত গুরুতর। ওই দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।'

উল্লেখ্য, কলাবাড়ি চা বাগানে এই নিয়ে গত ৬ মাসে ৭ জন চিতাবাঘের হামলায় জখম হয়েছেন। গত ৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় এদিনের মতোই এক দিনে ঝালো ওরাওঁ ও লব ওরাওঁ নামে দুজনকে একটি চিতাবাঘ জখম করেছিল।

# ৮০ বছরে

*প্রথম পাতার পর*

মৌজায় ছড়িয়ে ছিল এই বিপুল পরিমাণ জমি। দানপত্র দলিলে উল্লেখ করা হয়, এই জমি থেকে যা আয় হবে তা ধূপগুড়ি জামে মসজিদের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, অনাথালয় তৈরি ও পরিচালনা তথা পথচলতি মানুষের আশ্রয়ের মতো জনসেবায় কাজে লাগাতে হবে। অভিযোগ, সেসব করা দূরের কথা, উলটে কয়েক বছর আগে ধূপগুড়ি জামে মসজিদ পুনর্নির্মাণের কথা বলে বেশ কিছুটা জমি বেআইনিভাবে বিক্রি করে দেওয়া হয়। মসজিদের নামে থাকা ওয়াকফ জমি বেচে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সর্বশেষ পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা মোতোয়ালি ফজলে করিমের বিরুদ্ধে। তিনি সম্পর্কে জমিদাতা মেছুয়া মহম্মদের নাতি।

২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে কয়েক দফায় ১১ জনকে সাড়ে ছয় বিঘা জমি বিক্রি করেন মোতোয়ালি করিম এবং মসজিদ কমিটির সম্পাদক আতাউর রহমান। তাঁদের দাবি, জমি বেচে পাওয়া টাকা মসজিদ ভবন সংস্কারের কাজে লেগেছে।

মসজিদের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই জানালেন, আইন অনুসারে ওয়াকফ সম্পত্তি দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদি লিজ দেওয়া যায়। কিন্তু বিক্রি করা যায় না। যদিও জমি বিক্রিকে কেন্দ্র করে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ সঠিক নয় বলে দাবি করিমের।

এদিকে, সেই জমি কিনে বেকায়দায় পড়েছেন ভেমটিয়া এলাকার বাসিন্দা মতিয়ার রহমানের মতো ১১ জন। মতিয়ার বলেন, 'দুই বছর ধরে বিএলএলআরও অফিস চষে চলেছি। আধিকারিকরা বলছেন, এই জমি ওয়াকফের। তাই আমাদের নামে রেকর্ড হবে না। তাহলে তো আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।'

১৬০০ বিঘার কাছাকাছি দান করা জমির মধ্যে শেষপর্যন্ত ধূপগুড়ির পূর্ব আলতাগ্রামে ৩০ বিঘা এবং ফালাকাটা ব্লকে ৩০ বিঘা মিলে মোট প্রায় ৬০ বিঘা জমি অবশিষ্ট ছিল মসজিদের কাছে। তাতেও ছিল আধিয়ার বা বর্গাদারদের দখল। প্রাক্তন কমিটির দুই কর্মকর্তা মিলে পূর্ব আলতাগ্রামের ১৩ বিঘা জমি চিহ্নিত করে তার অর্ধেক আধিয়ারদের ছেড়ে দেন। বাকি অর্ধেক জমি বিক্রি করেন।

দীর্ঘদিন ধূপগুড়ি জামে মসজিদের সঙ্গে যুক্ত পরিচালন কমিটির প্রাক্তন সদস্য আবু তাহের বলেন, 'জমি উদ্ধার ও রক্ষায় প্রশাসনিক উদ্যোগও ঢিলেঢালা।'

## প্রস্তুতি বৈঠক

**জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** বর্ষার মরশুম আসন্ন। তাই সোমবার জেলা শাসকের অফিসে একটি প্রস্তুতি বৈঠক হয়। সেচ, জাতীয় সড়ক, এশিয়ান হাইওয়ে, পূর্ত, বিদ্যুৎ, পিএইচই, পুরসভা, দমকল, বিডিও ও বিপর্যয় মোকাবিলা সহ অন্যান্য দপ্তর নিয়ে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার এদিন বৈঠক করেন। বৈঠকে বন্যা নিয়ন্ত্রণে সেচ দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া সিভিল ডিফেন্স ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের রেসকিউ টিম, স্পিডবোট, আলো, ত্রিপল ও ত্রাণের খাদ্যসামগ্রীর মতো নানা বিষয়ও এদিনের আলোচনায় উঠে আসে।

# মারণপোকার উপদ্রবে সংকটে চা

**শুভজিৎ দত্ত**

**নাগরাকাটা, ২৯ এপ্রিল :** উত্তরবঙ্গের চা শিল্পে জলবায়ুর অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কুপ্রভাব পড়েছে। বাগানগুলিতে বর্তমানে গ্রিনফ্লাই, থ্রিবস, লুপার, হেলোপেলটিসের মতো পোকার হামলা বেড়েই চলেছে। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে আধুনিক পাঁচ-ছয় ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করা জরুরি হয়ে পড়েছে। চা বণিকসভা টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (টাই) এধরনের কীটনাশক ব্যবহারের সম্মতি চেয়ে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটককে চিঠি পাঠিয়েছে। ওই পাঁচ-ছয় ধরনের কীটনাশক যেন সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় বলে চা গবেষণা সংস্থাও (টিআরএ) মুখ্যসচিবের কাছে চিঠি পাঠিয়ে আর্জি জানিয়েছে। টিআরএ আগামী সপ্তাহে উত্তরবঙ্গের চা বণিকসভার সঙ্গে বৈঠকে বসবে। কৃষি দপ্তরের প্রতিনিধিদের সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

টাইয়ের চেয়ারম্যান সন্দীপ সিংহানিয়া বলেন, 'টি বোর্ড অনুমোদিত প্ল্যান্ট প্রোটেকশন কোড (পিপিসি) অনুযায়ী, বর্তমানে ৫৬ রকমের কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে। কয়েকটি কীটনাশক নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত না হলেও সরকারি বিধিনিষেধের জেরে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। পিপিসির তালিকায় থাকা কীটনাশকগুলো দিয়ে বাগানের মারণরোগের পোকা খতম করা যাচ্ছে না। শ্রমমন্ত্রীকে এই সমস্যা সম্পর্কেও বিশদে জানানো হয়েছে।' টিআরএ-এর সম্পাদক জয়দীপ ফুকন বলেন, 'উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলোয় রোগ ছড়ানো পোকার ব্যাপক হামলা শুরুর খবর মিলছে। অ্যাসিনামিপ্রিড, ইমিডাক্লোপ্রিড, ক্লোরফেনাপির, টলফেনপাইরয়েড, সোলোমনের মতো আধুনিক কীটনাশক ব্যবহার করলে পরিস্থিতি মোকাবিলায় তা কার্যকরী পন্থা হত। এনিয়ে কেন্দ্রীয় কীটনাশক পর্যদের রেজিস্ট্রেশন কমিটির কাছে শীঘ্রই দরবার করা হবে। কয়েকটি কীটনাশক পর্যদের অনুমোদনের অপেক্ষাতেও আছে।'

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বললেন, 'সঠিক কীটনাশকের অভাবে এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত চা শিল্পের সেকেন্ড ফ্লাশ মার খেতে পারে। যদিও চা শিল্পের সর্বমোট বাৎসরিক আয়ের ৩০-৪০ শতাংশ সেকেন্ড ফ্লাশ থেকেই উঠে আসে। এছাড়া টি বোর্ড এবং ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া অনুমোদিত কীটনাশকের তালিকা দুটিতে সামঞ্জস্য নেই। টি বোর্ডের তালিকায় ঠাঁই পাওয়া কীটনাশকগুলোর একাংশ আবার ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত নয়।'

সম্প্রতি রাজ্য কৃষি দপ্তরের অধীনস্থ প্ল্যান্ট প্রোটেকশন অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল লাইসেন্সধারী কীটনাশক উৎপাদক, বিক্রেতা, স্টকিস্ট, পরিবেশকদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে তাঁরা বাগানগুলিকে যেসব কীটনাশক বিক্রি করেন সেগুলোর তালিকা চাওয়া হয়েছে। নিষিদ্ধ কীটনাশকের ব্যবহার বন্ধেও ইতিমধ্যে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিষিদ্ধ কীটনাশকের বিক্রি বন্ধ করতে শ্রম দপ্তর রাজ্য এবং জেলা স্তরে টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে।

> কয়েকটি কীটনাশক নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত না হলেও সরকারি বিধিনিষেধের জেরে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। পিপিসির তালিকায় থাকা কীটনাশকগুলো দিয়ে বাগানের মারণরোগের পোকা খতম করা যাচ্ছে না। শ্রমমন্ত্রীকে এই সমস্যা সম্পর্কেও বিশদে জানানো হয়েছে।
>
> **সন্দীপ সিংহানিয়া**
> টাইয়ের চেয়ারম্যান

# ধরাশায়ী খালিস্তানপন্থীরা

## কার্নিকে শুভেচ্ছা মোদির ■ ট্রাম্প ফ্যাক্টরে 'স্থিতাবস্থা' কানাডায়

**টরন্টো, ২৯ এপ্রিল :** ভোট সমীকরণ বদলে গেলেও স্থিতাবস্থা বজায় থাকল কানাডায়। মঙ্গলবার প্রকাশিত পার্লামেন্ট নির্বাচনের ফল বলছে, টানা চতুর্থবার কানাডার ক্ষমতায় আসতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির লিবারেল পার্টি। তবে গতবারের চেয়ে আসন কমেছে তাদের। ৩৪৩ আসনের পার্লামেন্টে কার্নির দলের ঝুলিতে গিয়েছে ১৬৮টি আসন। যা ম্যাজিক ফিগারের চেয়ে মাত্র ৪টি কম। প্রধান বিরোধী দল পিয়েরে পোইলিভরের কনজারভেটিভ পার্টির প্রার্থীরা ১৪৪টি আসনে জয়ী হয়েছেন।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ক্ষমতাসীন ও প্রধান বিরোধী দু'দলেরই ভোট বেড়েছে। মুখ থুবড়ে পড়েছে কানাডায় খালিস্তানপন্থীদের দল নিউ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এনডিপি)। ২০২১-এর চেয়ে তাদের প্রায় ১২ শতাংশ ভোট কমেছে। মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ১ শতাংশ দলটির বাক্সে পড়েছে। হেরে গিয়েছেন এনডিপি নেতা জগমিত সিং। নিজের আসনে তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছেন তিনি। সেখানে জয় পেয়েছে লিবারেল পার্টি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন কনজারভেটিভ প্রার্থী। এদিনই এনডিপি নেতার পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন জগমিত।

এনডিপির শোচনীয় ফল থেকে স্পষ্ট খালিস্তানপন্থীদের নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা কানাডার সাধারণ মানুষ ভালোভাবে মেনে নেয়নি। এমনকি শিখ ভোটের বড় অংশ যে এবার এনডিপির বদলে লিবারেল পার্টির বাক্সে পড়েছে আসনওয়াড়ি ফলে সেটা বোঝা গিয়েছে। শিখ প্রভাবিত কেন্দ্রগুলিতে একচেটিয়া জয় পেয়েছে লিবারেল পার্টি। ওইসব আসনে জয়ী প্রার্থীদের অনেকেই অশিখ সম্প্রদায়ের বলে খবর।

কার্নির দ্বিতীয় দফার প্রধানমন্ত্রিত্বে ভারতের সঙ্গে কানাডার সম্পর্ক অনেকটাই স্বাভাবিক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বার্তায় সেই সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে। এক্স পোস্টে মোদি লিখেছেন, 'মার্ক কার্নিকে অভিনন্দন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়া এবং লিবারেল পার্টির জয়ের জন্য আপনার প্রতি শুভেচ্ছা রইল। ভারত ও কানাডা অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে উন্মুখ হয়ে রয়েছি।'

আমেরিকার সঙ্গে আমাদের পুরোনো মধুর সম্পর্ক এখন ইতিহাস। আমরা আমেরিকার বিশ্বাসঘাতকতার ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছি। এখন থেকে আমাদের একে অন্যের যত্ন নিতে হবে।

**মার্ক কার্নি**
**প্রধানমন্ত্রী, কানাডা**

ভারত ও কানাডা অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে উন্মুখ হয়ে রয়েছি।

**নরেন্দ্র মোদি**
**প্রধানমন্ত্রী, ভারত**

কানাডার ভোটে গুরুতর প্রভাব ফেলেছে 'ট্রাম্প ফ্যাক্টর'। আমেরিকায় ক্ষমতায় আসার পর প্রতিবেশী কানাডার বিরুদ্ধে আক্ষরিক অর্থে অর্থনৈতিক যুদ্ধ শুরু করেছেন ট্রাম্প। কানাডার পণ্যের ওপর বড় অঙ্কের শুল্ক চাপানো ছাড়াও দেশটিকে আমেরিকার প্রদেশ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের আক্রমণাত্মক বয়ান কানাডার জনমানসে গভীর প্রভাব ফেলেছে। কানাডীয় জাতীয়তাবাদে ভর করেই এবার ভোট বৈতরণি পার করেছেন মার্ক কার্নি। জাস্টিন ট্রুডোর পদত্যাগের পর অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণের পর থেকে শক্ত হাতে মার্কিন আগ্রাসন প্রতিরোধের কথা বলেছিলেন। তাঁর কট্টর অবস্থান লিবারেলদের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ঝড় সামাল দিতে সাহায্য করেছে।

ফল ঘোষণার পর কার্নি বলেছেন, 'আমেরিকার সঙ্গে আমাদের পুরোনো মধুর সম্পর্ক এখন ইতিহাস। আমরা আমেরিকার বিশ্বাসঘাতকতার ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছি। এখন থেকে আমাদের একে অন্যের যত্ন নিতে হবে। আমি কয়েক মাস ধরে সতর্ক করছি, আমেরিকা আমাদের কাছ থেকে জমি, সম্পদ, জল ও দেশ কেড়ে নিতে চাইছে। প্রাক নির্বাচনি জনমত সমীক্ষায় ইঙ্গিত ছিল লিবারেল পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করে মসনদে বসছে কনজারভেটিভ পার্টি। জাস্টিন ট্রুডোর প্রধানমন্ত্রিত্বের শেষ দিকে মূল্যবৃদ্ধি, শরণার্থী সমস্যা, খালিস্তানপন্থীদের তাণ্ডব, কানাডা-ভারত সম্পর্কে অবনতির কারণে সরকার বিরোধিতার হাওয়া প্রবল হয়েছিল। ট্রুডো ক্ষমতায় থাকলে লিবারেলদের হার নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সেই হিসাব বদলে দিয়েছেন প্রাক্তন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার কার্নি। তাঁর চড়া সুরে ট্রাম্প বিরোধিতা খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছে। ট্রাম্পের অতিকথন যে কানাডায় কনজারভেটিভদের ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার প্রধান কারণ তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

# জাতীয় স্বার্থে স্পাইওয়্যার ব্যবহারে ভুল নেই : আদালত

**নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল :** স্পাইওয়্যার ব্যবহারে ভুল কিছু নেই, যদি তা জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে হয়। পেগাসাস স্পাইওয়্যার নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট এই কথা জানিয়েছে।

ইজরায়েলি সংস্থার নির্মিত 'স্পাইওয়্যার' পেগাসাস সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'স্পাইওয়্যার ব্যবহার ভুল কিছু নয়। কিন্তু দেখতে হবে, সেটা কার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যদি স্পাইওয়্যার ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেই ব্যবস্থাকে ভুল বলা যাবে না। কিন্তু অন্য নাগরিকদের ক্ষেত্রে তেমন অভিযোগ উঠলে তা অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে।' একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত বলেছে, 'দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব-সংক্রান্ত কোনও রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা যাবে না।'

মামলার শুনানিতে আদালতের প্রশ্ন, 'যদি কোনও দেশ স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে, তাতে অসুবিধা কীসের? স্পাইওয়্যার থাকায় কোনও সমস্যা নেই। দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপস করা যায় না। তবে সংবিধানে একটি সভ্য সমাজে কোনও ব্যক্তিবিশেষের গোপনীয়তার অধিকার সুরক্ষিত। সেক্ষেত্রে তাঁদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা যেতে পারে।'

একইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চের বক্তব্য, 'দেশের নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রকাশ করা যাবে না। তবে যাঁরা প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে করছেন, তাঁরা চাইলে ওই রিপোর্টের বিষয়ে তাঁদের তথ্য দেওয়া যেতে পারে।'

স্নেহের হাত... আহত হরিণ শাবককে কোলে নিয়ে চলেছেন তরুণী। মঙ্গলবার বিকানেরে।

# ওয়াকফে নতুন মামলা নিতে নারাজ কোর্ট

**নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল :** ওয়াকফ সংশোধনী আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আর কোনও নতুন মামলা নিতে রাজি নয় সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে বর্তমানে মোট ৭২টি মামলার শুনানি চলছে। ১৭ এপ্রিল সর্বোচ্চ আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ৭২টি মামলার মধ্যে মাত্র ৫টি মামলার শুনানি করা হবে। ৫ মে সেগুলির পরবর্তী শুনানি হবে। এই অবস্থায় একই আর্জি জানিয়ে আরও যে ১৩টি মামলা দায়ের হয়েছে, মঙ্গলবার সেগুলি শুনতে চাননি প্রধান বিচারপতি। বেঞ্চ বলেছে, 'আমরা এখন আর মামলার সংখ্যা বাড়াতে চাই না। এটা চলতেই থাকবে। আর তাহলে সেগুলি সামলানো মুশকিল হয়ে পড়বে।'প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমরা সমস্ত কথা শুনব। পাঁচটি মামলা ইতিমধ্যে রুজু করা হয়েছে। আপনারা যদি অতিরিক্ত কোনও বিষয়ে সওয়াল করতে চান তাহলে একটি ইমপ্লিডমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন দাখিল করতে পারেন।'

# শুভাংশু ২৯ মে মহাকাশে

**নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল :** আগামী ২৯ মে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা করবেন ভারতীয় নভশ্চর শুভাংশু শুক্লা। ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু অ্যাক্সিওম মিশন ৪-এর অধীনে স্পেসএক্সের ড্রাগন স্পেসক্রাফটে চড়ে পৃথিবী থেকে মহাকাশ কেন্দ্রের উদ্দেশে পাড়ি দেবেন। তাঁর সঙ্গে যাবেন বিভিন্ন দেশের আরও ৩ জন মহাকাশচারী। মঙ্গলবার এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'মহাকাশ মিশনে একটি নতুন অধ্যায় লিখতে তৈরি ভারত। গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা হবেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে যাওয়া প্রথম ভারতীয় এবং দ্বিতীয় ভারতীয় মহাকাশচারী।' এর আগে রাকেশ শর্মা ১৯৮৪ সালে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেনে।

# দেশ ছাড়তে হল শহিদের মা-কেও

## আমাদের কী দোষ, প্রশ্ন বিতাড়িতদের

**অটারি (পঞ্জাব), ২৯ এপ্রিল :** অটোরিকশায় বসে শিশু সন্তানকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদছেন মহিলা। অন্য এক মহিলাকে দেখা গেল তাঁর কাছ থেকে শিশুকে কোলে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে। তাঁর চোখেও জল। মঙ্গলবার এরকম একাধিক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সাক্ষী রইল আটারি-ওয়াঘা চেকপোস্ট। ভারত ছেড়ে যাওয়ার সময় কেউ রেখে গেলেন সন্তানকে, কেউ স্বামীকে। অনেকে ফিরলেন একা, বুকভরা কষ্ট আর প্রশ্ন নিয়ে।

মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন ৬০ জন পাকিস্তানি নাগরিককে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ভারত থেকে বিতাড়িত পাক নাগরিকদের মধ্যে রয়েছেন শামিমা আখতার নামে এক মহিলাও, যাঁর ছেলে মুদাসির আহমেদ বছর তিনেক আগে মারা যান জঙ্গি হামলায়। মরণোত্তর শৌর্যচক্র পেয়েছিলেন শহিদ স্পেশাল পুলিশ অফিসার মুদাসির।

পহলগাম কাণ্ডের পর কেন্দ্রীয় সরকারের এক ফরমানের জেরে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে ওই পাকিস্তানি মহিলাকে। কিন্তু তাঁর শিশু সন্তান জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিক হওয়ায় তাকে সঙ্গে নেওয়ার হুকুম নেই মায়ের। ভারতীয় নাগরিকদের পাকিস্তানে যাওয়ার বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হয়। সেই অনুমতি না থাকায় শিশুটিকে সীমান্তে আটকে দেওয়া হয়। সীমান্ত পেরোনোর আগে ওই মহিলা নিরাপত্তারক্ষীদের বারেবারে প্রশ্ন করছিলেন, 'বলুন তো, মা কি সন্তানকে ফেলে একা চলে যেতে পারে?' সীমান্তে উপস্থিত লোকজনও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এই দৃশ্য দেখে।

পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ভারতে বসবাসকারী পাকিস্তানি নাগরিকদের চিকিৎসা ভিসার মেয়াদ মঙ্গলবার শেষ হওয়ায় আটারি সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানিদের দেশে ফিরে যাওয়ার সংখ্যা এদিন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ফিরে যাওয়া বহু পাকিস্তানি নাগরিক তাঁদের উদ্বেগ চেপে রাখতে পারেননি। বিশেষ করে যাঁদের পরিবার ভারতে আছে বা দীর্ঘদিন বসবাস করছেন, তাঁদের জন্য অন্তত সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা দিল্লির কাছে।

পাকিস্তানে ফেরার সময় সীমান্তে কান্না কিশোরের। মঙ্গলবার।

পাকিস্তানি নাগরিক সমরিন বললেন, 'আমি গত সেপ্টেম্বরে ৪৫ দিনের ভিসায় ভারতে এসেছিলাম। তারপর আমি এখানে বিয়ে করেছি। এখনও দীর্ঘমেয়াদি ভিসা পাইনি, অথচ হঠাৎ করেই আমাকে দেশ ছাড়তে বলা হয়েছে। জঙ্গিদের প্রশ্ন করুন, আমাদের দোষ কী? যাঁদের আত্মীয় ভারতে আছেন, তাঁদের তো থাকতে দেওয়া উচিত।' সমরিনের স্বামী রিজওয়ান বলেন, 'জঙ্গিরা ধর্মহীন। ওদের ফাঁসি নয়, গুলি করে মারা উচিত। কিন্তু আমাদের মতো নিরীহ মানুষদের কেন বিচ্ছেদ সইতে হবে?'

আরেক পাকিস্তানি নাগরিক ইরা বলেন, '১০ বছর আগে দিল্লিতে আমার বিয়ে হয়েছে। আমার আট বছরের একটি ছেলেও আছে। কোভিডের সময় আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। আমার নরি ভিসা (যে ভিসায় দেশে ফেরার বাধ্যবাধকতা থাকে না) রয়েছে। কিন্তু পহলগাম হামলার পর হঠাৎই পুলিশ এসে জানায়, আমাকে দেশ ছাড়তে হবে। পহলগামে যা হয়েছে তা নিশ্চয়ই ভুল, কিন্তু তার জন্য আমরা কেন শাস্তি পাব?'

পাকিস্তানে ফিরতে বাধ্য হওয়া কৃষণ কুমারের কথায়, 'আমি পর্যটক ভিসায় ৪৫ দিনের জন্য ভারতে এসেছিলাম। এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি। সরকার পহলগাম হামলার চক্রীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করুক। কিন্তু দুই পড়শি দেশকে একসঙ্গেই থাকতে হবে। কারণ, অনেকেরই অর্ধেক পরিবার ওদিকে, আর অর্ধেক এদিকে।'

আটারি সীমান্তে প্রোটোকল অফিসার অরুণ পাল জানান, গত তিন দিনে মোট ৫৩৭ জন পাকিস্তানি নাগরিক ভারত থেকে নিজ দেশে ফিরে গিয়েছেন। অন্যদিকে ৮৫০ জন ভারতীয় নাগরিক পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরে এসেছেন।

# ন্যূনতম পেনশন হতে পারে ৩ গুণ

**নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল :** কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীবর্গের সম্মানজনক অবসর জীবনের কথা মনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। খুব শীঘ্রই এমপ্লয়িজ পেনশন স্কিম (ইপিএস)-এর আওতায় ন্যূনতম মাসিক পেনশন তিন গুণ বাড়ানো হতে পারে বলে সরকারি সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। বর্তমানে এই ন্যূনতম পেনশন ১,০০০ টাকা। আর কয়েক মাসের মধ্যেই এটি বাড়িয়ে ৩,০০০ টাকা করা হতে পারে।

# রহস্যমৃত্যু ভারতীয়ের

**অটোয়া, ২৯ এপ্রিল :** আবারও শিক্ষার্থীর রহস্যমৃত্যু কানাডায়। অটোয়ায় চারদিন নিখোঁজ থাকার পর ভারতীয় পড়ুয়া বংশীকার দেহ সোমবার সমুদ্রতীর থেকে উদ্ধার হয়। ২৫ এপ্রিল ঘর থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি বংশীকা। অটোয়ার ভারতীয় হাইকমিশন বংশীকার মৃত্যু নিশ্চিত করেছে। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। আপ নেতা দেবীন্দর সিংয়ের কন্যা বংশীকার বাড়ি পঞ্জাবের ডেরা বাসিতে। আড়াই বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে কানাডায় আসেন। থাকতেন অটোয়ায় অভিযোগ দায়ের করার পর পুলিশ তদন্তে নেমে দেহ উদ্ধার করে।

# চিনে মৃত ২২

**বেজিং, ২৯ এপ্রিল :** মঙ্গলবার উত্তর চিনের লিয়াওয়ংয়ের রেস্তোরাঁয় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২২ জন ঝলসে মারা গিয়েছেন। অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন আরও তিনজন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

# সেই অপারেটরের পাশে বাবা-দাদা

## জঙ্গি যোগ পায়নি এনআইএ

**শ্রীনগর, ২৯ এপ্রিল :** পহলগামে জঙ্গি হামলার তদন্তে নেমেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। একদিকে জঙ্গিদের খোঁজে জোরদার তল্লাশি চলছে। অন্যদিকে যাদের সাহায্যে জঙ্গিরা পর্যটক খুনের চক্রান্তে সফল হয়েছে সেই স্থানীয় লিংকম্যানদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে বেশ কয়েকজনকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন একজন জিপলাইন অপারেটর। নাম মুজাম্মিল। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বৈসরণ উপত্যকায় যখন জঙ্গিরা নিরীহ পর্যটকদের খুন করতে উদ্যত তখন সেখানে উপস্থিত মুজাম্মিল 'আল্লাহ আকবর' বলে ধ্বনি দিচ্ছেন। সেই ভিডিও ফুটেজ দেখে তাঁকে তলব করেছিল এনআইএ। মঙ্গলবারও মুজাম্মিলকে কয়েক ঘণ্টা জেরা করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে তাঁর জঙ্গি যোগের প্রমাণ মেলেনি বলে দাবি এনআইএ-র কর্তাদের। বিপদ বুঝে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশত তিনি আল্লাহ আকবর বলেছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। মুজাম্মিলের বাবা ও দাদা তাঁকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন।

তাঁর বাবা বলেন, 'আমি ভিডিওটি দেখিনি। তবে আমরা মুসলিম। আমরা ঝড় এলেও অনেক সময় আল্লাহ আকবর বলি।'

মুজাম্মিলের দাদার মতে, ভুল বোঝাবুঝির জেরে ভাইকে সন্দেহ করা হচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন, গুলির শব্দ শুনেছিল মুজাম্মিল। কিন্তু সেটা জঙ্গি হামলা কি না বুঝতে পারেননি। ভয়ংকর কিছু ঘটছে আঁচ করে বৈসরণ উপত্যকা ছেড়ে সোজা বাড়ি চলে এসেছিলেন।

মুজাম্মিলের দাদা বলেন, 'ভাই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে চলে এসেছিল। ওর মনে হয়েছিল ভয়ানক কিছু ঘটেছে। বাড়িতে এসে আমাকে সেই কথা বলেছিল। তবে কীভাবে জঙ্গিরা হামলা চালাল, সে সম্পর্কে ভাই কিছুই জানে না।'

যে ভিডিও ফুটেজে মুজাম্মিলকে দেখা গিয়েছে সেটি তুলেছেন ঋষি ভাট নামে একজন পর্যটক। তাঁর দাবি, স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে তিনি জিপলাইনে চড়ে ছিলেন। প্রথমে জিপলাইনে উঠেছিলেন ঋষির স্ত্রী, ছেলে। তখন মুজাম্মিলের মুখে ওই বাক্য শোনা যায়নি। তিনি জিপলাইনে ওঠার পরেই আল্লাহ আকবর বলে ওঠেন ওই অপারেটর। তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জঙ্গিদের গুলি বৃষ্টি শুরু হয়েছিল।

***'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলায় প্রহারে মৃত্যু:*** পহলগাম কাণ্ডের পর পাকিস্তান শব্দের প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা তুঙ্গে। মানুষ ক্রুদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে ম্যাঙ্গালুরুতে স্থানীয় ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন এক ব্যক্তি বার বার 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে থাকায় তাঁকে বেধড়ক পেটাল আশপাশের মানুষ বলে অভিযোগ। মারের চোটে তাঁর মৃত্যু হয়। ২৭ এপ্রিলের ঘটনা। খবরের সত্যতা স্বীকার করেছেন কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর। ১৫ জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবাইকে শান্ত, সংযত থাকার অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, 'এই অঞ্চলের সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার ঐতিহ্য আছে।' ম্যাঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার অনুপম আগরওয়াল জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে প্রচুর অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের কথা রয়েছে। ম্যাঙ্গালুরুতে এমন ঘটনা আগে ঘটেনি। সময় মতো চিকিৎসা না মেলায় ওই ব্যক্তি মারা যান। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩(২) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

# পাকিস্তান 'দুর্বৃত্ত দেশ': ভারত

**নিউ ইয়র্ক, ২৯ এপ্রিল :** পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কথা দিয়েই আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানকে বিঁধল ভারত। শাহবাজ শরিফ সরকারের মন্ত্রী খাওয়াজা আসিফ সাম্প্রতিক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন যে, পাকিস্তানের ইতিহাসই বলে তাঁর দেশ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে অর্থ, প্রশিক্ষণ, সমর্থন দিয়ে সাহায্য করেছে। মন্ত্রীর সেই বক্তব্যের সূত্র ধরেই রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী উপ-প্রতিনিধি যোজনা প্যাটেল পাকিস্তানকে 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র'-এর আখ্যা দিলেন। পাকিস্তান সন্ত্রাসের মদতদাতা, বহুদিন থেকে তা শোনা গিয়েছে। কিন্তু কোনও পাক মন্ত্রীকে প্রকাশ্যে এভাবে সরাসরি বলতে কখনও দেখা যায় না। যোজনা বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ যেভাবেই হোক না কেন তা নিন্দনীয়।'

নিউ ইয়র্কে রাষ্টসংঘের সন্ত্রাস-বিরোধী কার্যালয়ে সোমবার সন্ত্রাসবাদের শিকার অ্যাসোসিয়েশন নেটওয়ার্কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন যোজনা প্যাটেল। অনুষ্ঠানে পাকপ্রতিনিধি জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে সন্ত্রাসী হানার কথা উল্লেখ করে ভারতের দিকে অভিযোগের তির ছোড়েন। তারই পালটা জবাবে যোজনা বলেন, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, এক প্রতিনিধি এই ফোরামের অপব্যবহার করে ভারতের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছে। আসলে সন্ত্রাসের ইন্ধনদাতা পাকিস্তান সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। গোটা বিশ্ব পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎকারে সন্ত্রাস ও পাক ইতিহাস নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য জেনেছে।'

যোজনা জোরের সঙ্গে বলেছেন, 'পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রকাশ্য স্বীকারোক্তিতে কেউ বিস্মিত হননি। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসে ইন্ধন জোগানো পাকিস্তান এক দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র। বিশ্ব আর চোখ বুজে থাকতে পারছে না। আমার আর কিছু বলার নেই।' খাওয়াজ আসিফ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'জানেন, আমরা তিন দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও পশ্চিমী বিশ্বের জন্য এই নোংরা কাজ করে এসেছি। জঙ্গি সংগঠনগুলিকে আর্থিক মদত, প্রশিক্ষণ ও সমর্থনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে পাকিস্তানের।'

# 'গায়েব' মোদিকে ঘিরে তর্জা

**নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল :** রাজনীতির চাপে শাসক-বিরোধী বেনজির সন্ধিতে আপাতত ইতি। পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিরীহ পর্যটকদের নিহত হওয়ার ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব। যাবতীয় রাজনৈতিক মতপার্থক্য পাশে সরিয়ে ফিল গুড হাওয়া বইতেও শুরু করেছিল সর্বভারতীয় রাজনীতিতে। কিন্তু সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই যাবতীয় ঐক্যকে পিছনে ফেলে ফের সামনের সারিতে রাজনীতি। জঙ্গি হামলার ৭ দিন পরও হামলাকারী ও তাদের মদতদাতা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ না করায় এবং সর্বদলীয় বৈঠকে গরহাজির থাকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তীব্র সমালোচনা করেছে কংগ্রেস। আর সেই সমালোচনায় ক্ষুব্ধ বিজেপি দেশের প্রধান বিরোধী দলের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সুরে কথা বলার পালটা অভিযোগ তুলেছে। হাত শিবিরকে 'লস্কর-ই-পাকিস্তান কংগ্রেস' বলে পালটা তোপও দেগেছে গেরুয়া শিবির।

সোমবার দেশের প্রধান শাসক ও বিরোধী দলের তর্জার সূচনা হয় এক্স হ্যান্ডেলে কংগ্রেসের পোস্ট করা একটি ছবি নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতো দেখতে ওই ছবিতে কোনও মুণ্ডু ছিল না। ছিল না হাত ও পায়ের খানিকটা অংশও। ছবিটিতে থাকা ব্যক্তির পরনে ছিল হলুদ কুর্তা, সাদা পায়জামা এবং কালো জুতো। ওই ছবির সঙ্গে লেখা ছিল, 'দায়িত্ব পালনের সময়ে নিখোঁজ।' পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী ফাওয়াদ আহমেদ হুসেন চৌধুরী কংগ্রেসের পোস্টটি শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, 'গাধার মাথায় শিং গজায় না বলে শুনেছিলাম। আর এখন মোদিরই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।' গোটা ঘটনায় কংগ্রেসকে তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া এক সাংবাদিক বৈঠকে এদিন বলেন, 'পাকিস্তানের সমর্থক হল কংগ্রেস। আমাদের মধ্যে একটি সর্বভারতীয় দল আছে। কিন্তু আমরা ওদের লস্কর-ই-পাকিস্তান কংগ্রেস বললে কোনও ভুল হবে না। সমাজমাধ্যমে কংগ্রেসের তরফে যে ছবি পোস্ট করা হয়েছে তাতে পাকিস্তানকে বার্তা দিয়ে বলা হয়েছে, 'এখানে মীরজাফরের সমর্থকরা রয়েছে। ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করাটা এখন লস্কর-ই-পাকিস্তান কংগ্রেসের আদর্শে পরিণত হয়েছে।' তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধির নির্দেশেই এই কাজটি করা হয়েছে। এই সংবেদনশীল সময়ে কংগ্রেস ভারতকে দুর্বল করতে চাইছে।' প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের তোপ, 'কংগ্রেস ও অন্য বিরোধীরা কীসের বাধ্যবাধকতায় পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছে এবং তাদের সমর্থন করছে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। ওদের কি রক্ত ফুটছে না? প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করছে না?' সম্প্রতি লন্ডনে পাকিস্তান দূতাবাসের এক আধিকারিক ভারতীয় প্রতিবাদীদের বিক্ষোভের সময় গলা কাটার ইশারা করেছিলেন। সেই ছবি দিয়ে পালটা প্রচার শুরু করেছে বিজেপি।

কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ বলেন, 'সংকট সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোনও পদক্ষেপ করছেন না। সর্বদলীয় বৈঠকেও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। আমরা সর্বদলীয় বৈঠকে সেই দাবি তুলেও ছিলাম। সংসদে আলোচনায় যোগ দেওয়া উচিত ছিল প্রধানমন্ত্রীর।' এই তর্জার মধ্যেই বিরোধীদের সুরে সুর মিলিয়ে পহলগাম ইস্যুতে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

## বিস্ময়বালকে মুগ্ধ শচীনরাও

# দ্রাবিড়কে বৈভবের কথা বলেন লক্ষ্মণ

**নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল :** বেবিস ডে আউট।

সোমবার সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে কার্যত তারই প্রতিফলন। অপার বিস্ময়ে দর্শকরাও যার সাক্ষী হয়ে থাকলেন। সবচেয়ে কম বয়সে টি২০ ফরম্যাটে শতরানের বিশ্বরেকর্ড। আইপিএলে ভারতীয় হিসেবে দ্রুততম সেঞ্চুরি থেকে এক ইনিংসে সর্বাধিক ছক্কা-বৈভব তেজে লন্ডভণ্ড একঝাঁক নজির।

বিস্ময়বালকের যে আইপিএল উত্থানে নাকি জড়িয়ে ভিভিএস লক্ষ্মণও। রাহুল দ্রাবিড়কে বৈভবের প্রতিভার কথা জানান ভিভিএস। যে মতামতকে গুরুত্ব দিয়েই নিলামে দ্রাবিড়ের দল রাজস্থান রয়্যালস ১.১ কোটিতে কেনে বৈভবকে। মেগা লিগের আগে দ্রাবিড়ও জানিয়েছিলেন, দুর্দান্ত প্রতিভা। তবে আরও কিছুটা সময় ঘষেমেজে তবেই আইপিএলের 'যুদ্ধক্ষেত্রে' নামাবেন তাঁর খুদে অস্ত্রকে।

অপেক্ষার শেষ লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ১৯ এপ্রিল। অভিষেক ম্যাচে ভালো শুরু করেও ৩৪-এ আটকে যান। ভেজা চোখে ফিরেছিলেন। সোমবার কাঁদিয়েছেন গুজরাট টাইটান্সের নামীদামি বোলারদের। ৩৫ বলে শতরানের মাইলস্টোনে পৌঁছোনোর পর পায়ের সমস্যা ভুলে হুইলচেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেন 'হেডস্যর' দ্রাবিড়ও।

লক্ষ্মণের কোচিংয়ে ভারতীয় যুব দলের হয়ে একটা ম্যাচে ৩৬-এ আউট হয়ে ফেরার পর সাজঘরে কান্নায় ভেঙে পড়েন সূর্যবংশী। তখন পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মণ জানিয়েছিলেন, রান নয়, টেকনিক, দক্ষতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বৈভবের মধ্যে যা ভীষণভাবে রয়েছে। বিহারে ক্রিকেট পরিকাঠামো উন্নত নয়। ছোটবেলার কোচ মণীশ ওঝা, পরিবার চাইছিলেন, এমন কোথাও যাক, যেখানে শিখতে পারবে। লক্ষ্মণের সুপারিশ, দ্রাবিড়ের প্রচেষ্টায় রাজস্থান রয়্যালস শিবিরে সুযোগ।

বাকিটা আপাতত সবার সামনে। শচীন তেন্ডুলকার থেকে ব্রায়ান লারার মতো মহাতারকার প্রশংসা প্রাপ্তি।

### সংখ্যায় সূর্যবংশী

**১৪ বছর ৩২ দিন** বৈভব সূর্যবংশী কনিষ্ঠতম হিসেবে টি২০ ক্রিকেটে শতরান করলেন।

**৩৫** শতরান করতে বৈভব ৩৫ বল নিলেন। যা আইপিএলে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম শতরান। রানতাড়ায় নেমেও যা দ্রুততম সেঞ্চুরি।

**১৭** বৈভব ১৭ বলে পঞ্চাশের গণ্ডি টপকান। আইপিএলে আনক্যাপড ভারতীয় হিসেবে যা দ্রুততম অর্ধশতরান।

**১১** বৈভবের ইনিংসে ছক্কার সংখ্যা। আইপিএলে এক ইনিংসে যা যুগ্মভাবে সর্বাধিক।

**১৪ বছর ৩২ দিন** কনিষ্ঠতম হিসেবে আইপিএলে ম্যাচের সেরা হলেন বৈভব।

**১০.২ ওভার** আইপিএলে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ১১ ওভারের মধ্যে বৈভব শতরান করলেন।

**৩** আইপিএলে প্রথম শতরান করতে বৈভবের তিনটি ইনিংস লাগল। যা ভারতীয়দের মধ্যে সর্বনিম্ন।

**৯৩.০৬** বৈভবের ইনিংসে চার-ছক্কার শতাংশ। পুরুষদের টি২০-তে শতরানের ক্ষেত্রে যা সর্বাধিক।

**৫২** পাওয়ার প্লে-তে বৈভবের রানসংখ্যা। আইপিএলে টিনএজার হিসেবে যা সর্বাধিক।

**১৬৬** ওপেনিং জুটিতে বৈভব-যশস্বী জয়সওয়াল ১৬৬ রান তোলেন। রাজস্থান রয়্যালসের ক্ষেত্রে যা সর্বাধিক।

**শচীন তেন্ডুলকার** দুরন্ত ইনিংসের নেপথ্যে বৈভবের ভয়ডরহীন মানসিকতা, ব্যাট স্পিড, দ্রুত বলের লেংথ বুঝে নেওয়া। যার ফল ৩৮ বলে ১০১। সাবাস।

**ব্রায়ান লারা** যদি প্রশ্ন করো, আমি কি আনন্দ পেয়েছি? বলব, নিশ্চিতভাবে তুমি আমাকে আনন্দ দিয়েছ।

**ইউসুফ পাঠান** অভিনন্দন ইয়ং বৈভব ভারতীয় হিসেবে আইপিএলে দ্রুততম শতরানের রেকর্ড ভাঙার জন্য। ভালো লাগছে, তুমিও আমার মতো রাজস্থান রয়্যালসের। তরুণদের জন্য দুর্দান্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি। আরও অনেক পথ বাকি চ্যাম্প।

**মহম্মদ সামি** দুর্দান্ত প্রতিভা। মাত্র ১৪ বছর বয়সে শতরান। আরও এগিয়ে যাও ব্রাদার।

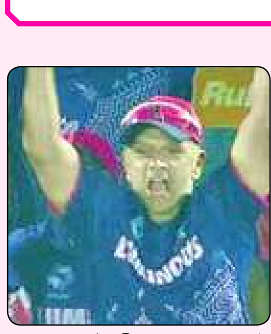

*বৈভব সূর্যবংশী শতরান করতেই হুইলচেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন রাহুল দ্রাবিড়।*

**যুবরাজ সিং** বৈভব সূর্যবংশী। নামটা মনে রাখবেন। ভয়ডরহীন ক্রিকেট। আগামী প্রজন্মকে দেখে গর্ববোধ করছি। চোদ্দোতেই কামাল। বিশ্বের সেরা বোলারদের অনায়াসে উড়িয়ে দিল!

**রোহিত শর্মা** ক্লাস।

**আরপি সিং** ১৪ এবং ভয়ডরহীন। এটাই নতুন ভারত। দুরন্ত ইনিংস বৈভব।

# দশ বছরেই ৯০ মিটার ছক্কা মারত সূর্যবংশী

## ছেলের জন্য চাকরি ছেড়েছিলেন বাবা

**নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল :** আত্মত্যাগ, পরিশ্রম, স্বপ্নপূরণের তাগিদ।

ছেলেকে ক্রিকেটার তৈরির জন্য বাবা চাকরি ছেড়েছিলেন। মা রাতে মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমোতেন। ভোরে ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে প্র্যাকটিসের জন্য প্রস্তুত করা। বাবার কাজ ছিল ছেলের ক্রিকেটার হয়ে ওঠার স্বপ্নপূরণে সর্বক্ষণের সঙ্গী। সোমবার যার ফল দেখল ক্রিকেটবিশ্ব। ৩৫ বলে শতরান। কাদের বিরুদ্ধে? মহম্মদ সিরাজ, রশিদ খান, ইশান্ত শর্মা, ওয়াশিংটন সুন্দর, প্রসিধ কৃষ্ণা!

*২০১৭ সালে বাবার সঙ্গে রাইজিং পুনে সুপারজায়েন্টের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন ৬ বছরের বৈভব সূর্যবংশী।*

সবে চোদ্দোয় পা রাখা সূর্যবংশীর যে আগুনে ব্যাটিং আপাতত আপাদমস্তক বিস্ময়। বল দেখে খেলি, বোলারের নাম দেখে নয়। অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে ভারতীয় দলের হয়ে বেশ কিছু বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছেন। ১১ ছক্কায় সাজানো গতকালের ইনিংসে 'নয়া তারকার' উত্থানের সম্ভাবনা উসকে দিয়েছে। স্বপ্নপূরণ বৈভবের। স্বপ্নপূরণ তাঁর পরিবারের।

ইশান্ত, রশিদদের বলকে যেভাবে গ্যালারিতে ফেলেছে, অবাক ক্রিকেটমহল। এই বয়সে এতটা পাওয়ার? ছোটবেলার কোচ মণীশ ওঝা আরও অবাক করা কথা শোনালেন। জানান, দশ বছর বয়সেই ৯০ মিটার ছক্কা মারতে পারত বৈভব! ২০২২ সালে অ্যাকাডেমিতে অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ের এক প্রস্তুতি ম্যাচে ১১৮ করে। বৈভবের ছক্কা মারা দেখে সবাই অবাক। এক একটা ছক্কা তো ৬০-৬৫ মিটার লম্বা বাউন্ডারি পার করে আরও ৩০-৩৫ মিটার দূরে গিয়ে পড়ে!

সহজে অবশ্য এই জায়গায় পৌঁছোয়নি সূর্যবংশী। বাবা ছেড়েছিলেন চাকরি। লক্ষ্যপূরণে প্রিয় মাটন ও পিৎজা খাওয়া ছাড়ে ছোট্ট বৈভব। কোচ মণীশ ওঝা সেই গল্প শোনালেন। বলেছেন, 'বাচ্চা ছেলে। চিকেন-মাটন খেতে খুব ভালোবাসে। যতই দাও ঠিক শেষ করে দেবে। আর পিৎজা। কিন্তু ওর খাবারের তালিকা থেকে কবে মাটন, পিৎজা সরিয়ে দিয়েছিলাম আমি। আজও অক্ষরে অক্ষরে তা মেনে চলে। অনুমতি ছাড়া ছুঁয়ে দেখে না।'

মণীশের মতে, বৈভবের মূল সম্পদ ওর ভয়ডরহীন মানসিকতা। ব্রায়ান লারার ভক্ত। তবে যুবরাজ সিং, লারার মিশেল রয়েছে ব্যাটিংয়ে। বিশেষত, আগ্রাসন একেবারে যুবরাজের মতো। রশিদকে মারা ছক্কায় শতরান হোক বা ইশান্ত শর্মার ওভারে ২৮ নেওয়া- তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে টি২০ ফরম্যাটে সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ডের ইনিংসে।

বৈভবের বাবার কথায়, এই দিনটা দেখার জন্য আশায় ছিলেন। সঞ্জীব সূর্যবংশী বলেছেন, 'আইপিএলে ৩৫ বলে শতরান! নিজের দল রাজস্থান রয়্যালসকে জয় উপহার দেওয়া। সবকিছু স্বপ্নের মতো। আমাদের মতো গোটা বিহার, দেশ ওর এই সাফল্যে গর্বিত, খুশি। বৈভবের পাশে থাকা, ওকে সুযোগ দেওয়ার জন্য রাজস্থান ম্যানেজমেন্টের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।' রাজ্যের নয়া ক্রিকেট নক্ষত্রের যে কীর্তিকে স্বীকৃতি জানিয়ে বিহার সরকার ১০ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

ছেলের মধ্যে ক্রিকেট প্রতিভার সন্ধান নিজেই পেয়েছিলেন। ঠিক করেন চাকরি ছেড়ে বৈভবের সঙ্গে পড়ে থাকবেন। পাশে পেয়েছেন বিহার ক্রিকেট সংস্থাকে। তবে সঞ্জীব সূর্যবংশী মানছেন, গত ৩-৪ মাসে রাজস্থান রয়্যালস ওকে ঘষেমেজে নিয়েছে। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়ের প্রতি। কৃতিত্ব দিচ্ছেন বাকি কোচদের। বৈভবের বাবার কথায়, দ্রাবিড় স্যরদের হাতে পড়ে তাঁর ছেলের টেকনিক আরও ধারালো, উন্নত হয়েছে।

আর পরিশ্রম করতে সবসময় প্রস্তুত বৈভব। প্রতিদিন ৩৫০-৪০০ বল খেলে প্রস্তুতিতে। যতক্ষণ না খেলবে, পড়ে থাকবে। তেরো বছরে রনজি ট্রফি খেলে নজির গড়েন। বিহারের হয়ে সাফল্যও মেলে। তারপর একেবারে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলে ঢুকে পড়া এবং সাফল্য। পুরস্কারস্বরূপ ১.১ কোটিতে নিলামে রাজস্থানের হাত ধরে আইপিএল পরিবারে ঢুকে পড়া। পা মাটিতে থাকলে ভারতীয় দলও খুব বেশি দূর নয়।

---

### আজ হারলেই প্লে-অফের আশা শেষ চেন্নাইয়ের

# দ্বৈরথের আগে চাহালকে ব্যাট উপহার ধোনির

**চেন্নাই, ২৯ এপ্রিল :** চিপক দ্বৈরথে অন্যতম ফ্যাক্টর ধরা হচ্ছে যুযবেন্দ্র চাহালকে।

বল হাতে বেশ ভালো ফর্মে রয়েছেন। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে বুধবার চাহালের লেগস্পিন গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র পাঞ্জাব কিংসের। সেই চাহালকে কি না ব্যাট উপহার প্রতিপক্ষ অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির! মাহির থেকে উপহার পেয়ে সোজা দৌড় নিজের ডাগআউটে।

কিংস সতীর্থদের উপহার দেখান চাহাল। কিন্তু প্রশ্ন ব্যাট নিয়ে চাহাল কী করবেন? চাহালকে নিয়ে মজা করার যে সুযোগ হাতছাড়া করেননি গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, প্রিয়াংশ আর্য। ব্যাট নিয়ে চাহাল কতটুকু দাগ কাটতে পারবেন, তা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে আগামীকাল চিপকের পাঞ্জাব-চেন্নাই ম্যাচে প্রীতি জিন্টা দলের অন্যতম ভরসা প্রিয়াংশ।

মুল্লানপুরে হওয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে প্রিয়াংশের ৪৩ বলে ১০৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস ব্যবধান গড়ে দেয়। আগামীকাল চিপকে কি তেমন কোনও ঝড় উঠতে চলেছে? ২৬ এপ্রিল ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচে বিস্ফোরক শুরু করেছিলেন প্রিয়াংশ। সঙ্গী

*চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের জন্য অনুশীলনে চলেছেন প্রিয়াংশ আর্য।*

ওপেনার প্রভসিমরান সিংয়ের সঙ্গে লম্বা পার্টনারশিপে নাইট বোলারদের সমস্ত স্ট্র্যাটেজি গুঁড়িয়ে দেন।

আগামীকাল রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, নুর আহমদদের বিরুদ্ধে ভালো শুরুর চ্যালেঞ্জ প্রিয়াংশ-প্রভসিমরান সিংয়ের ওপর। বৃষ্টির কারণে কেকেআর ম্যাচে পুরো পয়েন্ট আসেনি। ৯ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে থাকলেও প্লে-অফের দৌড় যেভাবে জমে উঠেছে, উনিশ-বিশে সমস্ত প্রচেষ্টায় জল পড়ে যেতে পারে।

নড়বড়ে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে তাই পুরো ২ পয়েন্টেই চোখ শ্রেয়স আইয়ারদের। বর্তমান ফর্মের বিচারে অনেকটাই এগিয়ে প্রীতি জিন্টার দল। ব্যাটিংয়ে শ্রেয়সরা যেমন রয়েছেন, তেমনই প্রিয়াংশের মতো তরুণরাও ভরসা জোগাচ্ছেন। বোলিংয়ে অর্শদীপ সিং, চাহালরা কড়া চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে চাপে থাকা চেন্নাইয়ের ব্যাটারদের জন্য।

৯ ম্যাচে মাত্র দুইটিতে জিতে লিগ টেবিলের লাস্টবয় চেন্নাই। বিদায় কার্যত নিশ্চিত। অঙ্কের হিসেবে ক্ষীণ আশাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিটি ম্যাচই জিততে হবে। সবমিলিয়ে রক্তচাপ বাড়ছে ধোনিদের। আর একটা হার মানে, প্রথম দল হিসেবে ছিটকে যাওয়া। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের জন্য যা মোটেই মানানসই নয়। কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং মানছেন, নিলামের ভুলভ্রান্তি হয়েছে।

**INDIAN PREMIER LEAGUE — আইপিএলে আজ**

চেন্নাই সুপার কিংস
বনাম
পাঞ্জাব কিংস

**সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট**
**স্থান : চেন্নাই**

**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

এই মুহূর্তে যা মেরামত করার সুযোগ নেই। যাঁরা আছেন, তাঁদের নিয়েই ঘুরে দাঁড়ানোর ছক। কিন্তু রবীন্দ্র জাদেজা থেকে রাচিন রবীন্দ্র- হতাশার তালিকা বেশ লম্বা। মেজাজ হারাচ্ছেন 'ক্যাপ্টেন কুল' মহেন্দ্র সিং ধোনিও। মাঠের মধ্যেই সতীর্থদের ওপর ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। যদিও বাস্তব হল, দলের চলতি ব্যর্থতার জন্য দায়ী মাহি নিজেও। পাঞ্জাব শিবির তখন অধিনায়ক শ্রেয়সে মজে। মালকিন প্রীতি জিন্টার কথায়, দলের সৌভাগ্য শ্রেয়সের মতো নেতা পেয়েছে। মাহিকে নিয়ে নিন্দুকদের অভিযোগ, অযথা আইপিএল কেরিয়ারকে দীর্ঘ করতে গিয়ে দলকে বিপদে ফেলছেন। কাঠগড়ায় 'টেস্ট সুলভ' ব্যাটিং মানসিকতা। যা পালটানো সহজ নয় মাইক হাসিদের পক্ষে। তবে ব্যাটিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ তুর্কি ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের আগ্রাসী মনোভাব কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে। এদিন আবার ব্রেভিসের জন্মদিন ঘিরে কিছুটা টাটকা বাতাস চেন্নাইয়ের গুমোট সাজঘরে।

আগামীকাল পাঞ্জাব-দ্বৈরথে যে অক্সিজেন কতটা কাজে আসবে সেটাই দেখার।

# স্নেহ জালে বন্দি প্রোটিয়ারা

**কলম্বো, ২৯ এপ্রিল :** চলতি বছর মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ রয়েছে। তার আগে ভালো ছন্দে ভারতীয় মহিলা দল। ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়ার পর মঙ্গলবার ভারতীয় স্পিনার স্নেহ রানার (৪৩/৫) জালে বন্দি হল দক্ষিণ আফ্রিকা।

হরমনপ্রীত টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর গত ম্যাচের ফর্ম এদিনও বজায় রাখেন প্রতীকা রাওয়াল (৭৮)। শেফালি ভার্মার জায়গায় সুযোগ পাওয়ার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফর্ম করে চলেছেন ২৪ বছরের এই ওপেনার। এই নিয়ে টানা পাঁচটি ওডিআইয়ে অর্ধশতরান করলেন প্রতীকা। সেইসঙ্গে ৮ ইনিংসে ৫০০ রানের মাইলস্টোনে পৌঁছে গেলেন তিনি। যা মহিলাদের ওডিআইয়ে দ্রুততম। পিছনে ফেলে দেন ইংল্যান্ডের শার্লট এডওয়ার্ডসের ২৮ বছরের পুরোনো রেকর্ডকে।

স্মৃতি মান্ধানা (৩৬)-প্রতীকার ৮৩ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ ভারতের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। স্মৃতি আউট হওয়ায় জুটি ভাঙলেও একটা দিক ধরে রেখেছিলেন প্রতীকা। কিন্তু ৭১ রানে জীবন পাওয়ার পর ইনিংস লম্বা করতে পারেননি তিনি। তবে মিডল অর্ডারে উপযোগী ব্যাটিং করেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত (৪১), জেমিমা রডরিগেজ (৪১)। চলতি বছরে ওডিআইয়ে প্রথমবার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেন হরমনপ্রীত। শেষদিকে শিলিগুড়ি উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ (১৪ বলে ২৪) আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে দলের স্কোর বাড়িয়ে দেন। ভারত থামে ২৭৬/৬ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে প্রোটিয়ারাও শুরুটা ভালো করেছিল। তাদের ১৪০ রানের ওপেনিং জুটি ভাঙেন দীপ্তি শর্মা (৪০/১)। এরপরই আসরে নামেন স্নেহ। গত ম্যাচে ৩ উইকেট নিয়ে শ্রীলঙ্কাকে ভেঙেছিলেন। এদিন ফিরলেন ওডিআই কেরিয়ারের সেরা বোলিং ফিগার নিয়ে। চোট পেয়ে

*৫ উইকেট নিয়ে স্নেহ রানা।*

মাঠ ছাড়া তানজিম ব্রিৎজ (১০৯) শেষদিকে নামলেও তিনিও স্নেহর শিকার হন। স্নেহর স্পিন বুঝতে না পেরে ৮০ রানে শেষ ৮ উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৬১ রানে তারা অল আউট হয়।

# বাগানে ফুল ফোটাতে চান সুহেল-আশিকরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

**কলকাতা, ২৯ এপ্রিল :** প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয়ের পরেও ভাবনার বদল হচ্ছে না সবুজ-মেরুন শিবিরে। সেমিফাইনালে এফসি গোয়ার বিপক্ষে ম্যাচটাকে শুধুই 'আরও একটা ম্যাচ' হিসেবেই দেখছেন কোচ বাস্তব রায়।

কেরালা ব্লাস্টার্সকে যে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের এই রিজার্ভ দল হারিয়ে দেবে, এমনটা সম্ভবত দলের অতি বড় সমর্থকও ভাবেননি। বিশেষ করে প্রথম ম্যাচে তাদের আগুনে পারফরমেন্সের জেরে যেভাবে শুরুতেই গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলকে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু সেই অসাধ্য সাধনের কাজটা করে ফেলায় এবার সেমিফাইনালে এফসি গোয়াকে হারানোও সম্ভব, এমন চিন্তাভাবনা করার লোক বাড়ছে। আর এসব থেকেই এখন ছেলেদের আড়াল করার বাড়তি দায়িত্ব পালন করে চলেছেন বাস্তব। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে তাঁর প্রায় কাতর আবেদন, 'একটা জয়ের পর বাড়াবাড়ি না করাই ভালো। তাতে ফুটবলারদের ফোকাস নড়তে পারে, চাপ বাড়তে পারে। আমার একটাই আবেদন, ওদের বেশিরভাগই বাচ্চা ছেলে। ওদের খেলতে

## চাপমুক্ত রাখার চেষ্টা বাস্তবের

**সুপার কাপে আজ (সেমিফাইনাল)**

**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম এফসি গোয়া**
**সময় :** বিকাল ৪.৩০ মিনিট, **স্থান :** ভুবনেশ্বর

**মুম্বই সিটি এফসি বনাম জামশেদপুর এফসি**
**সময় :** রাত ৮টা, **স্থান :** ভুবনেশ্বর

**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস ৩ চ্যানেল ও জিওহটস্টার।

দিন।' ফুটবলাররা অবশ্য এক জয়ের পর বাড়তি উদ্বুদ্ধ। 'আব তো লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর মতো মনোভাব নিয়ে গোয়াকেও আর বাড়তি খাতির করতে রাজি নন। বরং আশিক কুরুনিয়ান পরিষ্কার বলে দিলেন, 'জানি গোয়া দারুণ দল। ওদের সত্যিই খুব ভালো ভালো ফুটবলার আছে। তবে আমরাও লড়াই জারি রাখছি। আশা করি একটা দারুণ ম্যাচ হবে। আমরা নিজেদের সেরাটা মেলে ধরব, এটুকু কথা দিতে পারি।'

আইএসএলে লিগ-শিল্ড জয়ের দৌড়ে দুই দলের মধ্যে ছিল যাকে বলে কাঁটে কা টক্কর। কিন্তু সুপার কাপে ধারে ও ভারে অনেক এগিয়ে তারকাখচিত ও পূর্ণ শক্তির এফসি গোয়া। তাই বাস্তবও তাঁর নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে ছেলেদের হালকা মেজাজে রাখতে চাইছেন। তিনিও জানেন, এই ম্যাচ হেরে গেলে তাঁর দলের বাড়তি কোনও সমালোচনা হবে না। বরং সেমিফাইনাল অবধি পৌঁছোনোর জন্য প্রশংসাই পাবেন সুহেল আহমেদ বাট-সালাউদ্দিন আদনানরা। সুপার কাপে বাগানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচের ছেলেদের জন্য নির্দেশ, 'এটা সবাই জানে যে গোয়া আগের ম্যাচে খেলা কেরালার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী দল। তাই আমাদের ভাবনা বদলাচ্ছে না। আমাদের কাজ হল, ছেলেদের মোটিভেট করে ফোকাস ধরে রাখা। ওরাও তৈরি। আমি শুধু বলব, মাঠে নেমে খেলাটা উপভোগ করো। আর নতুন কিছু নয়।' আগেরদিনের মতোই এই ম্যাচও মোহনবাগানকে খেলতে হবে বিকেল সাড়ে চারটে থেকে। যদিও এসব নিয়ে বাড়তি ভেবে নিজেদের ফোকাস নষ্ট করতে রাজি নয় সবুজ-মেরুন শিবির। বরং বাস্তব বলেছেন, 'এই সময়ে খেলতে হবে এটা জেনেই তো আমরা এখানে এসেছি।' দলের সঙ্গে আসা ২৫ জন ফুটবলারই ফিট বলে জানান বাস্তব।

গোয়ার কাছে অবশ্য বাড়তি চ্যালেঞ্জ থাকছেই আইএসএল শিল্ড হারানোর পরে। শিল্ড হারানোর বেদনা যে এখনও আছে একথা বোঝা যায় যখন মোহনবাগান প্রায়

*সেমিফাইনালের প্রস্তুতিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সুহেল আহমেদ বাট। ভুবনেশ্বরে।*

পুরো ভারতীয় দল বা জুনিয়ার দল এনেছে, এমন প্রশ্নের উত্তরে মানোলো মার্কুয়েজ বলেছেন, 'ওদের মতো অন্য অনেক দলই এক বা দুই বিদেশি নিয়ে এসেছে। তাছাড়া মোহনবাগানের হয়ে যারা খেলছে তাদের অনেকেই বেশিরভাগই আইএসএল স্কোয়াডে ছিল। মোটেই সহজ ম্যাচ হবে না আমাদের কাছে।' মোহনবাগান যেখানে খোলা মনে বুধবার বিকেলে নামবে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে তখন গোয়ার সামনে থাকবে ট্রফি জয়ের পাহাড়প্রমাণ চাপ। এখন দেখার সুহেলরা আবারও বাগানে ফুল ফোটান নাকি ট্রফির আরও কাছাকাছি পৌঁছে যায় মানোলোর দল।

অন্য সেমিফাইনালে মুম্বই সিটি এফসি-র মুখোমুখি হবে জামশেদপুর এফসি।

# জুনেই হয়তো ব্রাজিলের দায়িত্বে আন্সেলোত্তি

**মাদ্রিদ, ২৯ এপ্রিল :** লা লিগায় আর পাঁচ ম্যাচ বাকি রিয়াল মাদ্রিদের। এই পর্বে মাদ্রিদ জায়েন্টদের কোচ হিসাবেও আর হয়তো ওই পাঁচটা ম্যাচই ডাগআউটে থাকবেন কার্লো আন্সেলোত্তি। ব্রাজিলের কোচ হওয়ার ব্যাপারে মৌখিক সম্মতি দিয়ে দিয়েছেন তিনি।

দ্বিতীয় দফায় রিয়াল কোচ হিসাবে জোড়া লা লিগা, জোড়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন আন্সেলোত্তি। তবে এই মরশুমে এখনও পর্যন্ত লস ব্লাঙ্কোস শিবিরের সঙ্গী কেবলই হতাশা। লা লিগা জয়ের আশাও ক্রমশ ফিকে হচ্ছে। তাই আরও এক বছরের চুক্তি থাকলেও রিয়াল ছাড়তেই হচ্ছে আন্সেলোত্তিকে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, ২৫ মে লা লিগায় শেষ ম্যাচের পরই মাদ্রিদ ছাড়বেন তিনি। সেক্ষেত্রে নতুন কোচের অধীনেই ক্লাব বিশ্বকাপ খেলবে রিয়াল মাদ্রিদ।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ব্রাজিল কোচের হটসিটেই বসছেন আন্সেলোত্তি। ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের সঙ্গে চূড়ান্ত কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। জুনের প্রথম সপ্তাহেই তাঁর রিও ডি জেনেইরো যাওয়ার কথা। সেখানেই হয়তো চূড়ান্ত চুক্তিতে সই করবেন। ব্রাজিল ফুটবলের ইতিহাসে এতদিন যাঁরা দায়িত্ব সামলেছেন তাঁরা প্রত্যেকে সেদেশেরই নাগরিক। আন্সেলোত্তির হাত ধরে সেই ধারা ভাঙতে চলেছে। দায়িত্ব নিয়ে ইতালিয়ান কোচ সাম্বার দেশের ফুটবলের গরিমা ফেরাতে পারেন কি না, তাই এখন দেখার।

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া
অফার চলবে
২৭-৩০ এপ্রিল পর্যন্ত
৫০% ছাড়
মজুরিতে
কোনও শর্তাবলী নেই
প্রতি কেনাকাটায় Lucky Draw-তে জিতে নিন অক্ষয়ডালা
Gifty
উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম
গোল্ড কালেকশন
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
আমাদের সব শোরুমই নিজস্ব। কোনও ফ্রাঞ্চাইজি আউটলেট নেই!
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন
QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন
UP TO ₹2,500 EXTRA CASHBACK*
SBI card
#Min. Trxn.: ₹30,000; Max. Cashback: ₹2,500 per card account; Validity: 24 Apr - 30 Apr 2025. T&C Apply.
আমাদের নতুন শোরুম (৩০তম নিজস্ব শাখা):
তমলুক - পদুমবসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া হাইওয়ে, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭২
গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ৬২৯২২ ৬৪৮০৫ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৮৬৯৫২৯৩৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ কাটোয়া - ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।
গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata | anjalijewellersbharat | anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:
Page29/AJ/0424

# নারায়ণ-মন্ত্রে বেঁচে নাইটদের স্বপ্ন

**কলকাতা নাইট রাইডার্স-২০৪/৯**
**দিল্লি ক্যাপিটালস-১৯০/৯**

**নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল :** কী অদ্ভুত মিল দুই দলের!

প্রথম দল দুর্দান্ত শুরুর পরও আচমকা রানের গতি কমিয়ে ফেলেছিল। শেষ চার ওভারে করেছিল ৩৬। অপর দলও একইরকম। শুরুর বাধা বিপত্তি কাটিয়ে ঠিক যখন মনে হচ্ছিল, তারা ম্যাচের রাশ নিয়ে নিয়েছে, তখনই শুরু হল সুনীল নারায়ণ (২৯/৩) ম্যাজিক। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিল নারায়ণ মন্ত্র। দোসর হিসেবে শেষবেলায় উদয় হলেন বরুণ চক্রবর্তীও (৩৯/২)। আর সেই নারায়ণ-বরুণে ভর দিয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্লে-অফ স্বপ্ন বেঁচে রইল। ১৪ রানের জয়ের পর ১০ ম্যাচে নয় পয়েন্ট নিয়ে নাইটদের প্লে-অফ স্বপ্ন আপাতত বেঁচে রইল।

ক্রিকেট বরাবরই মহান অনিশ্চয়তার খেলা। যার মধ্যে মিশে থাকে জীবনের গল্পও। আজ রাতে নারায়ণ তাঁর সেরা উদাহরণ হতেই পারেন। টসে হেরে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের ব্যাটিং সহায়ক বাইশ গজে দুর্দান্ত শুরুর পরও শেষ দিকে রানের গতি কমে গিয়েছিল কেকেআরের। শেষপর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ২০৪/৯-এ থমকে যায় নাইটদের ইনিংস। শুরুতে একটা সময় ভাবা হচ্ছিল, অন্তত ২৩০ হবে আজ। বাস্তবে সেটা হয়নি। রান তাড়ার সময় দিল্লি ক্যাপিটালসের ব্যাটিংয়েও একই ছবি। অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল (২৩ বলে ৪৩) ও ফাফ ডুপ্লেসিরা (৪৫ বলে ৬২) যখন ব্যাটিং করছিলেন, মনে হচ্ছিল অনায়াসে জয় আসবে। কিন্তু নারায়ণ-বরুণ ম্যাজিক শুরু হতেই ঘূর্ণির সাগরে হারিয়ে গেল দিল্লি। শেষপর্যন্ত ২০ ওভারে ১৯০/৯ স্কোরে থেমে যায় দিল্লি। বাইশ গজে ব্যাট হাতে তেমন ছন্দ দেখাতে না পারলেও বার্থ ডে বয় আন্দ্রে রাসেল মাথা ঠান্ডা রেখে শেষ ওভার করে বুঝিয়ে দিলেন, বয়স শুধুই একটি সংখ্যা তাঁর কাছে। শুধু কি তাই, কেকেআর আজ তাদের নতুন অধিনায়কও পেয়ে গেল। আজিঙ্কা রাহানে ফিল্ডিংয়ের সময় হাতে চোট পেয়ে বাইরে যাওয়ার পর থেকেই দলকে দুর্দান্ত নেতৃত্ব দিলেন নারায়ণ।

দ্রে রাসের ব্যাট যেদিন চলবে, ঘুচে যাবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের যাবতীয় কালিমা। কিন্তু কেকেআর টিম টিম ম্যানেজমেন্ট বুঝলে তো! দুই ওপেনার রহমানুল্লাহ গুরবাজ (১২ বলে ২৬) ও নারায়ণ (১৬ বলে ২৭) পাওয়ার প্লে-কে কাজে লাগিয়ে মরশুমে প্রথমবার দারুণ শুরু করেছিলেন। তিন ওভারে হয়ে গিয়েছিল ৪৮। মিচেল স্টার্কের (৪৩/৩) ওয়াইড ইয়র্কারে ঠকে গিয়ে গুরবাজ ফেরার পরও নারায়ণ, অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে (১৪ বলে ২৬), অঙ্গকৃশ রঘুবংশীরা (৩২ বলে ৪৪) চেষ্টা করেছিলেন শুরুর ঝড়কে রাতের কালবৈশাখীতে পরিণত করার। দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর (২৭/২), কুলদীপ যাদব (২৭/০), ভিপরাজ নিগমদের (৪১/২) ঘূর্ণির মায়াজালের সুবাদে দুর্দান্ত শুরু কাজে লাগেনি নাইটদের।

পিঠ ঠেকে গিয়েছে দেওয়ালে। বাকি পাঁচ ম্যাচের সবকয়টিতেই জিততে হবে, এমন কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে গতবারের আইপিএল জয়ী কেকেআর। এমন অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে গেলে ধারাবাহিকতার পাশে প্রয়োজন ছিল আগ্রাসী ক্রিকেটের। এমন এক ভয়ডরহীন ক্রিকেট, যা দলকে তাতিয়ে দেবে। রাহানের অনুপস্থিতিতে নারায়ণের নেতৃত্বে সেটাই করে দেখাল কেকেআর। ২৩.৭৫ কোটির ভেঙ্কটেশ আইয়ারের ফ্লপ শো আজও অব্যাহত ছিল। ৫ বলে ৭ রান করে একরাশ হতাশা উপহার দিয়ে ভেঙ্কি ফেরার পরও কেন রাসেল ডাগআউটে ব্যাট হাতে বসে রইলেন, কে জানে। রোভমান পাওয়েলের (৫) কথাও ভাবা হল না। বদলে রিঙ্কু সিংয়ের (২৫ বলে ৩৬) উপর আস্থা রাখলেন কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত।

টস জয়ের পর দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর বলেছিলেন, ১৯০ রানের উইকেট। বাস্তবে দেখা গেল, তাঁর পর্যবেক্ষণ সঠিক ছিল। তাছাড়া সময়ের সঙ্গে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের বাইশ গজ আরও মন্থর হয়ে গিয়েছিল। সেই মন্থর উইকেটে পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ নিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরল কেকেআর। আর সেই জয়ের নেপথ্য নায়ক হিসেবে থেকে গেলেন নারায়ণ। বার্থ ডে বয় রাসেলের হাসি রাতের অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অনেক কথা বলে দিচ্ছিল।

যদিও নাইট শো-র এখনও অনেক বাকি।

৩ উইকেট নেওয়া সুনীল নারায়ণকে ঘিরে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

৪৪ রানের ইনিংসে নাইট রাইডার্সকে ভরসা দিলেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশী।

## ‘অধিনায়ক’ সুনীলের প্রশংসায় রাসেল

**নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল :** কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্দরে কি নেতৃত্বের পালাবদল শুরু হয়ে গেল?

আজিঙ্কা রাহানের হাত থেকে কি এবার নেতৃত্বের ব্যাটন যেতে চলেছে সুনীল নারায়ণের হাতে? রাতের অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে এমন প্রশ্নের কোনও জবাব মেলেনি। তবে ইঙ্গিত মিলেছে। আর সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন বার্থডে বয় আন্দ্রে রাসেল। আজ ৩৭ বছরে পা দিলেন দ্রে রাস। তাঁর জন্মদিনেই ছিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ। জন্মদিনের উপহার হিসেবে এই ম্যাচটা জেতার আবদার করেছিলেন সতীর্থদের কাছে। শেষপর্যন্ত জয় এসেছে ১৪ রানে। আর ম্যাচ জেতানো শেষ ওভারটা করেছেন রাসেল নিজেই। খেলার পর তিনি বলেছেন, ‘সময়টা ভালো যাচ্ছিল না আমাদের। আসলে ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে পারফর্ম করতে পারছিলাম না আমরা। আজ ব্যাটাররা রান করেছে। পরে বোলাররা জয় নিশ্চিত করেছে।’

চওড়া হাসি নিয়ে রাসেল যত সহজে কথাগুলো বলছিলেন, বাস্তব ততই কঠিন ছিল। তার মধ্যে ফিল্ডিংয়ের সময় হাতে চোট পেয়ে রাহানে মাঠ ছাড়ার পরই নাইটদের প্রত্যাবর্তনের শুরু। যার নায়ক কার্যনির্বাহী অধিনায়ক নারায়ণ। দলের জয়ের পাশে এখনও প্লে-অফের স্বপ্ন বেঁচে থাকার তৃপ্তি নিয়ে রাসেল আজ বলেছেন, ‘নারায়ণ মাঠে সবসময়ই খুব সক্রিয় থাকে। ওকে বাইরের দুনিয়ায় সকলেই ভুল বোঝে। হতে পারে ও কম কথা বলে। কিন্তু মাঠে বরাবরই নারায়ণ একজন নেতা, দুর্দান্ত নেতা। গত পাঁচ বছরে নারায়ণ অনেক বেশি কথা বলে। যেটা আগে ও করত না।’ রাসেলের কথার মধ্যে ‘অধিনায়ক’ নারায়ণকে নিয়ে যে পরিমাণ আস্থা রয়েছে, সেটা রাহানের জন্য মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়। নাইট অধিনায়ক রাহানেও নারায়ণের প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, ‘সুনীল যে ওভারে পরপর দুটো উইকেট নিল, সেটাই খেলার টার্নিং পয়েন্ট। দারুণ বল করেছে নারায়ণ। বরুণও শেষদিকে দুর্দান্ত বল করল।’ যাঁকে নিয়ে এত আলোচনা, সেই নারায়ণ ম্যাচ সেরার পুরস্কার পেয়ে ম্যাচ জয়ের জন্য পুরো দলকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। বলেছেন, ‘জয়টা খুব দরকার ছিল আমাদের। এই জয়ের সাফল্য পুরো দলেরই।’

## আইপিএলের পয়েন্ট তালিকা

| দল | ম্যাচ | জয় | হার | নো রেজাল্ট | নেট রান রেট | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু | ১০ | ৭ | ৩ | ০ | ০.৫২১ | ১৪ |
| মুম্বই ইন্ডিয়ান্স | ১০ | ৬ | ৪ | ০ | ০.৮৮৯ | ১২ |
| গুজরাট টাইটান্স | ৯ | ৬ | ৩ | ০ | ০.৭৪৮ | ১২ |
| দিল্লি ক্যাপিটালস | ১০ | ৬ | ৪ | ০ | ০.৩৬২ | ১২ |
| পাঞ্জাব কিংস | ৯ | ৫ | ৩ | ১ | ০.১৭৭ | ১১ |
| লখনউ সুপার জায়েন্টস | ১০ | ৫ | ৫ | ০ | -০.৩২৫ | ১০ |
| কলকাতা নাইট রাইডার্স | ১০ | ৪ | ৫ | ১ | ০.২৭১ | ৯ |
| রাজস্থান রয়্যালস | ১০ | ৩ | ৭ | ০ | -০.৩৪৯ | ৬ |
| সানরাইজার্স হায়দরাবাদ | ৯ | ৩ | ৬ | ০ | -১.১০৩ | ৬ |
| চেন্নাই সুপার কিংস | ৯ | ২ | ৭ | ০ | -১.৩০২ | ৪ |

## ফাইনালে স্যাফায়ার্স

**জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** জলপাইগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের জলপাইগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল মেটেলি ব্লু স্যাফায়ার্স। মঙ্গলবার প্রথম কোয়ালিফায়ারে তারা ৫ উইকেটে বিএসকে বলরামকে হারিয়েছে। জেওয়াইএমএ মাঠে প্রথমে বলরাম ১৮ ওভারে ৮ উইকেটে ১০৩ রান তোলে। গৌরব প্রধান ৩২ রান করেন। আদিত্য শর্মা ২১ রানে নেন ৩ উইকেট। জবাবে স্যাফায়ার্স ১৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৪ রান তুলে নেয়। সাত্যকি দত্ত ৫৪ রানে অপরাজিত থাকেন।

পরে এলিমিনেটরে জন্নত রয়্যালস ২ উইকেটে আরএস গ্ল্যাডিয়েটরের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে গ্ল্যাডিয়েটর ১৮ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৩ রান তোলে। প্রসেনজিৎ সরকারের অবদান ৩৫ রান। রাজবীর সিং ১৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে রয়্যালস ৮ উইকেটে ১১৪ রানে পৌঁছে যায়। অভিষেক মজুমদার ৪৬ রান করেন। বাবু দে-র শিকার ২১ রানে ৩ উইকেট।

## টিটি-তে চ্যাম্পিয়ন বোধিসত্ত্ব, সোহম

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার রাজ্য র‍্যাংকিং শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার বোধিসত্ত্ব চৌধুরী। তুফানি সংঘের রেইনবো অ্যাকাডেমিতে ফাইনালে তিনি হারিয়ে দেন উত্তর ২৪ পরগনার প্রিয়াংশু কর্মকারকে। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন উত্তর কলকাতার সোহম মুখোপাধ্যায়। রানার্স হুগলির রূপম সর্দার।

ট্রফি নিয়ে বোধিসত্ত্ব চৌধুরী ও প্রিয়াংশু কর্মকার।

## পথ হারানো ইন্টারকেও সমীহ বার্সেলোনার

সেমিফাইনালের প্রস্তুতিতে ইন্টারের লওটারো মার্টিনেজ (বাঁয়ে)। অনুশীলনের মাঝে গল্পে বার্সার লামিনে ইয়ামাল।

**বার্সেলোনা, ২৯ এপ্রিল :** কোপা ডেল রে জেতার পর আত্মবিশ্বাসী বার্সেলোনা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে সেই আত্মবিশ্বাস কাজে লাগবে। বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিকও তা মানছেন। তবে প্রতিপক্ষ ইন্টার মিলান যতোই শেষ তিন ম্যাচ হেরে বসে থাকুক, ফ্লিক তাদের বিন্দুমাত্র কম গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

সিরি আ-তে পরপর দুই ম্যাচে যথাক্রমে বোলোগনা ও রোমার কাছে হার। তারমাঝে কোপা ইতালিয়ার দ্বিতীয় লেগ সেমিফাইনালে এসি মিলানের কাছে তিন গোল হজম। অতঃপর বিদায়। নিঃসন্দেহে ইন্টারের আত্মবিশ্বাসে বড় ধাক্কা দিয়েছে। মরশুমের শেষবেলায় পথ হারানোয় তাদের ত্রিমুকুট জয়ের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। এহেন পরিস্থিতি থেকে দলকে বের করার পথ খুঁজছেন কোচ সিমোনে ইনজাঘি। সেমিফাইনালের প্রথম লেগে নামার আগে যদিও তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, ‘বার্সেলোনার প্রতি আমাদের সম্মান রয়েছে। তার মানে এই নয় ভয় পাচ্ছি।’

বার্সেলোনা কোচ ফ্লিকের কাছেও অবশ্য পরিসংখ্যানের তেমন গুরুত্ব নেই। বলেছেন, ‘ফাইনাল থেকে মাত্র দুই ম্যাচ দূরে রয়েছি আমরা। ক্লান্ত হলে চলবে না। সেমিফাইনালের গুরুত্ব নতুন করে বোঝানোর নেই। ইন্টার ইউরোপের অন্যতম সেরা দলগুলোর একটা। কঠিন প্রতিপক্ষ।’ ইনজাঘির দলের রক্ষণ নিয়ে যেমন তিনি আলাদা করে ভাবছেন, তেমন তাদের প্রতিআক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক। বলেছেন, ‘ওরা যে শুধু ভালো রক্ষণ সামলায় তা কিন্তু নয়। ইন্টারের প্রতিআক্রমণ যথেষ্ট ভয়ংকর। তার জন্যও তৈরি থাকতে হবে আমাদের।’ সেই একই কথা তাঁর অন্যতম সেরা অস্ত্র লামিনে ইয়ামালের মুখেও। স্প্যানিশ তরুণ বলেছেন, ‘ওরা রক্ষণ,আক্রমণ দুই বিভাগেই সমান শক্তিশালী।’ দলের বেশ কিছু জায়গায় খামতি চোখে পড়েছে ফ্লিকের। সেগুলো নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন ছেলেদের। বলেছেন, ‘চূড়ান্ত প্রস্তুতির আগে বলে দিয়েছি ইন্টার ম্যাচে কোন কোন জায়গায় আমাদের শুধরোতে হবে। মাঝমাঠে অনেক ফাঁকা জায়গা তৈরি হচ্ছে। সেদিকে নজর দেওয়া দরকার।’

**চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ**
**বার্সেলোনা বনাম ইন্টার মিলান**
**সময় :** রাত ১২.৩০ মিনিট
**স্থান :** সোনি টেন নেটওয়ার্কে

## কাঠমান্ডুতে চার সোনা জয় প্রতীতির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** কাঠমান্ডুতে সাউথ এশিয়ান ইয়ুথ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে চারটি সোনা জিতে মঙ্গলবার বাড়ি ফিরল প্রতীতি পাল। প্রতীতি টুর্নামেন্টে রাজ্যের একমাত্র প্রতিযোগী ছিল। অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে টিম ইভেন্ট, সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস থেকে তার পদক এসেছে। প্রতীতি বলেছে, ‘আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এই প্রথম সোনা পেলাম আমি। এটা সম্ভব হয়েছে শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে আমার দুই কোচ অমিত দাম ও সৌমেন মালাকারের জন্য। আমার স্বপ্ন একদিন অলিম্পিক থেকে দেশের জন্য পদক আনব। এজন্য যত পরিশ্রমই করতে হোক না কেন আমি পিছিয়ে আসব না।’ শিলিগুড়ি টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রীকে অভিনন্দন জানাতে তার বাড়িতে এদিন ভিড় করে প্রতিবেশীরা।

পদক জয়ের পর প্রতীতি পাল।

এশিয়ান ইয়ুথ টেবিল টেনিসের টিম ইভেন্টের ফাইনালে প্রতীতিদের ভারতীয় দল হারিয়ে দেয় শ্রীলঙ্কাকে। ডাবলসে আরুশি নন্দী ও মিক্সড ডাবলসে অথর্ব নবরঙ্গিকে সঙ্গী করে সোনা জিতেছে। ডাবলসে নেপাল ও মিক্সড ডাবলসে পাকিস্তানকে ৩-০ গেমে উড়িয়ে দেয় তারা। প্রতীতির সিঙ্গলসের সোনাটি এসেছে ফাইনালে আরুশিকে ৩-১ গেমে হারিয়ে।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন দীপেশ বর্মন। ছবি : তুষার দেব

## জয়ী জিরানপুর ব্রাদার্স

**দেওয়ানহাট, ২৯ এপ্রিল :** জিরানপুর কাপ ক্রিকেটে মঙ্গলবার উত্তর জিরানপুর ব্রাদার্স ২৯ রানে পানিমারা কমান্ডো ইলেভেনকে হারিয়েছে। প্রথমে উত্তর জিরানপুর ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৯ রান তোলে। মনোতোষ বর্মন ২৭ ও রাহুল মিয়াঁ ২৬ রান করেন। জবাবে পানিমারা ৮০ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা দীপেশ বর্মন ২১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

## অলোকের ১৫০ রান

**কামাখ্যাগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে মঙ্গলবার ২০১৮ ব্যাচ ৫ উইকেটে হারিয়েছে ১৯৯৩ ব্যাচকে। ১৯৯৩ প্রথমে ১৫ ওভারে ৪ উইকেটে ২১২ রান করে। ম্যাচের সেরা অলোক কুণ্ডু ১৫০ রান করেন। ২০১৮ জবাবে ১১.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ২১৩ রান তুলে নেয়। রাহুল দে সরকার ৬২ রান করেন। প্রণয়েন্দু দেব ৫০ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

## প্রথম পিঙ্কু

**জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** বোলপুরের ভারত সেবাশ্রমে ২৫-২৭ এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দ রাজ্যস্তরের ওপেন যোগাসনে জলপাইগুড়ির ২৫ জন অংশ নিয়েছিলেন। যার মধ্যে পুরুষদের ৪৫-৫৫ বছর বিভাগে প্রথম হয়েছেন পিঙ্কু সাহা। চতুর্থ প্রশান্ত কর্মকার। পঞ্চম দেবশংকর দাস। মহিলাদের ৩৫-৪৫ বছর বিভাগে তৃতীয় পিঙ্কি বাড়ুই।

## জয়ী রিভেঞ্জার

**মালবাজার, ২৯ এপ্রিল :** ইয়ং বয়েজ ক্লাবের এপিএল ক্রিকেটে মঙ্গলবার রিভেঞ্জার সুপার ওভারে হারিয়েছে মেটেলি রিভেঞ্জসকে। প্রথমে রিভেঞ্জার ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ৯৪ রান করে। জবাবে মেটেলি ৯৪ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা রিভেঞ্জারের অনিল শাহ। এদিনের দ্বিতীয় ম্যাচ বৃষ্টির কারণে বাতিল হয়েছে।

## জিতল এটিও

**জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল :** জেওয়াইসিসি-র অলোক মুখোপাধ্যায় ও দীপক মুখোপাধ্যায় ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ফুটবলে মঙ্গলবার মালবাজার এটিও টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে পাণ্ডাপাড়া বয়েজকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা মালবাজারের অশোক পরজি।